উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম

সমন্বয়ে

ঘরনী

GHARONI

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগীতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি -২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবন দেশ। সারাবিশ্বে এই দেশটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানাবিধ দুর্যোগে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ দেশ সমূহের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিকালে বাংলাদেশে দুর্যোগের মাত্রা এবং ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা ক্রমশ বাড়ছে। বাংলাদেশে বড় আকারের দুর্যোগ যেমন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, প্ল্যাবন, জলোচ্ছাস, খরা, কালবৈশাখী ঝড়, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ধবসের মত দুর্যোগগুলো পূনপৌনিকভাবে ঘটছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাই বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকার দুর্যোগের বিষয়টি গুরুত্ব বিবেচনা করে 'সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী' নামে একটি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। সেই কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রস্তুতি এবং সাড়া দানের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার বিধান দুর্যোগ বিষয়ে স্থায়ী আদেশ সমূহে বর্ণিত আছে। এতে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করা ও অভিযোজন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর আওতায় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর অংশ হিসাবে চট্টগ্রাম জেলার ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য 'ঘরনী' নামক এনজিও কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

উক্ত এনজিও টি উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। বিশেষ করে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় করে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস, এক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে সকল প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়েছে এবং সকলের সাথে আলাপ আলোচনার ফলশ্রুতি হিসাবে একটি বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।

আমি একাজে জড়িত সকল পক্ষ বিশেষ করে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য, 'ঘরনী' এনজিও এবং অন্যান্য সকল পক্ষকে এই জটিল কাজটি সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আমি আশা করি, অত্র উপজেলায় গৃহীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে অত্র উপজেলায় দুর্যোগের ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন কার্যক্রম যথেষ্ট শক্তিশালী হবে।

১৫.৫.২৪
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

তারিখঃ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	**পৃষ্ঠা নং -**
১.১ পটভূমি	৪
১. ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	৪
১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	৪
১.৩.১ জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	৫
১.৩.২ আয়তন	৫
১.৩.৩ জনসংখ্যা	৬
১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা	৭
১.৪.১ অবকাঠামো	৭
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	১৬
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	৩৮
১.৪.৪ অন্যান্য	৩৯
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	৪৫
২.২ জেলা/উপজেলার আপদ সমুহ	৪৫
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ননা	৪৬
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	৪৭
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	৪৮
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ	৫২
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	৫৪
২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	৫৫
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৫৬
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৫৭
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৫৭
২.১২ খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৫৮
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৬৪
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস	
৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৬৬
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৭০
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৭৪
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৭৫
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৭৫
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন	৭৬
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী	৭৭
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৭৮
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান	
৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)	৯২
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা	৯৮
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা	৯৯
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	১০০
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার	১০০
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	১০০
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান	১০০
৪.২.৫ আশ্রয় কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন	১০০

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা	১০০
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ	১০১
৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	১০১
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	১০১
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	১০১
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা	১০১
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC)পরিচালনা	১০১
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ	১০২
৪.৩ জেলা/উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা	১০২
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন	১০৩
৪.৫ জেলা/উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)	১০৫
৪.৬ অর্থায়ন	১০৬
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ	১০৬
পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা	
৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন	১১০
৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার	১১১
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা	১১১
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার	১১১
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ	১১১
৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা	১১১
সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট	১১২
সংযুক্তি ২ জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	১১৪
সংযুক্তি ৩ জেলা/উপজেলার স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা	১১৫
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা	১২৬
সংযুক্তি ৫ এক নজরে জেলা/উপজেলা	১২৭
সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠানসূচী	১২৮

প্রথম অধ্যায়ঃ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি :

এসওডি অনুযায়ী দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যেগ গ্রহন করার কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্ম পরিকল্পনার বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হবে ।

বিশ্বের দুর্যোগ প্রবণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি । বাংলাদেশে কম-বেশি সব জেলাতেই নানা ধরনের দুর্যোগ দেখা যায় এবং দূর্যোগ পূর্ণ জেলাগুলির মধ্যে চট্টগ্রাম জেলা অন্যতম। ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ জেলাতে প্রতি বছর বন্যা, অতিবৃষ্টি, খরা, জলোচ্ছাস, নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততা, আর্সেনিক দূষণ, জলাবদ্ধতা ও কালবৈশাখীসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগ আঘাত করে থাকে । চট্টগ্রাম জেলাটি সমুদ্রবতী হওয়ার কারণে জলচ্ছাস, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এ এলাকার জন্য একটা বড় আপদ ফলে জেলাটি প্রতিবছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য আপদের মাধ্যমে এ জেলাতে কম বেশী কোন না কোন ভাবে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে । চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাটি অত্যন্ত ঝুঁকি প্রবণ উপজেলা । ২২টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে এই উপজেলাটি । এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়রনই কম বেশী বন্যা, অতিবৃষ্টি, খরা, জলোচ্ছাস, আর্সেনিক দূষণ, জলাবদ্ধতা ও কালবৈশাখী ঝড় জনসাধারনের জীবন-জীবিকার উপরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে থাকে । এভাবে দুর্যোগে আক্রান্ত হলেও বিগত বছরে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা বা মানুষের সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কমানোর জন্য জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে সুদুর প্রসারী কোন কর্ম পরিকল্পনার উদ্যোগ দেখা যায়নি। এ দিকটি বিবেচনা করেই সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে তথা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি পটিয়া উপজেলার জন্য প্রণয়ন করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১. ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য :

- নির্দিষ্ট সময় এবং এলাকা জন্য কৌশলগত সম্ভাব্য দলিল হিসাবে তৈরী করা ।
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরের জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে এটি কাজ করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রনয়ণে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করবে ।
- স্থানীয় কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ ও কার্যকর অংশীদারত্ব বোধ সৃস্টি করা এবং স্থানীয় উদ্যোগে স্থানীয় রিসোর্স গুলি ব্যবহারের মাধ্যমে দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করণ পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটানো।
- চাহিদা নিরুপন, উদ্ধার, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুণর্বাসন ব্যাবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ ।
- স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্বন্ধে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করণে স্থানীয় ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় নির্ধারন করা ।

১.৩ স্থানীয় এলাকার পরিচিতিঃ

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলা সপ্তম শতক অবধি সমতটের খড়্গ রাজবংশের রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়। অষ্টম শতকে ধর্মপালের রাজত্বকালে তা পাল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। নবম শতকে পটিয়াসহ চট্টগ্রাম আবার হরিকেল রাজ্যভুক্ত হয়। দশম শতক থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ ১৬৬৬ সন পর্যন্ত সাময়িক বিরতি থাকলেও চট্টগ্রাম সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। বৌদ্ধযুগে চট্টগ্রাম ‘চক্রশালা’ নামে বহির্বিশ্বে পরিচিত ছিল। এ চক্রশালা পটিয়া সদর থেকে দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। আরাকান শাসকরা চক্রশালায় তাদের রাজধানী স্থাপন করেন। রাজা মেং ফালোং (সেকান্দার শাহ) এর শাসনকালে (১৫৭১-৯৩ খ্রি.) ‘চক্রশালা’ রাজধানী ছিল যেখানে চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশ ও কক্সবাজার তাঁর দখলে ছিল। পটিয়াসহ পুরো চট্টগ্রাম মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের আরো নববই বছর ১৬৬৬ সনে তাঁর প্রপৌত্র সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে। ব্রিটিশ শাসনের আগে এতদঞ্চল আরাকান আমলে ‘চক্রশালা’, মোগল আমলে ‘চক্রশালা পরগণা’ এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে ‘চাকলা’ নামেই পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ সরকার দক্ষিণ চট্টগ্রামের কেন্দ্র পটিয়ায় ১৯১০ সালে ৫জন মুন্সেফ নিয়ে মহকুমা মুন্সেফ কোর্ট স্থাপন করেন এবং তদানিন্তন থানার প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার জন্য একজন সার্কেল অফিসার (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) নিয়োগ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পটিয়ার ও রাউজানের কিছু অংশ নিয়ে রাঙ্গুনিয়া থানা গঠিত হয়। পরবর্তীতে পটিয়াকে ভেঙে ১৮৯৮ সালে আনোয়ারা, ১৯৩০ সালে বোয়ালখালী ও ১৯৭৬ সালে চন্দনাইশ থানা গঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান আমলে পটিয়া মহকুমা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি পটিয়া উপজেলা হিসাবে স্বীকৃতি পায় ।

১.৩.১ পটিয়া উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান

চট্টগ্রাম জেলা সদর হতে উপজেলাটি পূর্ব ও দক্ষিনে এবং ৪২ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এ উপজেলাটির আয়তন ৩৭০ বঃ কিঃ। সর্বমোট ১২৭ টি মৌজা, ২২টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে এ উপজেলাটি গঠিত । স্থলপথ হিসাবে সর্বমোট ৭০১ কিঃমিঃ রাস্তা আছে। যার মধ্যে কাঁচা রাস্তা ২১৯.৫ কিঃমিঃ, পাকা রাস্তা ২০০ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা ২৮১.৫ কিঃমিঃ ।

১.৩.২ আয়তন

আনুষ্ঠানিকভাবে চট্টগ্রাম জেলার সৃষ্টি হয় ১৯৬৬ সালে। যার আয়তন ৫২৮২.৯৮ বঃকিঃ। চট্টগ্রাম জেলায় ১৪টি উপজেলা রয়েছে, যার মধ্যে পটিয়া ১টি উপজেলা । পটিয়া উপজেলার ২২ টি ইউনিয়নের আয়তন ৩৭০ বঃ কিঃ। উপজেলার ২২ টি ইউনিয়ন, ১টি পৌরসভায় মোট ১২৭ টি মৌজা রয়েছে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক মোজার নাম দেয়া হলঃ

ক্রঃ নং	ইউনিয়নের নাম	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম	মন্তব্য
০১.	চরলক্ষ্যা ইউনিয়ন পরিষদ	চরলক্ষ্যা ও চরফরিদ	২টি
০২.	চরপাথরঘাটা	চরপাথরঘাটা, ইছানগর ও খোয়াজ নগর	৩টি
০৩.	জুলধা ইউনিয়ন পরিষদ	জুলধা ও ডাঙ্গার চর	২টি
০৪.	বড়উঠান ইউনিয়ন পরিষদ	বড়উঠান, শাহ মিরপুর ও দৌলতপুর	৩টি
০৫.	কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ	কোলাগাঁও, সাততেতৈয়া, নালন্দা, চাপড়া, চাতরী, বানীগ্রাম ও লাখাড়া	৭টি
০৬.	শিকলবাহা	শিকলবাহা ও দ্বীপকালা মোড়ল	২টি
০৭.	কুসুমপুরা ইউনিয়ন পরিষদ	কুসুমপুরা, মনসা, হরিণখাইন, মেহের আটি, বিনিনিহারা, গোরণখাইন ও থানা মহিরা	৭টি
০৮.	খরনা ইউনিয়ন পরিষদ	খরনা ও মুজাফরাবাদ	২টি
০৯.	বরলিা ইউনিয়ন পরিষদ	বরলিয়া, করতলা, বেলখাইন, তেরালা, মেলঘর, বারইখারা ও ওকন্যারা	৭টি
১০.	ভটিখাইন ইউনিয়ন পরিষদ	বাখখালী, করল ও বগাহরা	৩টি
১১.	ছরহরা ইউনিয়ন পরিষদ	ছরহরা, চাটরা, গুয়াতলী, মঠপাড়া, ধাউরডাঙ্গা ও বরইয়া	৬টি
১২.	হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়ন পরিষদ	হাবিলাসদ্বীপ, হালিমখান চর, পাচুরিয়া ও খুলাইন	৪টি
১৩.	হাইদগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ	হাইদগাঁও, জঙ্গল হাইদগাঁও ও উত্তর জঙ্গল শ্রীমাই	৩টি
১৪.	জঙ্গলখাইন ইউনিয়ন পরিষদ	জঙ্গলখাইন, এয়াকুব নগর, ইনাইনপুরা, উজিরপুর, নাইখাইন, টিয়ারকুল, পাইরুল ও লরিহরা	৮টি
১৫	কচুয়াই ইউনিয়ন পরিষদ	কচুয়াই, আজিরপুর, কথা, পারিগ্রাম, শ্রীমাই, লটপচাত্তর শ্রীমাই, কামছত্তর ও দক্ষিণ জঙ্গল শ্রীমাই	৮ টি
১৬	কেলিশহর ইউনিয়ন পরিষদ	কেলিশহর, রতনপুর, মইটলা, সাপমারা, উত্তর ভূর্ষি ছত্তর টেটুয়া, লট সাতানব্বই ছত্তর টেটুয়া, জঙ্গল শীতল ছড়ি ও পাঁচ গাছিয়া বড় দুয়ারা	৮টি
১৭	দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়ন পরিষদ	দক্ষিণ ভূর্ষি, ডেংগা পাড়া, বানীপুর, খানমোহনা ও কেচিয়া পাড়া	৫টি
১৮	শোভনদন্ডি ইউনিয়ন পরিষদ	শোভনদন্ডি, রশিদাবাদ, হাতিয়া ঘোনা, কালিয়াইশ, শোসাং, আশাতা, জোয়ারা খান খানা বাদ, হিলিচিয়া, লাউয়ের খীল ও কুরাংগিরি	১০ টি
১৯	ধলঘাট ইউনিয়ন পরিষদ	ধলঘাট, উত্তর সমুরা, দক্ষিণ সমুরা, আলমপুর, নন্দের খীল, বাগদন্ডি, ঈশ্বরখাইন, করণখাইন, মুকুট নাইট, গৈরলা ও তেকোটা	১১ টি
২০	কাশিয়াইশ ইউনিয়ন পরিসদ	কাশিয়াইশ, পেরপিরা, মহিরা পেরপিরা, বাকখাইন, ভান্ডারগাঁও, পিংগলা, দ্বারক ও বুধপুরা	৮টি
২১	আশিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	আশিয়া, বাথুয়া	২ টি
২২	জিরি ইউনিয়ন পরিষদ	জিরি, উত্তর দেয়াং, কৈয়গ্রাম, মালিয়ারা, মহিরা, উখাইন ও সাইদাইর	৭ টি
মোট			১২৭ টি

৩.৩ জন সংখ্যা

পটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ৬,৩৩,১৫০ যার মধ্যে পুরুষ ৩,২০,২১৮, জন মহিলা ৩,১২,১৪৮ জন, শিশু ৪৪,৩০৮ জন, বৃদ্ধ ২৮,২০২ জন, প্রতিবন্ধি ৪,৪৮৯ জন । এই উপজেলায় পরিবারের সংখ্যা ১,০১,৯৬৮ টি এবং ভোটারের সংখ্যা ৩,৬৮,৫৩৯ জন। নিম্নে ছকের মাধ্যমে ইউনিয়ন ভিত্তিক বিভিন্ন স্তরের জনসংখ্যা দেখানো হলঃ

খ) তথ্য প্রাপ্তির সূত্রঃ উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, মোবাইল নং- ০১৯১৪-৭৩৯১৩৬

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/ খানা	মোট ভোটার
১	চরলক্ষ্যা	১৪৩৮৫	১৩৯৮৫	১৯৮৬	১২৭৭	২৪৪	২৮৩৭০	৩২১২	১৮১২০
২	কচুয়াই	২৭৫২৩	২৭৩৬১	২৭৩২	১৬১৮	১৬৪	৫৪৮৬৪	৮১০৭	২০০২০
৩	ভাটিখাইন	৬৬৩৫	৬০৩৫	৮৮৯	৫৮৩	১৩২	১২৬৭০	২৪৩০	৬৪৪০
৪	ছনহারা	৯১৮৯	৯০৮৯	১২৭২	৮১৯	২০৫	১৮১৭৮	৩১৪৫	১২৫৩০
৫	হাইদগাঁও	১২৫৭৮	১২০৭৭	১৭২৫	১১১০	২৯০	২৪৬৫৫	৪১২০	১৫১৫৪
৬	কেলিশহর	৯৩০৬	৯২৬৪	১৩৯১	৮৩৬	১৮০	১৮৫৭০	৪১৩০	১৩২১১
৭	হাবিলাসদ্বীপ	১৬৮১৩	১৬৬১২	২৩৪০	১৫০৫	৭৭	৩৩৪২৫	৫২৪০	২০৯৩০
৮	কোলাগাঁও	১১০৩৩	১০৮৩৩	১৫৩১	৯৮৪	২৪৫	২১৮৬৬	৪১২৩	১৫৯৯৩
৯	জঙ্গালখাইন	১২৬৯৩	১২৪৩৭	১৭৬০	১১৩১	১২২	২৫১৩০	৩০৪৪	১১২৪০
১০	খরনা	১৫৬৪৯	১৫৫৪৮	২১৭৭	১৪০৬	২৫৮	৩১০৯৬	৪৫৩৫	১৭৮৬০
১১	চরপাথর ঘাটা	২১২৯০	২১১৯৫	২৯৬৮	১৯৭০	৩১০	৪২৩৯০	৭৪৯৭	২৬২৮১
১২	শিকলবাহা	২৩১৯০	২২৫৯০	৩২০৫	২০৬১	৪১৫	৪৫৭৮০	৭৪৪৫	২৯৭৫৭
১৩	বরলিয়া	১০৯২০	১০৩২০	২০৭৫	১২০৭	২১৫	২১২৪০	২৭৯০	১১৪৭০
১৪	বড়উঠান	২১২৩৫	২০৮৩৫	২৯৪৫	১৮৯৪	৩৪১	৪২০৭০	৬৩৩০	২৬০৮৩
১৫	জুলধা	১১৬২০	১১২২০	১৫৯৯	১০২৮	১৫২	২২৮৪০	৪০৬০	১৪৫৩০
১৬	কুসুমপুরা	১৭৬৪৫	১৭০৪৪	২৪৭২	১৪০৯	১৩০	৩৪৬৮৯	৫৩৬০	২২৪৩২
১৭	জিরি	২২৫৬৫	২১৭৫৫	৪৬০৬	২৮৮৭	৩০৯	৪৪৩২০	৭৪৩০	২৮৬৫২
১৮	দুক্ষিণ ভূর্ষি	৯৭৬০	৯৩৬০	৭৯৩	৫৭৮	১০৬	১৯১২০	৩৮২২	৭২৩০
১৯	ধলঘাট	১০৬১৯	১০২১৮	১২৭০	৯০৬	২৬০	২০৮৩৭	৩৯২১	১৫৪৭০
২০	শোভনদন্ডি	১৫৩৯৫	১৪৭৯৫	২১১৪	১৩৬০	২২০	৩০১৯০	৪৫৫৭	১৭৭১৮
২১	আশিয়া	১২৫০০	১২২০০	১৬০৬	১১১১	২৮৩	২৪৭০০	৪৩১০	৯২০০
২২	কাশিয়াইশ	৭৬৭৫	৭৩৭৫	৮৫২	৫২২	২৩১	১৫১৫০	২৩৬০	৮২১৮
মোট		৩২০২১৮	৩১২১৪৮	৪৪৩০৮	২৮২০২	৪৪৮৯	৬৩২১৫০	১০১৯৬৮	৩৬৮৫৩৯

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

৪.১ অবকাঠামোঃ

ক) বাঁধ

পটিয়া উপজেলায় ৭ টি বাঁধ রয়েছে। এই উপজেলায় বন্যার পানি প্রবেশ করায় বিভিন্ন ধরণের ক্ষয়-ক্ষতি সম্মুখিন হয়ে থাকে। উক্ত বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬.৫ কিঃমিঃ। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক বাঁধের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হলঃ

- কচুয়াই ইউনিয়নে ২ টি বেড়ী বাঁধ রয়েছে। ১, ৩, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে শ্রীমায় হতে পাইক পাড়া পর্যন্ত প্রায় ৬ কিঃমিঃ লম্বা একটি শ্রীমায় বেরী বাঁধ রয়েছে ও ৫, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে এজাহার মিয়ার বাড়ী হতে আহম্মদ কবির চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত প্রায় ৫ কিঃমিঃ লম্বা একটি হরনা বেড়ী বাঁধ রয়েছে।
- ভাটিখাইন ইউনিয়নে ১ টি বেড়ী বাঁধ রয়েছে। ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে শ্রীমেই ৭ নং ওয়াড ঝর্না পাড়া ষ্টীল ব্রীজ হতে চানখালী খাল পর্যন্ত প্রায় ৪.৫ কিঃমিঃ লম্বা একটি শ্রীমেই খাল বেড়ী বাঁধ রয়েছে।
- ছনহারা ইউনিয়নে ১ টি বাঁধ রয়েছে। ১ ও ৩ নং ওয়ার্ডে শ্রীমাই বেড়ী বাঁধ টেগের কুনী হতে পিপি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত যা লম্বা প্রায় ৩ কিঃমিঃ।
- হাইদগাঁও ইউনিয়নে ১ টি বাঁধ রয়েছে। ২, ৩ ও ৫ নং ওর্য়াডের শ্রীমাই বেড়ী বাঁধ রয়েছে, দত্ত বাড়ী হতে বৌদ্ধ পাড়া পর্যন্ত যা লম্বা প্রায় ১ কিঃমিঃ।
- চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নে ১ টি বাঁধ রয়েছে। ৩, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি চরপাথর ঘাটা বেড়ী বাঁধ অবাস্থত যা লম্বা প্রায় ৪ কিঃমিঃ ।
- জুলধা ইউনিয়নে ১ টি বাঁধ রয়েছে। ৩ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি বেড়ী বাঁধ রয়েছে যা লম্বায় প্রায় ৩ কিঃমিঃ।

খ) স্লুইচ গেইট

পটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নে মোট ৩ টি স্লুইচ গেইট আছে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক স্লুইচ গেইট এর সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো:

- ছনহারা ইউনিয়নে ১ টি স্লুইচ গেইট রয়েছে যাহা ৯ নং ওয়ার্ডে চতুরাখালী খালের উপরে অবস্থিত।
- জিরি ইউনিয়নে ২ টি স্লুইচ গেইট রয়েছে। ৩ নং ওয়ার্ডে শিকলবাহা খালের উপরে ১ টি ও ৭ নং ওয়ার্ডে শিকলবাহা খালের উপরে ১ টি স্লুইচ গেইট রয়েছে।

গ) ব্রীজঃ

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নে মোট ১৭৬ টি ব্রীজ আছে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্রীজের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলোঃ

খরনা ইউনিয়নঃ
খরনা ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ১৩ টি। ৫ নং ওয়ার্ডে খরনা খালের উপর ১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে রাস্তার উপরে ১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে বিশমতি খালের উপরে ১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে খরনা খালের উপরে ২টি , ৯ নং ওয়ার্ডে দনাবরিছা ছড়ার উপরে ১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে নাপিত পাড় সড়কের উপরে ১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে বাদল মাষ্টার সড়কের উপরে ১টি, ২ নং ওয়ার্ডে তেরিন ছিলা খালের উপরে ৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে এরশাদ উল্ল্যাহ সড়কের উপরে ২টি ও ১ নং ওয়ার্ডে মকবুল শাহ সড়কের উপরে ২টি ব্রীজ অবস্থিত।

কচুয়াই ইউনিয়নঃ
কচুয়াই ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৮ টি । ১ নং ওয়ার্ডে সিমায় খালের উপরে ২টি, ২ নং ওয়ার্ডে বেলতলা সড়কের উপরে ১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে গ্রী সড়কের উপরে ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে কারু কিয়া সড়কের উপরে ২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে বেলতলা সড়কের উপরে ১টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে খলনা খালের উপরে ১টি ব্রীজ রয়েছে যা পানি নিস্কাশনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ।

ভাটিখাইন ইউনিয়নঃ
ভাটিখাইন ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ১০টি । ৩ নং ওয়ার্ডে শ্রীমেয় খালের উপরে ২টি, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে টুইটং সড়কের সড়কের উপরে ২টি, ১ ও ৪ নং ওয়ার্ডে পটিয়া কড়ল টেকের কোনে ২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ভাটিখাইন কালী বাড়ী সড়কের উপরে ১টি, ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ডে মুড়া খালের উপরে ২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে কড়ল বগাছড়া সড়কের উপরে ১ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ফয়জুর রহমান সড়কের উপরে ১টি ব্রীজ রয়েছে যা পানি নিস্কাশনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ।

ছনহারা ইউনিয়নঃ
ছনহারা ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৫ টি। ২ নং ওয়ার্ডে হযরত চিকন খলীফা শাহ সড়কের উপরে ১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে দাউডাঙ্গা সড়কের উপরে ৪টি । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

হাইদগাঁও ইউনিয়নঃ
হাইদগাঁও ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৭টি। ১) ১, ২, ৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে বিওসি সড়কের উপরে ৪টি । ২) ৪ নং ওয়ার্ডে আকরামিয়া সড়কের উপরে ৩ টি । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

কেলিশহর ইউনিয়নঃ
কেলিশহর ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ২০ টি । ১) ১, ২, ৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে বিওসি সড়কের উপরে ৪টি । ২) ৪ নং ওয়ার্ডে আকরামিয়া সড়কের উপরে ৩ টি । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নঃ
হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৫ টি । ১) ১ নং ওয়ার্ডে চানখালী খালের উপরে ১টি, ২) ৪ ও ৮ নং ওয়ার্ডের চরকানাই ভিলেজ সড়কের উপরে ২ টি ও ৩) ৮ নং ওয়ার্ডের চৌধুরী বাড়ী সড়কের উপরে ১টি ।

কোলাগাঁও ইউনিয়নঃ
কোলাগাঁও ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ১৬টি । ১) ১ নং ওয়ার্ডে গরু সুটাই খালের উপরে ১টি, ২) ২ নং ওয়ার্ডে আবু সৈয়দ শাহ সড়কের উপরে ১ টি, ৩) ৫ নং ওয়ার্ডে আরকান সড়কের উপরে ১ টি, ৪) ৯ নং ওয়ার্ডে গরু সুটাই খাল ও মাহার খালের উপরে ২ টি, ৫) ৫ নং ওয়ার্ডে পলো খালের উপরে ১ টি ব্রীজ রয়েছে । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

জঙ্গালখাইন ইউনিয়নঃ
জঙ্গালখাইন ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ২ টি । ১) ১, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে সাজের মহি আলম খালের উপরে ব্রীজ ৩ টি, ২) ৯ নং ওয়ার্ডে কাজির খাল ও চৌধুরী খালের উপরে ব্রীজ ৩ টি ব্রীজ রয়েছে। ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

চরলক্ষা ইউনিয়নঃ
চরলক্ষা ইউনিয়নে মোট ব্রীজের সংখ্যা ৬টি । ১) ১ নং ওয়ার্ডে শাহা আজীজ সড়কের উপরে ব্রীজ ১ টি ২) ২, ৩, ৪ ৫ ও ৯ নং ওয়ার্ডে চরলক্ষা খালের উপরে ৫ টি ব্রীজ রয়েছে। ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নঃ
চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৩০ টি। ১) ১ ও ৩ নং ওয়ার্ডে লেংড়া খালের উপরে ব্রীজ ৩ টি ২) ৭ নং ওয়ার্ডে বাংলা বাজার সড়কের উপরে ১ টি ব্রীজ ও ৩) ৮ নং ওয়ার্ডে আলিম উদ্দিন সড়কের উপরে ১ টি ব্রীজ রয়েছে । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

শিকলবাহা ইউনিয়নঃ

শিকলবাহা ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৮ টি। ১) ৫ নং ওয়ার্ডে আরাকান সড়কের উপরে ব্রীজ ১ টি ২) ৮ নং ওয়ার্ডে সরাজারী সড়কের উপরে ব্রীজ ২ টি ৩) ৭ নং ওয়ার্ডে বখতিয়ার সড়কের উপরে ১ টি ব্রীজ ৪) ৯ নং ওয়ার্ডে জেলে পাড়া সড়কের উপরে ১ টি ব্রীজ ৫) ৬ নং ওয়ার্ডে আলাউদ্দিন চেয়ারম্যান ব্রীজ ১ টি ও ৩ নং ওয়ার্ডে কালার পুল ব্রীজ ২ টি এবং ২ ও ৪ নং ওয়ার্ডে কর্ণফুলী ব্রীজ অবস্থিত। ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

বড়লিয়া ইউনিয়নঃ

বড়লিয়া ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৯ টি। ১) ৩ নং ওয়ার্ডে বেলখাইন সড়কের উপরে ব্রীজ ১ টি ২) ৫ নং ওয়ার্ডে বিকেবিসড়কের উপরে ব্রীজ ১ টি ৩) ২ নং ওয়ার্ডে বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুজ্জামান সড়কের উপরে ২ টি ব্রীজ ৪) ৮ নং ওয়ার্ডে কলাগাজী সড়কের উপরে ১ টি ব্রীজ ৫) ৭ নং ওয়ার্ডে শীলপাড়া সড়কের উপরে ব্রীজ ২ টি, ও ৫ নং ওয়ার্ডে সৈয়দ শাহগীর সড়কের উপরে ব্রীজ ১ টি এবং ৮ নং ওয়ার্ডে খানবাড়ী সড়কের উপরে ১ টি ব্রীজ রয়েছে। ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

বড়উঠান ইউনিয়নঃ

বড়উঠান ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ১০ টি। ৩ ও ৮ নং ওয়ার্ডে জিরি সড়কের উপরে ১টি। ৭ নং ওয়ার্ডে বড়ুয়া পাড়ায় ১ টি, দারোগা হাটে ১টি, নতুন পাড়া সড়কের উপরে ১টি ও সওদাগর পাড়া সড়কের উপরে ১টি ব্রীজ রয়েছে। ১ নং ওয়ার্ডে ইউসুফ মেম্বারের সড়কের উপরে ১টি, গাজী সড়কের উপরে ১টি ও রফিক উল্লাহ চেয়াম্যানের সড়কের উপরে ১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে মিয়া বাড়ীর সড়কের উপরে ১টি এবং ডাক পাড়া সড়কের উপরে উপরে ১টি ব্রীজ রয়েছে। ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

জুলধা ইউনিয়নঃ

জুলধা ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ২ টি। ৮ নং ওয়ার্ডে জুলধা নয়ার হাট সড়কের উপরে ১টি এবং ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে আনজু মিস্ত্রি সড়কের উপরে ১ টি ব্রীজ রয়েছে। ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

কুসুমপুরা ইউনিয়নঃ

কুসুমপুরা ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৩ টি। ৪ নং ওয়ার্ডে দিলশাহ সড়কের উপরে ১টি এবং ৬ নং ওয়ার্ডে সৈয়দ মিত্র সড়ক ও লক্ষবাপের সড়কের উপরে ১ টি ব্রীজ রয়েছে। ব্রীজগুলির কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

জিরি ইউনিয়নঃ

জিরি ইউনিয়নে কোন ব্রীজ নেই।

দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নঃ

দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ২ টি। ৯ নং ওয়ার্ডে চানখালি খালের উপরে ১টি এবং ৮ নং ওয়ার্ডে কৃষ্ণ খালি খালের উপরে ১ টি ব্রীজ রয়েছে। ব্রীজগুলির কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

ধল ঘাট ইউনিয়নঃ

ধল ঘাট ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৩ টি। ৬ নং ওয়ার্ডে হারগোজ খালের উপরে ১টি ব্রীজ, ৮ নং ওয়ার্ডে কৃষ্ণ খালি খালের উপরে ১ টি ব্রীজ ও চানখালী খালের উপরে ১টি ব্রীজ রয়েছে। ব্রীজগুলির কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

শোভনদন্ডি ইউনিয়নঃ

শোভনদন্ডি ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৭ টি। ৩ নং ওয়ার্ডে হোসেন আহম্মদ জোয়ারা রাস্তার উপরে ১টি ব্রীজ, ৫ নং ওয়ার্ডে করম উল্লাহ রোড, বহখালী রোডের উপরে ৩ টি ব্রীজ, ৬ নং ওয়ার্ডে খরনা খালের উপরে ১টি ব্রীজ, ৭ নং ওয়ার্ডে কান্তির খালের উপরে ১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে লাউয়ের খিল খালের উপরে ১টি ব্রীজ রয়েছে। ব্রীজগুলির কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

আশিয়া ইউনিয়নঃ
আশিয়া ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৫ টি । ২ নং ওয়ার্ডে ব্রাক্ষ্মন খালের উপরে ১টি ব্রীজ, ৩ নং ওয়ার্ডে ব্রাক্ষ্মন খালের উপরে ১ টি ব্রীজ, ৫ নং ওয়ার্ডে চানখালী উপরে ১টি ব্রীজ, ৬ নং ওয়ার্ডে আশিয়া খালের উপরে ১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে চানখালী খালের উপরে ১টি ব্রীজ রয়েছে । ব্রীজগুলির কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

কাশিয়াইশ ইউনিয়নঃ
কাশিয়াইশ ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৫ টি । ২ নং ওয়ার্ডে রমজান বিবি সড়কের উপরে ১টি ব্রীজ, ১ ও ৩ নং ওয়ার্ডে দাড়ক খালের উপরে ১ টি ব্রীজ, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে বাঘখাইন খালের উপরে ১টি ব্রীজ, ৭ নং ওয়ার্ডে কাশিয়াইশ খালের উপরে ১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে বাঘখাইন খালের উপরে ১টি ব্রীজ রয়েছে । ব্রীজগুলির কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

ঘ) কালভার্টঃ

পটিয়া উপজেলায় ২২টি ইউনিয়নে মোট ৬৭৪ টি কালভার্ট আছে। এই কালভার্ট গুলো রাস্তার নীচে খালের পানি প্রবাহে সহায়তা করে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক কালভার্টের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলোঃ

খরনা ইউনিয়নঃ
খরনা ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ২৯টি । ১ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি কালভার্ট রয়েছে।

কচুয়াই ইউনিয়নঃ
কচুয়াই ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা প্রায় ৪৫টি । ১ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৭ টি কালভার্ট রয়েছে।

ভাটিখাইন ইউনিয়নঃ
ভাটিখাইন ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা প্রায় ৪৫টি । ১ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৭ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৭ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৬ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৭ টি কালভার্ট রয়েছে।

ছনহারা ইউনিয়নঃ
ছনহারা ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৪৬ টি। ১ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৭টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৭ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৮ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৬ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি কালভার্ট রয়েছে।

হাইদগাঁও ইউনিয়নঃ
হাইদগাঁও ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৩৭ টি। ১ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৭ টি কালভার্ট রয়েছে।

কেলিশহর ইউনিয়নঃ
কেলিশহর ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৩৬ টি । ১ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি কালভার্ট রয়েছে।

হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নঃ
কেলিশহর ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৩১ টি। ১ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি কালভার্ট রয়েছে।

কোলাগাঁও ইউনিয়নঃ
কোলাগাঁও ইউনিয়নে কালভার্ট সংখ্যা ২৮টি। ১ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে ২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ৩ টি কালভার্ট রয়েছে।

জঞ্জালখাইন ইউনিয়নঃ
জঞ্জালখাইন ইউনিয়নে মোট কালভার্ট ৪১ টি। ১ নং ওয়ার্ডে ৭টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ৫ টি কালভার্ট রয়েছে।

চরলক্ষা ইউনিয়নঃ
চরলক্ষা ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৩১টি। ১ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ২ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি কালভার্ট রয়েছে।
চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নঃ
চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৫১ টি। ১ নং ওয়ার্ডে ৮টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৭ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৬ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ৫ টি কালভার্ট রয়েছে।

শিকলবাহা ইউনিয়নঃ
শিকলবাহা ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা মোট ৪৬ টি। ১ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৭ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৬ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ৫ টি কালভার্ট রয়েছে।

বড়লিয়া ইউনিয়নঃ
বড়লিয়া ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ২৮টি। ১ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে ২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ৩ টি কালভার্ট রয়েছে।

বড়উঠান ইউনিয়নঃ
বড়উঠান ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৭৯টি। ১ নং ওয়ার্ডে ৮টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৮ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৭ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৯ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ১০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৯ টি ও৯৮ নং ওয়ার্ডে ৭ টি কালভার্ট রয়েছে।

জুলধা ইউনিয়নঃ
জুলধা ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৩৫টি। ১ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি কালভার্ট রয়েছে।

কুসুমপুরা ইউনিয়নঃ
কুসুমপুরা ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৩৫টি। ১ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি কালভার্ট রয়েছে।

জিরি ইউনিয়নঃ
জিরি ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ১৫টি। ১ নং ওয়ার্ডে ২টি, ২ নং ওয়ার্ডে ২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি কালভার্ট রয়েছে।

দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নঃ
দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৬টি। ১ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে ১টি ও ৪ নং ওয়ার্ডে ২ টি কালভার্ট রয়েছে।

ধল ঘাট ইউনিয়নঃ
ধল ঘাট ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ১৫টি। ১ নং ওয়ার্ডে ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি কালভার্ট রয়েছে।

শোভনদন্ডি ইউনিয়নঃ
শোভনদন্ডি ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ১১টি । ২ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৩ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি কালভার্ট রয়েছে।

আশিয়া ইউনিয়নঃ
আশিয়া ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৬টি । ২ নং ওয়ার্ডে ২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ১টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি কালভার্ট রয়েছে।

কাশিয়াইশ ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৬টি । ১ নং ওয়ার্ডে ১টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ১টি ও ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি কালভার্ট রয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যের সূত্রঃ , সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, এলজিআরডি অফিস, *পটিয়া,* চট্টগ্রাম । মোবাইল নং- *০১১৪৩৩৪৪৬৯*

ঙ) রাস্তাঃ
চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় ২২টি ইউনিয়নে সর্বমোট ৭০১ কি: মি: রাস্তা আছে। এর মধ্যে পাকা রাস্তা প্রায় ২০০ কি:মি:, কাঁচা রাস্তা ২১৯.৫ কি:মি: এবং এইচ বি বি ২৮১.৫ কি:মি: । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক রাস্তার সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলোঃ

১. খরনা ইউনিয়নঃ খরনা ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৬.৫ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তাগুলো ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । এইচবিবি রাস্তা প্রায় ২৬.৫ কিলোমিটার রাস্তাগুলো (১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এর মধ্যে (১, ২, ৩, ৫ ও ৬) নং ওয়ার্ডের রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও কাঁচা রাস্তা প্রায় ২১ কিলোমিটার (১, ২, ৩, ৫, ৭ ও ৮) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে (২, ৩, ৫, ৭ ও ৮) নং গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

২. কচুয়াই ইউনিয়নঃ কচুয়াই ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১৩ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত । এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১৬ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে ১, ২, ৩ ও ৭ নং ওয়ার্ডের রাস্তা গুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১৯ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ১, ২, ৪, ৫ ও ৯ নং ওয়াড গুলির এইচবিবি রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৩. ভাটিখাইন ইউনিয়নঃ মেখল ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৮ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ৩, ৪, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত । এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১৪.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ২,৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে ২, ৩, ৪, ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ডের রাস্তা গুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ৪, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৪. ছনহারা ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১৫ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত । এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ৩.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে এই রাস্তা গুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১৯ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৪, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ১, ২, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৫. হাইদগাঁও ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৬ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত । এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ৪.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ৪, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে ৪, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের রাস্তা গুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ২৭ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৬. কেলিশহর ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৮ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত । এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১০ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ৩, ৪, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১১.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ২, ৩, ৪, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ২, ৪, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৭. হাবিলাসদ্বীপইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১২ কিলোমিটার। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১৯.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ২০.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ১, ২, ৪, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

৮. কোলাগাঁও ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৪ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১, ৩ ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১৪.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ২১.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

৯. জঙ্গালখাইন ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১২.৫ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা প্রায় ১২ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ৩, ৫, ৬, ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ১২.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৪, ৫,৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ১, ২, ৪, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

১০. চরলক্ষা ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৭ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ২৩ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ১১.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১,৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ১, ৪, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

১১. চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৯ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১, ২, ৩ ও ৪ ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১৫.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ৩, ৪, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ১০ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ২, ৪, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

১২. শিকলবাহা ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৯ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ৪.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এবং রাস্তা গুলো কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ৬.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ২, ৩, ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ২, ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

১৩. বড়লিয়া ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১১.৫ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে কোন কাঁচা রাস্তা নেই এবং এইচবিবি রাস্তা ১০.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১,২,৩, ৪, ৫,৬,৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ৫,৬,৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

১৪. বড়উঠান ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১০.৫ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ২, ৩, ৪, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। বড়উঠান ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১৪.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে ১,৩ ও ৭ নং ওয়ার্ডের রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ১৩.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ১, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

১৫. জুলধা ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১৫ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। জুলধা ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১৩.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে ১, ২, ৫ ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডের রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ১০.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

১৬. কুসুমপুরা ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ২.৫ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। কুসুমপুরা ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ৭.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ২, ৪, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে ২, ৪ ও ৯ নং ওয়ার্ডের রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ৮ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

১৭. জিরি ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১৫ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত । জিরি ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ৪ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে ১, ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডের রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ১১ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

১৮. দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৪.৫ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত । দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ৩, ৪, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ৫.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

১৯. ধল ঘাট ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৯ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত । ধল ঘাট ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ৯ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ৪, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ৭ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

২০. শোভনদন্ডি ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১১.৫ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত । শোভনদন্ডি ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ৩ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ৫.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

২১. আশিয়া ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৩.৫ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১, ২, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত । আশিয়া ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ২.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ১২ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

২২. কাশিয়াইশ ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৭ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত । আশিয়া ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ২ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ৩, ৪, ৫ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ৭.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

চ) সেঁচ ব্যবস্থাঃ

পটিয়া উপজেলায় ফসল উৎপাদনের জন্য নলকুপ ব্যবহার তেমন বেশী দেখা যায় না । গভীর নলকুপ গুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খাবার পানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বসত বাড়ীর কাজে ব্যবহার হয় এবং কিছু ফসলি জমিতে ব্যবহার হয়। পটিয়া উপজেলায় মোট নলকুপের সংখ্যা প্রায় ৪৮৭৬০ টি , এর মধ্যে গভীর নলকুপের সংখ্যা ২৪৩ টি, অগভীর নলকুপ ৪৮৭৬০ টি, হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা ৪২ টি । নিম্নে নলকুপের বিবরণ প্রদান করা হল।

ক্র.নং	সেঁচের উৎস	সংখ্যা	সেঁচের আওতাভূক্ত জমির পরিমান	বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্থ জমির পরিমান	বন্যা পরবর্তী অবস্থা
১	গভীর নলকুপ	২৪৩ টি	প্রায় ২৭৫৯০ একর	প্রায় ৩৮১৯০ একর ফসলী জমির ফসল নষ্ট হয়	সরকারী সাহায্য সহযোগীতা পেলে বন্যা পরবর্তী দুরবস্থা থেকে উত্তরণ পাওয়া সহজ হবে।
২	অগভীর নলকুপ	৭৮৭৬০ টি	নাই	-	-
৩	হস্তচালিত নলকুপ	৪২ টি	প্রায় ৪৮৯০ একর	-	-
৪	স্যালো চালিত নলকুপ	নেই	-	-	-

ছ) হাট-বাজারঃ

পটিয়া উপজেলায় ২২টি ইউনিয়নে মোট হাট এবং বাজারের সংখ্যা ৩৩ টি। মাঠ পর্যায়ে পাওয়া তথ্যমতে সপ্তাহে হাট বসে ২ দিন এবং বাজার বসে সপ্তাহে ৭দিন। বাজারে মোট দোকান সংখ্যা প্রায় ২৮১১ টি। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক হাট এবং বাজারের তথ্যাবলী প্রদান করা হলঃ

প্রাপ্ত তথ্যেরে সূত্রঃ অফিস সহকারী, পরিসংখ্যান অফিস, পটিয়া, মোবাইল নং- ০১৯১৪-৭৩৯১৩৬

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	হাট বাজারের নাম	হাট/বাজার দিন	বাজারের দোকানের সংখ্যা
১	খরনা	হাজী নুরুজাম্মান হাট	সপ্তাহে ২দিন	১০৫টি
২	কচুয়াই	আলীর হাট	সপ্তাহে ২ দিন	১২৬টি
		কমল মুন্সীর হাট	সপ্তাহে ২ দিন	১৫৫
৩	ভাটিখাইন	ভাটিখাইন বাজার	সপ্তাহে ২দিন	৯৬টি
৪	ছনহারা	মুড়ালী বাজার	সপ্তাহে প্রতিদিন	৪৫টি
৫	হাইদগাঁও	শানের হাট	সপ্তাহে ২দিন	২৫টি
		তিলের দিঘীর হাট	সপ্তাহে ২দিন	৭৪টি
৬	কেলিশহর	ভট্টাচার্য হাট	সপ্তাহে ২দিন	১৩০টি
		রমেশ বাবু হাট	সপ্তাহে ২ দিন	৮৫টি
৭	হাবিলাসদ্বীপ	সদর আলী মুন্সীর হাট	সপ্তাহে ২দিন	১৫০টি
৮	কোলাগাঁও	কান্ত ফকির হাট	সপ্তাহে প্রতিদিন	৭৬টি
৯	জঙ্গালখাইন	-	-	-
১০	চরলক্ষা	বোড বাজার	প্রতিদিন	৪০৫টি
		আবুল বাজার	প্রতিদিন	১১০টি
১১	চরপাথর ঘাটা	তোতার বাপের হাট	প্রতিদিন	৫৩টি
১২	শিকলবাহা	মাষ্টার হাট	সপ্তাহে ২দিন	৫৫টি
		কলেজ বাজার	সপ্তাহে ২দিন	৩৫টি
		করাছিল বাজার	সপ্তাহে ২দিন	৪০টি
১৩	বড়লিয়া	মৌলভী হাট	সপ্তাহে ২দিন	৬০টি
		বুধগুরা বাজার	সপ্তাহে ২দিন	১৪০টি
১৪	বড়উঠান	ফকির হাট	সপ্তাহে ২দিন	৩০ টি
		জামিল হাট	সপ্তাহে ২দিন	২০০ টি
		মিয়ার হাট	সপ্তাহে ২দিন	১৫০ টি
১৫	জুলধা	জুলধা গোড়া বাজার	সপ্তাহে ২দিন	১৫৪ টি
		জুলধা জামতলা বাজার	সপ্তাহে ২দিন	১০০ টি
১৬	কুসুমপুরা	শান্তির হাট	সপ্তাহে ২দিন	১৭৫ টি
		মনুসারটেক বাজার	সপ্তাহে ২দিন	৬০ টি
১৭	জিরি	মালিয়ারা বাজার	সপ্তাহে ২দিন	১২০ টি
		ফকিরা বাজার	সপ্তাহে ২দিন	৪৫ টি
১৮	দক্ষিণ ভূর্ষি	-		
১৯	ধল ঘাট	গোসাই হাট	সপ্তাহে ২দিন	৬৪ টি
২০	শোভনদন্ডি	মহাজন হাট	সপ্তাহে ২দিন	৬০ টি
২১	আশিয়া	বাংলা বাজার	সপ্তাহে ২দিন	৫৩ টি
২২	কাশিয়াইশ	বুধপুরা হাট	সপ্তাহে ২দিন	৪৫ টি
		কাশিয়াইশ রয়া হাট	সপ্তাহে ২দিন	৩৭ টি

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

(ক) ঘর-বাড়িঃ

পটিয়া উপজেলায় ২২টি ইউনিয়নে মোট ঘর-বাড়ীর সংখ্যা ১০১৯৬৮ টি। এর মধ্যে কাঁচা-৫৬৫২৪ টি, পাঁকা-১৩০৫৭ টি এবং আধাপাকা- ৪৩৬৮৫ টি। এখানে সাধারনত ইট, বালি, সিমেন্ট ও রড দিয়ে পাকা ঘর এবং বাঁশ, গাছ, টিন, মাটি, ছন, তার, পেরেক, রশি, বাঁশের বেড়া দিয়ে কাঁচা ঘর-বাড়ী তৈরী করা হয়। এখানে কাচা ঘর-বাড়ী গুলো দূর্যোগ সহনশীল নয়। প্রায় ৪০% খাচা ঘর-বাড়ী বন্যা লেবেলের নীচে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক ঘর-বাড়ীর পরিসংখ্যান দেয়া হলঃ

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	ঘর বাড়ীর সংখ্যা			সাধারণত কি কি মালামাল দিয়ে ঘর বাড়ী তৈরী হয় বিস্তারিত বিবরণ
		কাঁচা	পাকা	আধা পাকা	
১	খরনা	৩০৯০	৬১০	২০৩৫	কাঁচা ঘর মাটি বা বাঁশের বেড়া, গাছ , উপরে ছন বা টিন , আর পাকা বাড়ী ইট, বালু, সিমেন্ট ও রড দিয়ে তৈরী
২	কচুয়াই	৬২০৯	১০৩০	২৮৬৮	
৩	ভাটিখাইন	১৬২৪	২৭৬	৭৩০	
৪	ছনহারা	১৭৬০	৪২২	৯৬৩	
৫	হাইদগাঁও	২০৯০	৫২০	১৫১০	
৬	কেলিশহর	২১৮০	৩১৫	১৬৩৫	
৭	হাবিলাসদ্বীপ	২৯৮০	৮৪৭	১৯১৩	
৮	কোলাগাঁও	২৭৬০	৯৪৪	১৪১৯	
৯	জঙ্গালখাইন	১৭২১	৪৩২	৮৯১	
১০	চরলক্ষা	১২৩৮	২১৮	১৭৫৬	
১১	চরপাথর ঘাটা	৩৮৭৮	১০২১	৩৬৯৮	
১২	শিকলবাহা	৩৪৮৭	৯৮০	৪৯৭৮	
১৩	বড়লিয়া	১৪৭৯	৩২৬	৯৮৫	
১৪	বড়উঠান	৩২৯৯	৮৭৯	২৭৫২	
১৫	জুলধা	১৯৮০	৩৬৭	১৭১৩	
১৬	কুসুমপুরা	২৯৫৭	৮৪৪	১৮৫৭	
১৭	জিরি	৩২৯৫	৯২১	৪২১৪	
১৮	দক্ষিণ ভূর্ষি	২১৯০	৪৩৭	১১৯৫	
১৯	ধল ঘাট	১৪৫৫	২১৮	২২৪৮	
২০	শোভনদন্ডি	২৯৮৫	৬৪৮	১৪২৪	
২১	আশিয়া	২৩১৮	৪৭৮	২১১৪	
২২	কাশিয়াইশ	১৫৪৯	৩২৪	৭৮৭	
	মোট	৫৬৫২৪	১৩০৫৭	৪৩৬৮৫	

(ক) পানিঃ

খাবার পানির উৎসগুলির নলকুপ কয়টিঃ

পটিয়া উপজেলায় খাবার পানির উৎসগুলি হলঃ গভীর নলকুপ, অগভীর নলকুপ, মেশিনে উত্তোলিত ও ছড়ার পানি ইত্যাদি। এখানে মোট নলকুপ সংখ্যা প্রায় ৪৮৭৬০ টি । এর মধ্যে গভীর নলকুপ-২৪৩টি, অভীর নলকুপ-৪৮৭৬০ টি ও স্যালো ইঞ্জিন চালিত ৪২ টি ।

নলকুপের সংখ্যা প্রায় ৪৮৭৬০ টি, ভালোর সংখ্যা প্রায় ৪৫৭০০ টি, অকেজোর সংখ্যা প্রায় ৩০৬০ টি, বন্যা লেভেলের উপরে আছে প্রায় ৩১৫০০ টি এখানে প্রায় ৮০% শতাংশ অধিবাসি নলকুপের পানি ব্যবহার করে । এখানে বন্যার সময় খাবার পানির অভাব দেখা দেয় ।

(গ) পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাঃ

পটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নে মোট পায়খানার সংখ্যা প্রায় ৯৭৫০০ টি। এর মধ্যে পাকা পায়খানা প্রায়-৫৬৭৪২ টি এবং কাঁচা পায়খানা প্রায়-৪৫২২৬ টি। মাঠ পর্যায়ের তথ্য মতে এখানে প্রায় কাঁচা পায়খানাগুলোই বিভিন্ন দূর্যোগের সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।

এখানে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সংখ্যা প্রায়-৫৬৭৪২ টি । বন্যা লেভেলের উপরে প্রায়-৪৬১৯০ টি, বন্যার সময় ব্যবহারের উপযোগী থাকে প্রায়-৪৬১৯০ টি, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করে প্রায় ৯৫% অধিবাসি।

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগার

পটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নে মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-২৭৪ টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১৭১ টি, বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪ টি । কলেজ-৭টি, মাদ্রাসা-৪৫টি, উচ্চ বিদ্যালয়-৪৬টি, জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ২টি । ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্যাবলী নিম্নে দেয়া হলঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/বেসরকারী/ রেজিষ্টার্ড	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান/ ওয়ার্ড	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা
কলেজ	বেসরকারী	মনসা স্কুল এন্ড কলেজ	কুসুমপুরা	৯৩৪	১৪
কলেজ	বেসরকারী	আয়ুব বিবি সিটি করপোরেশন স্কুল এন্ড কলেজ	চরপাথরঘাটা	৯৭৬	১৩
কলেজ	বেসরকারী	খলিলমীর ডিগ্রি কলেজ	জিরি	১০৮০	১৬
কলেজ	বেসরকারী	ধলঘাট স্কুল এন্ড কলেজ	ধলঘাট	৮৯৪২	১৫
কলেজ	বেসরকারী	এ জে চৌং বহুমুখী কলেজ	শিকলবাহা	৯৩৮	১৩
কলেজ	সরকারী	শোভনদন্ডি সরকারী স্কুল এন্ড কলেজ	শোভনদন্ডি	৮৭৬	১৪
কলেজ	বেসরকারী	হুলাইন সালেনূর ডিগ্রী কলেজ	হাবিলাসদ্বীপ	৯৬০	১৭
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	আশিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	আশিয়া	৬২০	১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	বাথুয়া উচ্চ বিদ্যালয়	আশিয়া	৭৬০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	চক্রশালা কৃষি উচ্চ বিদ্যালয়	কচুয়াই	৬৫০	১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	আজিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়	কচুয়াই	৬৩৫	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	কাশিয়াইশ উচ্চ বিদ্যালয়	কাশিয়াইশ	৭৮৬	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	পিংগলা বুধপুরা উচ্চ বিদ্যালয়	কাশিয়াইশ	৫১০	১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	কুসুমপুরা উচ্চ বিদ্যালয়	কুসুমপুরা	৭৯০	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	কেলিশহর উচ্চ বিদ্যালয়	কেলিশহর	৫০০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	রতনপুর উচ্চ বিদ্যালয়	কেলিশহর	৬৬৫	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়	কোলাগাঁও	৫৮০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	মোজাফ্ফরাবাদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	খরনা	৬১০	১২
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	মোজাফ্ফরাবাদ এন, জে উচ্চ বিদ্যালয়	খরনা	৭৬৫	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	ছনহরা ষোরসীবালা উচ্চ বিদ্যালয়	ছনহরা	৫১০	১১

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	ধাউরডেঙ্গা সারদা চরণ উচ্চ বিদ্যালয়	ছনহরা	৬৭০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	ইউনিয়ন কৃষি উচ্চ বিদ্যালয়	জঙ্গালখাইন	৮৩০	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	জঙ্গালখাইন উচ্চ বিদ্যালয়	জঙ্গালখাইন	৭৭০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	জিরি খলিলমীর উচ্চ বিদ্যালয়	জিরি	৫৬৫	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	এস, এ নূর উচ্চ বিদ্যালয়	জিরি	৫৩৪	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	মহিরা উচ্চ বিদ্যালয়	জিরি	৫৯০	১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	দক্ষিণ ভূর্ষি উচ্চ বিদ্যালয়	দক্ষিণ ভূর্ষি	৬৭৫	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	কর্তালা বেলখাইন মহাবধী উচ্চ বিদ্যালয়	বরলিয়া	৭৫০	১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	পশ্চিম বাড়িখাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	বরলিয়া	৫৪৪	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	করল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ভাটিখাইন	৬৯৫	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	ভাটিখাইন এন, কে, এম উচ্চ বিদ্যালয়	ভাটিখাইন	৭৮৫	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	কালারপোল হাজী ওমড়া মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	শিকলবাহা	৭৯০	১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	এ জে চৌং বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	শিকলবাহা	৬৯৫	১২
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	পিডিবি উচ্চ বিদ্যালয়	শিকলবাহা	৬৭৫	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	রশিদাবাদ আরফা করিম উচ্চ বিদ্যালয়	শোভনদন্ডি	৭৮৬	১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	শোভনদন্ডি হাই স্কুল	শোভনদন্ডি	৭৬০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বসরকারী	জোয়ারা খানখানাবাদ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	শোভনদন্ডি	৫৩৭	১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	হাবিলাসদ্বীপ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাবিলাসদ্বীপ	৬৪৫	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	হাইদগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়	হাইদগাঁও	৮৩০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	চরপাথরঘাটা উচ্চ বিদ্যালয়	চরপাথরঘাটা	৭২০	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	ধলঘাট উচ্চ বিদ্যালয়	ধলঘাট	৭৬৫	১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	আলমপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ধলঘাট	৬৭৫	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	নন্দেরখীল উচ্চ বিদ্যালয়	ধলঘাট	৮২০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	জুলধা শাহমীরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জুলধা	৮৯৫	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	জুলধা রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	জুলধা	৭১০	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	মরিয়ম আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়	বড়উঠান	৬৪০	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	দৌলতপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	বড়উঠান	৬৮০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	চরলক্ষা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	চরলক্ষা	৫৯৫	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	হাবিলাসদ্বীপ বালক/বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাবিলাসদ্বীপ	৬২০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	হাবিলাসদ্বীপ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	হাবিলাসদ্বীপ	৫৮৭	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	চরকানাই বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	হাবিলাসদ্বীপ	৬২১	৯

জুনিয়র বিদ্যালয়	বেসরকারী	আশিয়া মোতালেব জুনিয়র হাই স্কুল	জুলধা	২৫৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আশিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	আশিয়া	২৩৫	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বাথুয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	আশিয়া	৩৪৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ আশিয়া সরকারী প্রাঃ বিঃ	আশিয়া	৩২০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পিংগলা নবীন সরকারী প্রাঃবিঃ	কাশিয়াইশ	৩১০	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কাশিয়াইশ সরকারী প্রাঃবিঃ	কাশিয়াইশ	২৭০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ভান্ডারগাঁও সরকারী প্রাঃবিঃ	কাশিয়াইশ	২৩০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বাকখাইন সরকারী প্রাঃ বিঃ	কাশিয়াইশ	৩১০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বুধপুরা সরকারী প্রাঃবিঃ	কাশিয়াইশ	৩৯০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মহিরা সরকারী প্রাঃবিঃ	কাশিয়াইশ	৩৩০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দ্বারক সরকারী প্রাঃবিঃ	কাশিয়াইশ	২৯৫	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কুসুমপুরা সরকারী প্রাঃবিঃ	কুসুমপুরা	৩১০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কেলিশহর সরকারী প্রাঃবিঃ	কেলিশহর	৩৭৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কেলিশহর সরকারী প্রাঃবিঃ	কেলিশহর	২৪৫	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কোলাগাঁও সরকারী প্রাঃবিঃ	কোলাগাঁও	৩৬৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কর্তালা সরকারী প্রাঃবিঃ	কোলাগাঁও	৩৪৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আবুল কাসেম সরকারী প্রাঃবিঃ	কোলাগাঁও	৩১০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কোলাগাঁও স্বল্প ব্যয় সরকারী প্রাঃবিঃ	কোলাগাঁও	৩৯০	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	লাখেরা সরকারী প্রাঃবিঃ	কোলাগাঁও	৩৩০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চাটড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	কোলাগাঁও	২৯৫	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দৌলতদিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	কোলাগাঁও	৩১০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চাপুড়ী সরকারী প্রাঃবিঃ	কোলাগাঁও	৩৭৫	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বানীগ্রাম সরকারী প্রাঃবিঃ	কোলাগাঁও	২৪৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চরপাথরঘাটা সরকারী প্রাঃবিঃ	চরপাথরঘাটা	৪০৫	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চাটরা নোমানিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	ছনহরা	৩৭০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	টিপি সরকারী প্রাঃবিঃ	ছনহরা	৩৪৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ছনহরা সরকারী প্রাঃবিঃ	ছনহরা	৩১০	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	নোমানী সরকারী প্রাঃবিঃ	ছনহরা	৩৯০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বোয়াতলী সরকারী প্রাঃবিঃ	ছনহরা	৩৩০	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মঠপাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	ছনহরা	২৯৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দাউদ ডাঙ্গা সরকারী প্রাঃবিঃ	ছনহরা	৩১০	৫

প্রাঃবিঃ	সরকারী	ররিমা সরকারী প্রাঃবিঃ	ছনহরা	৩৭৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	জ্যোতিষ সরকারী প্রাঃবিঃ	ছনহরা	২৪৫	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	এয়াকুবদন্ডি সরকারী প্রাঃবিঃ	জঙ্গালখাইন	৪০৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব জিরি আমানিয়া সরকারী প্রাঃবিকঃ	জিরি	৩২০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর দেরাং সরকারী প্রাঃবিঃ	জিরি	৩১০	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ কৈয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	জিরি	৩৯৫	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	সাইদার সরকারী প্রাঃবিঃ	জিরি	৩১০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	নিশ্চিন্তপুর সরকারী প্রাঃ বিঃ	জিরি	১৮০	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মধ্য জিরি সরকারী প্রাঃবিঃ	জিরি	৩১০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আহসানিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	জিরি	৩৭৯	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব জুলধা সরকারী প্রাঃবিঃ	জুলধা	৩২৬	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ডাঙ্গার চর সরকারী প্রাঃবিঃ	জুলধা	৩২১	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আলম মাঝি সরকারী প্রাঃবিঃ	জুলধা	৩০৭	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর জুলধা কমিউনিটি সরকারী প্রাঃবিঃ	জুলধা	২৮৪	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ ভূর্ষি সরকারী প্রাঃবিঃ	দক্ষিণ ভূর্ষি	৩১৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ডেঙ্গা পাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	দক্ষিণ ভূর্ষি	২৮৭	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বানীপুর সরকারী প্রাঃবিঃ	দক্ষিণ ভূর্ষি	২৭৮	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	খান মোহনা সরকারী প্রাঃবিঃ	দক্ষিণ ভূর্ষি	৪২০	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ধলঘাট সরকারী প্রাঃবিঃ	ধলঘাট	৪৩৪	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর সমুরা সরকারী প্রাঃবিঃ	ধলঘাট	৩১০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ সমুরা সরকারী প্রাঃবিঃ	ধলঘাট	২১৩	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আলমপুর সরকারী প্রাঃবিঃ	ধলঘাট	৩৭৬	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	নন্দেরখীল সরকারী প্রাঃবিঃ	ধলঘাট	৩১৩	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বাগদন্ডি সরকারী প্রাঃবিঃ	ধলঘাট	৪৩	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ঈশ্বর খাইন সরকারী প্রাঃবিঃ	ধলঘাট	৩৮৯	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আবিলাইশ সরকারী প্রাঃবিঃ	ধলঘাট	৩৬৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	খরণ খাইন সরকারী প্রাঃবিঃ	ধলঘাট	৩৫৬	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মুকুটনাই সরকারী প্রাঃবিঃ	ধলঘাট	৩৭৬	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	তেকোটা সরকারী প্রাঃবিঃ	ধলঘাট	৩১৪	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব তেকোটা সরকারী প্রাঃবিঃ	ধলঘাট	৪২০	৯
প্রাঃবিঃ	সরকারী	রশিদাবাদ সরকারী প্রাঃবিঃ	শোভনদন্ডি	৩৩৫	৭

প্রাঃবিঃ	সরকারী	কান্তন বাড়ী সরকারী প্রাঃবিঃ	শোভনদন্ডি	৩১০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	জোয়ারা খানখানাবাদ সরকারী প্রাঃবিঃ	শোভনদন্ডি	৩৭৯	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	শোভনদন্ডি সরকারী প্রাঃবিঃ	শোভনদন্ডি	৩৯৬	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আসাতা সরকারী প্রাঃবিঃ	শোভনদন্ডি	৩৮৫	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কালিয়াইশ সরকারী প্রাঃবিঃ	শোভনদন্ডি	৩৫৬	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব কালিয়াইশ সরকারী প্রাঃবিঃ	শোভনদন্ডি	২৯৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মধ্যম কালিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	শোভনদন্ডি	৪১৪	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	হিলিচিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	শোভনদন্ডি	৪১৭	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	হাতিয়ার ঘোনা সরকারী প্রাঃবিঃ	শোভনদন্ডি	৩৮৭	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	সোশাং সরকারী প্রাঃবিঃ	শোভনদন্ডি	২৮০	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কুরাংগিরি সরকারী প্রাঃবিঃ	শোভনদন্ডি	৪৫৬	৯
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব মুজাফ্ফরাবাদ সরকারী প্রাঃবিঃ	খরনা	৪১০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মাঝির পাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	খরনা	৩১০	৯
প্রাঃবিঃ	সরকারী	শ্রীমাই সরকারী প্রাঃবিঃ	খরনা	৪৭০	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বদর আউলিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	খরনা	৩১৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	লালারখিল সরকারী প্রাঃবিঃ	খরনা	২৯৮	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম মোজাফ্ফরাবাদ সরকারী প্রাঃবিঃ	খরনা	৪২১	৯
প্রাঃবিঃ	সরকারী	শহীদ স্মৃতি সরকারী প্রাঃবিঃ	খরনা	৩৪৫	৯
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ মোজাফ্ফরাবাদ সরকারী প্রাঃবিঃ	খরনা	১৮৮	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বেল সরকারী প্রাঃবিঃ	বরলিয়া	৩৫৬	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কর্তালা সরকারী প্রাঃবিঃ	বরলিয়া	২৬০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম বাড়িখাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	বরলিয়া	৩৭৮	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উজির সরকারী প্রাঃবিঃ	বরলিয়া	৩৮৪	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বরলিয়ার সরকারী প্রাঃবিঃ	বরলিয়া	২৯৮	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ওকন্যায়ারা দেলোয়ারা হোসেন খান সরকারী প্রাঃবিঃ	বরলিয়া	৩৯৭	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব বরলিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	বরলিয়া	২৮৪	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মেলঘর সরকারী প্রাঃবিঃ	বরলিয়া	৩১৪	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দ্বীপকালামোড়ল সরকারী প্রাঃবিঃ	শিকলবাহা	৪৯৫	১০
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আমান রহমান সরকারী প্রাঃবিঃ	শিকলবাহা	৪৪৫	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আহাছানীয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	শিকলবাহা	৩৮৬	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর শিকলবাহা সরকারী প্রাঃবিঃ	শিকলবাহা	৩৭৬	৮

প্রাঃবিঃ	সরকারী	মধ্যম শিকলবাহা সরকারী প্রাঃবিঃ	শিকলবাহা	৩১০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ শিকলবাহা সরকারী প্রাঃবিঃ	শিকলবাহা	২৮৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম শিকলবাহা সরকারী প্রাঃবিঃ	শিকলবাহা	৩৫৬	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কালারপোল সরকারী প্রাঃবিঃ	শিকলবাহা	২৪৯	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পিডিপি সরকারী প্রাঃবিঃ	শিকলবাহা	৪১৮	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	এস এ কাদের সরকারী প্রাঃবিঃ	শিকলবাহা	৪১৩	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বড়উঠান সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়উঠান	৩৭৬	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	এইচ কে খান সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়উঠান	২৬৫	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দৌলতপুর দিঘীর পাড় সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়উঠান	২৭৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দৌলতপুর দিয়ান সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়উঠান	২৬৩	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দৌলতপুর এম আর সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়উঠান	৩৮৬	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দৌলতপুর দরপাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়উঠান	৩৭৭	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব শাহ মীরপুর সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়উঠান	২৬৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	শাহমীরপুর সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়উঠান	৩৮৭	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম শাহমীরপুর সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়উঠান	২৭৯	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	হরিণ খাইন জন কল্যান সরকারী প্রাঃবিঃ	কুসুমপুরা	৩৮১	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বুড়নখাইন সরকারী প্রাঃবিঃ	কুসুমপুরা	৩৭৬	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ হরিণ খাইন সরকারী প্রাঃবিঃ	কুসুমপুরা	৪২০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মনসা আশরাফিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	কুসুমপুরা	৪৪৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম মনসা সরকারী প্রাঃবিঃ	কুসুমপুরা	৩০৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম থানা মহিরা সরকারী প্রাঃবিঃ	কুসুমপুরা	২৮৭	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বিনিনিহারা সরকারী প্রাঃবিঃ	কুসুমপুরা	১৭১	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কুসুমপুরা সরকারী প্রাঃবিঃ	কুসুমপুরা	২১১	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ন্যাড়া আটি সরকারী প্রাঃবিঃ	কুসুমপুরা	১৭৮	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চরফরিদ সরকারী প্রাঃবিঃ	চরলক্ষা	৩২৫	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর চরলক্ষা সরকারী প্রাঃবিঃ	চরলক্ষা	৩৮৯	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	নিয়ামত শাহ সরকারী প্রাঃবিঃ	চরলক্ষা	২৬৯	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	হাজী আলী আহম্মদ সরকারী প্রাঃবিঃ	চরলক্ষা	৪৪১	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	লড়িপাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	হাবিলাসদ্বীপ	১৭১	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কাচ্চনি সরকারী প্রাঃবিঃ	হাবিলাসদ্বীপ	২১১	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	হাবিলাসদ্বীপ ইষ্টিমুন সরকারী প্রাঃবিঃ	হাবিলাসদ্বীপ	১৭৮	৬

প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব হুলাইন সরকারী প্রাঃবিঃ	হাবিলাসদ্বীপ	৩২৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আমিন শরীফ সরকারী প্রাঃবিঃ	হাবিলাসদ্বীপ	৩৮৯	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বেলমহরী সরকারী প্রাঃবিঃ	হাবিলাসদ্বীপ	২৬৯	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	হালিমদার চর সরকারী প্রাঃবিঃ	হাবিলাসদ্বীপ	৪৪১	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চরকানাই সরকারী প্রাঃবিঃ	হাবিলাসদ্বীপ	৩৪৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পাচুরিয়া শাহ নেওয়াজ চৌধুরী সরকারী প্রাঃবিঃ	হাবিলাসদ্বীপ	৩২৮	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পাচুরিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	হাবিলাসদ্বীপ	২৮০	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ হাইদগাঁও সরকারী প্রাঃবিঃ	হাইদগাঁও	৩১০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	এ.জে.দেশ সরকারী প্রাঃবিঃ	হাইদগাঁও	২৬৮	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	যুক্ত সরকারী প্রাঃবিঃ	হাইদগাঁও	২৫৭	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চৌধুরী পাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	হাইদগাঁও	৩২২	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	এম, আই সরকারী প্রাঃ বিঃ	হাইদগাঁও	২৭০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	হ্যান্ডস সরকারী প্রাঃবিঃ	হাইদগাঁও	৩০০	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কাজীপাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	হাইদগাঁও	২৭৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	স্মৃতি সরকারী প্রাঃবিঃ	কচুয়াই	২৬৮	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মাতিবিনি সরকারী প্রাঃবিঃ	কচুয়াই	২৫৭	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	সীতাবিন্দু সরকারী প্রাঃবিঃ	কচুয়াই	৩২২	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আজিমপুর সরকারী প্রাঃবিঃ	কচুয়াই	২৭০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর সীমা সরকারী প্রাঃবিঃ	কচুয়াই	৩০০	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চক্রশালা সরকারী প্রাঃবিঃ	কচুয়াই	২৭৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	করল শুমঙ্গল সরকারী প্রাঃবিঃ	ভাটিখাইন	২৬৮	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ভাটিখাইন আব্দুল হাকিম সরকারী প্রাঃবিঃ	ভাটিখাইন	২৫৭	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব ভাটিখাইন সরকারী প্রাঃবিঃ	ভাটিখাইন	৩২২	৫
মাদ্রাসা	বেসরকারী	জগলুল বারি কামিল মাদ্রাসা	বড়উঠান	৩৮৭	৭
মাদ্রাসা	বেসরকারী	পশ্চিম বাড়ি খাড়া দাখিল মাদ্রাসা	বরলিয়া	২৭৬	৬
মাদ্রাসা	বেসরকারী	হযরত আলী শাহ দাখিল মাদ্রাসা	ছরহরা	৩৩৫	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	চরলক্ষা গাউছিয়া দাখিল মাদ্রাসা	চরলক্ষা	৩১৫	৭
মাদ্রাসা	বেসরকারী	দরদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কোলাগাঁও	৬৭৬	৯
মাদ্রাসা	বেসরকারী	কোলাগাঁও গাউছিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কোলাগাঁও	৫৫৬	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	মনসা সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা	কুসুমপুরা	৪৭৮	৯
মাদ্রাসা	বেসরকারী	পশ্চিম বাড়ি খাড়া দাখিল মাদ্রাসা	বরলিয়া	৫৬৬	৮

মাদ্রাসা	বেসরকারী	হাজী সুলতান আহমদ মনিরিয়া মাদ্রাসা	শিকলবাহা	৪৫৬	৭
মাদ্রাসা	বেসরকারী	মোঃ আলী শাহ মাদ্রাসা	শিকলবাহা	৫৭৬	৯
মাদ্রাসা	বেসরকারী	কালারপোল অহিদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	শিকলবাহা	৪১০	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	রাফিয়া বালিকা মাদ্রাসা	শোভনদন্ডি	৫০২	৭
মাদ্রাসা	বেসরকারী	কাজী এবাদুল্লাহ মাদ্রাসা	শোভনদন্ডি	৬৭৬	৯
মাদ্রাসা	বেসরকারী	হিলচিয়া মহিচুন্নাহ মাদ্রাসা	শোভনদন্ডি	৫৬৫	৭
মাদ্রাসা	বেসরকারী	আবু বক্কর সিদ্দিক মাদ্রাসা	শোভনদন্ডি	৭৫৬	৯
মাদ্রাসা	বেসরকারী	আসাতা কাশেফুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	শোভনদন্ডি	৪৮৬	১০
মাদ্রাসা	বেসরকারী	রসিদাবাদ দাখিল মাদ্রাসা	শোভনদন্ডি	৫৮৫	৭
মাদ্রাসা	বেসরকারী	রশিদাবাদ তালিমুল কোরআন হাকেজিয়া মাদ্রাসা	শোভনদন্ডি	৬২১	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	দক্ষিণ সমুরা ফাজিল মাদ্রাসা	ধলঘাট	৪৭৪	৭
মাদ্রাসা	বেসরকারী	করণ খাইন আলিয়া মাদ্রাসা	ধলঘাট	৫৫৪	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	ঈশ্বর খাইন দাখিল মাদ্রাসা	ধলঘাট	৬৩৯	৯
মাদ্রাসা	বেসরকারী	ধলঘাট আলিয়া মাদ্রাসা	ধলঘাট	৫৬৭	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	আশিয়া এমদাদুল উলুম মাদ্রাসা	আশিয়া	৪৪৮	৯
মাদ্রাসা	বেসরকারী	দক্ষিণ আশিয়া বায়তুনুর মাদ্রাসা	আশিয়া	৬৬৫	৯
মাদ্রাসা	বেসরকারী	আশিয়া মহিলা মাদ্রাসা	আশিয়া	৬১২	৭
মাদ্রাসা	বেসরকারী	এস এম নাসিম বেগম দাখিল মাদ্রাসা	আশিয়া	৫৭৬	৯
মাদ্রাসা	বেসরকারী	দক্ষিণ আশিয়া গাউছিয়া মাদ্রাসা	আশিয়া	৫৭০	৭
মাদ্রাসা	বেসরকারী	মদিনাতু নুরানী মডেল মাদ্রাসা	আশিয়া	৫৮৫	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	বাকখাইন গাউছিয়া নূরানী মাদ্রাসা	কাশিয়াইশ	৬৯০	৬
মাদ্রাসা	বেসরকারী	দ্বারক শফউল হাছান তাহফিজুল কোরআন হেফজ খানা ও এতিমখানা	কাশিয়াইশ	৫১২	৭
মাদ্রাসা	বেসরকারী	কাশিয়াইশ হাকী পেছু মিয়া মাদ্রাসা	কাশিয়াইশ	৭৯৮	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	কুসুমপুরা মাদ্রাসা	কুসুমপুরা	৬৫৬	৬
মাদ্রাসা	বেসরকারী	কেলিশহর মাদ্রাসা	কেলিশহর	৭১০	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	কোলাগাঁও এ.টি দাখিল মাদ্রাসা	কোলাগাঁও	৭৬৫	১০
মাদ্রাসা	বেসরকারী	হযরত ছিকন খলিফা ছিদ্দিক আহম্মদ দাখিল মাদ্রাসা	ছনহরা	৬৮৬	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	আলমদার পাড়া হেফজখানা ও এতিমখানা	ছনহরা	৮৮৯	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	জঙ্গলখাইন দাখিল মাদ্রাসা	জঙ্গলখাইন	৫২০	১১
মাদ্রাসা	বেসরকারী	জিরি মাদ্রাসা	জিরি	৬২০	৮

মাদ্রাসা	বেসরকারী	সাইদার দাখিল মাদ্রাসা	জিরি	৫১০	১১
মাদ্রাসা	বেসরকারী	সাবিরিয়া আলিয়া মাদ্রাসা	জিরি	৬১২	৯
মাদ্রাসা	বেসরকারী	ফাতেমা নুরুনী ইবতাদীয়া মাদ্রাসা	জুলধা	৬৯৭	১০
মাদ্রাসা	বেসরকারী	দক্ষিণ ভূর্ষি দাখিল মাদ্রাসা	দক্ষিণ ভূর্ষি	৫৬৫	৯
মাদ্রাসা	বেসরকারী	বদর আউলিয়া দাখিল মাদ্রাসা	খরনা	৫৪৮	৯
মাদ্রাসা	বেসরকারী	শাহজাহান আউলিয়া মাদ্রাসা	খরনা	৫৪৮	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	বোয়ালিয়া হুজুর দাখিল মাদ্রাসা	খরনা	৫৫৬	১০
মাদ্রাসা	বেসরকারী	দক্ষিণ হুলাইন আয়েশা সিদ্দিকি (রাঃ) দাখিল মাদ্রাসা	হাবিলাসদ্বীপ	৬৮০	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	হযরত ইয়াসিন আব্দুল্লাহ ফাজিল মাদ্রাসা	হাবিলাসদ্বীপ	৬৭০	৯
মাদ্রাসা	বেসরকারী	শাহ আকবরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	হাইদগাঁও	৫৭৬	১০
মাদ্রাসা	বেসরকারী	মোজাহিদুল ইসলাম সিনিয়র দাখিল মাদ্রাসা	হাইদগাঁও	৬৩০	১১
ইনষ্টিটিউট	বেসরকারী	নলিনীকামত্মা মেমোরিয়াল ইনষ্টিটউট	ভাটিখাইন	৫৮৫	১০

(ঙ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদ গাঁহ)

পটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নে মোট মসজিদের সংখ্যা প্রায় - ৫৯৩ টি, ঈদ গাঁহ মাঠের সংখ্যা প্রায়- ১৮ টি এবং মন্দিরের সংখ্যা প্রায়-১৪০ টি । এখানে উল্লেখ্য যে, স্থানীয় পর্যায়ে ঈদ গাঁহ মাঠ খুব কম সংখ্যক হওয়ায় এলাকার মুসলমান গণ মসজিদে মসজিদে ঈদের জামাতের নামায আদায় করে থাকেন। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্যাবলী উল্লেখ করা হল।

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	মসজিদ/মন্দির/ঈদগাঁহ	কোথায় অবস্থান
১	খরনা	মসজিদ	খরনা ইউনিয়নে মসজিদ-১৬টি। ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে -২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি মসজিদ রয়েছে।
	খরনা	ঈদগাঁহ মাঠ	খরনা ইউনিয়নে ইদগাহ ১টি। ৪ নং ওয়ার্ডে চৌধুরী বাড়ি ঈদগাঁহ মাঠ ।
	খরনা	মন্দির	খরনা ইউনিয়নে মোট মন্দির-৩টি । ৭ নং ওয়াড-৪টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি মন্দির রয়েছে ।
২	কচুয়াই	মসজিদ	কচুয়াই ইউনিয়নে মসজিদ সংখ্যা-৪৭টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে- ২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৭ নং ওয়ার্ডে- ৬টি, ৮ নং ওয়ার্ডে- ৭টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৫টি মসজিদ রয়েছে।
	কচুয়াই	মন্দির	এ ইউনিয়নে মোট মন্দির-১৮টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে- ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে- ২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি করে মন্দির রয়েছে।
	কচুয়াই	ঈদগাঁহ মাঠ	এ ইউনিয়নে ইদগাহ ৯টি। ১ নং ওয়ার্ডে-১টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে-১টি করে ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে।
৩	ভাটিখাইন	মসজিদ	ভাটিখাইন ইউনিয়নে মসজিদ সংখ্যা-১৩টি । ২ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে-১টি করে মসজিদ রয়েছে।
	ভাটিখাইন	মন্দির	ভাটিখাইন ইউনিয়নে মোট মন্দির-১০টি । । ১ নং ওয়ার্ডে-১টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে- ২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে- ১টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২টি করে

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	মসজিদ/মন্দির/ঈদগাঁহ	কোথায় অবস্থান
			মন্দির রয়েছে।
	ভাটিখাইন	ঈদগাঁহ মাঠ	ভাটিখাইন ইউনিয়নে স্থানীয় পর্যায়ে কোন ইদগাহ মাঠ নেই।
৪	ছনহারা	মসজিদ	ছনহারা ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা প্রায় ২৫টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২টি মসজিদ রয়েছে।
	ছনহারা	মন্দির	ছনহারা ইউনিয়নে মন্দির-৫টি । । ১ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে- ১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে- ১টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১টি করে মন্দির রয়েছে।
	ছনহারা	ঈদগাঁহ মাঠ	ছনহারা ইউনিয়নে কোন ঈদগাঁহ মাঠ নেই ।
৫	হাইদগাঁও	মসজিদ	হাইদগাঁও ইউনিয়নে মসজিদ এর সংখ্যা-৩৮টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৪টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২টি মসজিদ রয়েছে।
	হাইদগাঁও	মন্দির	হাইদগাঁও ইউনিয়নে মোট মন্দির-৭টি । ২ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে- ১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে- ২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১টি করে মন্দির রয়েছে।
	হাইদগাঁও	ঈদগাঁহ মাঠ	হাইদগাঁও ইউনিয়নে কোন ঈদগাঁহ মাঠ নেই ।
৬	কেলিশহর	মসজিদ	কেলিশহর ইউনয়নে মোট মসজিদ সংখ্যা-২০টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২টি মসজিদ রয়েছে।
	কেলিশহর	মন্দির	কেলিশহর ইউনিয়নে মন্দির ৮ টি । ১ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে- ২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে- ২টি এবং ৮ নং ওয়ার্ডে-১টি করে মন্দির রয়েছে।
	কেলিশহর	ঈদগাঁহ মাঠ	কেলিশহর ইউনিয়নে ঈদগাঁহ ১ টি । ৭ নং ওয়ার্ডে-১টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে।
৭	হাবিলাসদ্বীপ	মসজিদ	হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে মোট মসজিদ সংখ্যা-৪৫টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২টি মসজিদ রয়েছে।
	হাবিলাসদ্বীপ	মন্দির	হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে মন্দির ১৩ টি । ১ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে- ৩টি, ৭ নং ওয়ার্ডে- ৪টি এবং ৮ নং ওয়ার্ডে-৩টি করে মন্দির রয়েছে ।
	হাবিলাসদ্বীপ	ঈদগাঁহ মাঠ	হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে ১ টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে । ইয়াসিন আউলিয়া মাদ্রাসা ঈদগাঁহ ময়দান ।
৮	কোলাগাঁও	মসজিদ	কোলাগাঁও ইউনিয়নে মসজিদ সংখ্যা-৩৮টি । । ১ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৩ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৫টি মসজিদ রয়েছে।
	কোলাগাঁও	মন্দির	কোলাগাঁও ইউনিয়নে মোট মন্দির-৯টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে- ২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে- ২টি এবং নং ওয়ার্ডে-১টি করে মন্দির রয়েছে
	কোলাগাঁও	ঈদগাঁহ মাঠ	কোলাগাঁও ইউনিয়নে ঈদগাঁহ মাঠ নেই ।
৯	জঙ্গালখাইন	মসজিদ	জঙ্গালখাইন ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা প্রায় ৩৭টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৪টি মসজিদ রয়েছে ।
	জঙ্গালখাইন	মন্দির	জঙ্গালখাইন ইউনিয়নে মন্দির-৫টি । ১ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে- ১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে- ১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ২ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১টি করে মন্দির রয়েছে ।
	জঙ্গালখাইন	ঈদগাঁহ মাঠ	জঙ্গালখাইন ইউনিয়নে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি। ২ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৭ নং ওয়ার্ডে ১টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে ।
১০	চরলক্ষা	মসজিদ	চরলক্ষা ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা প্রায়-৩১টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২টি মসজিদ রয়েছে ।
	চরলক্ষা	মন্দির	চরলক্ষা ইউনিয়নে মোট মন্দির-৬টি । ২ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে- ১টি করে মন্দির রয়েছে ।
	চরলক্ষা	ঈদগাঁহ মাঠ	চরলক্ষা ইউনিয়নে কোন ইদগাহ মাঠ নেই।

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	মসজিদ/মন্দির/ঈদগাঁহ	কোথায় অবস্থান
১১	চরপাথর ঘাটা	মসজিদ	চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা ২০ টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২টি মসজিদ রয়েছে ।
	চরপাথর ঘাটা	মন্দির	চরপাথর ঘাপা ইউনিয়নে কোন মন্দির নেই ।
	চরপাথর ঘাটা	ঈদগাঁহ মাঠ	চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নে ঈদগাঁহ মাঠ নেই ।
১২	শিকলবাহা	মসজিদ	শিকলবাহা ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা-৩৮টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি মসজিদ রয়েছে ।
	শিকলবাহা	মন্দির	শিকলবাহা ইউনিয়নে মোট মন্দির-৭টি । ১ নং ওয়ার্ড-০টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৮নং ওয়ার্ডে-১টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে-১টি।
	শিকলবাহা	ঈদগাঁহ মাঠ	শিকলবাহা ইউনিয়নে কোন ঈদগাঁহ মাঠ নেই ।
১৩	বড়লিয়া	মসজিদ	বড়লিয়া ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা ২১টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২টি মসজিদ রয়েছে ।
	বড়লিয়া	মন্দির	এ ইউনিয়নে মোট মন্দির-৭টি । ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি করে মন্দির রয়েছে ।
	বড়লিয়া	ঈদগাঁহ মাঠ	বড়লিয়া ইউনিয়নে কো ঈদগাঁহ মাঠ নেই
১৪	বড়উঠান	মসজিদ	বড়উঠান ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা ৩৩টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৪টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি মসজিদ রয়েছে ।
	বড়উঠান	মন্দির	বড়উঠান ইউনিয়নে মোট মন্দির-৪টি । ৪ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে- ২টি করে মন্দির রয়েছে ।
	বড়উঠান	ঈদগাঁহ মাঠ	বড়উঠান ইউনিয়নে ঈদগাঁহ মাঠ ১টি। ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে।
১৫	জুলধা	মসজিদ	জুলধা ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা ২০টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি মসজিদ রয়েছে ।
	জুলধা	মন্দির	জুলধা ইউনিয়নে মোট মন্দির-৫টি । ২ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে- ২টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে মন্দির রয়েছে ।
	জুলধা	ঈদগাঁহ মাঠ	জুলধা ইউনিয়নে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি। ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে।
১৬	কুসুমপুরা	মসজিদ	কুসুমপুরা ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা ৩১টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি মসজিদ রয়েছে ।
		মন্দির	কুসুমপুরা ইউনিয়নে মোট মন্দির-১টি । ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে মন্দির রয়েছে ।
		ঈদগাঁহ মাঠ	কুসুমপুরা ইউনিয়নে কোন ঈদগাঁহ মাঠ নেই ।
১৭	জিরি	মসজিদ	জিরি ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা ১৯টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি মসজিদ রয়েছে ।
		মন্দির	জিরি ইউনিয়নে মোট মন্দির-২টি । ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ১টি করে মন্দির রয়েছে ।
		ঈদগাঁহ মাঠ	জিরি ইউনিয়নে কোন ঈদগাঁহ মাঠ নেই ।
১৮	দক্ষিণ ভূর্ষি	মসজিদ	দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা ২০টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২টি মসজিদ রয়েছে।
		মন্দির	দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে মোট মন্দির-৪টি । ১ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৩নং ওয়ার্ডে ২ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১টি করে মন্দির রয়েছে ।
		ঈদগাঁহ মাঠ	দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে কোন ঈদগাঁহ মাঠ নেই ।

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	মসজিদ/মন্দির/ঈদগাঁহ	কোথায় অবস্থান
১৯	ধল ঘাট	মসজিদ	ধল ঘাট ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা ৩১টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৪টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি মসজিদ রয়েছে ।
		মন্দির	ধল ঘাট ইউনিয়নে মোট মন্দির-৬টি । ১ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ২ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ১টি করে মন্দির রয়েছে ।
		ঈদগাঁহ মাঠ	ধল ঘাট ইউনিয়নে কোন ঈদগাঁহ মাঠ নেই ।
২০	শোভনদন্ডি	মসজিদ	শোভনদুন্ড ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা ২৫টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪টি, এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২টি মসজিদ রয়েছে ।
		মন্দির	শোভনদন্ডি ইউনিয়নে মোট মন্দির-১২টি । ১ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩টি করে মন্দির রয়েছে ।
		ঈদগাঁহ মাঠ	শোভনদন্ডি ইউনিয়নে কোন ঈদগাঁহ মাঠ নেই ।
২১	আশিয়া	মসজিদ	আশিয়া ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা ২০টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি মসজিদ রয়েছে ।
		মন্দির	আশিয়া ইউনিয়নে মোট মন্দির-২টি । ৯ নং ওয়ার্ডে ২টি করে মন্দির রয়েছে ।
		ঈদগাঁহ মাঠ	আশিয়া ইউনিয়নে ১ নং ওয়ার্ডে-১টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে ।
২২	কাশিয়াইশ	মসজিদ	কাশিয়াইশ ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা ৫টি । ৩ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে-১টি মসজিদ রয়েছে ।
		মন্দির	কাশিয়াইশ ইউনিয়নে মোট মন্দির-৪টি । ৩ নং ওয়ার্ডে ২টি ও ৭ নং নং ওয়ার্ডে ২ টি করে মন্দির রয়েছে ।
		ঈদগাঁহ মাঠ	কাশিয়াইশ ইউনিয়নে কোন ঈদগাঁহ মাঠ নেই ।

(চ) স্বাস্থ্যসেবাঃ

পটিয়া উপজেলায় মোট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র আছে-৩৩টি। এর মধ্যে উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স- ১টি, ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র আছে-১১টি এবং ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক আছে-৩৮ টি। এ গুলোতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ১ জন, মেডিক্যাল অফিসার ১৩ জন, ডেন্টাল সার্জন ১ জন, সহকারী সার্জন ১৮ জন, স্বাস্থ্য পরিদর্শক ১৯ জন, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ২২ জন, পরিবার কল্যাণ সহকারী ২৯ জন, জুনিয়র কনসালটেন্ট ৯জন, স্বাস্থ্য সহকারী ৪২ জন এবং সিএইচসিপি ৩১ জন। এখানে উল্লেখ্যযে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে ডাক্তার ছাড়াও অন্যান্য স্টাফ রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যসেবা গুলোতে ডাক্তার ও অন্যান্য স্টাফ পর্যাপ্ত নয় বিশেষ করে কমিউনিটি ক্লিনিক গুলিতে। ফলে সেবার মান সন্তোষজনক নয় । দুর্যোগের সময় বৃদ্ধ ও গর্ভবতী মহিলাদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া অতিব জরুরী কিন্তু প্রয়োজন মাফিক ডাক্তার ও নার্স না থাকায় চিকিৎসা দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে । তাই স্বাভাবিক ও দুর্যোগের সময় প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমান ডাক্তার, নার্স ও ঔষধপত্র মজুত থাকা প্রয়োজন।

প্রাপ্ত তথ্যের সূত্রঃ পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, পটিয়া, চট্টগ্রাম । মোবাইল নং- ০১৯১৪-৭৩৯১৩৬

স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র	অবস্থান	প্রতিটি কেন্দ্রে ডাক্তার সংখ্যা	প্রতিটি কেন্দ্রের নার্সের সংখ্যা	সেবার মান
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	খরনা ইউনিয়ন ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত	১ জন	নাই	খুব ভালো নয়
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	কচুয়াই ইউনিয়নে ৪ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত	১ জন	১ জন	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	ভাটিখাইন	১ জন	১ জন	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	ছনহারা	১ জন	১ জন	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	হাইদগাঁও	১ জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	কেলিশহর	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	হাবিলাসদ্বীপ	১ জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	কোলাগাঁও	১ জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	জঙ্গালখাইন	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	চরলক্ষা	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	চরপাথর ঘাটা	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	শিকলবাহা	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	বড়লিয়া	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	বড়উঠান	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	জুলধা	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	কুসুমপুরা	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	জিরি	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	দক্ষিণ ভূর্ষি	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	ধল ঘাট	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	শোভনদন্ডি	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	আশিয়া	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	কাশিয়াইশ	১জন	নাই	ভাল
কমিউনিটি ক্লিনিক	সকল ইউনিয়ন	১০জন	নাই	মোটামুটি

(ছ) ব্যাংক/পোষ্ট অফিসঃ

পটিয়া উপজেলায় মোট ব্যাংক সংখ্যা-২২ টি। ব্যাংকগুলি এলাকার জনসাধারনদেরকে ঋনদান, এসএমইলোন, গ্রাহকের লেনদেন ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্যাংকের তথ্য নিম্নে দেয়া হলঃ

ইউনিয়ন ওয়ারী বিভিন্ন ব্যাংকঃ

ক্র.নং	ইউনিয়ন	ব্যাংকের নাম
১	খরনা	-
২	কচুয়াই	-
৩	ভাটিখাইন	-
৪	ছনহারা	১) গ্রামীন ব্যাংক লিমিটেড
৫	হাইদগাঁও	-
৬	কেলিশহর	-
৭	হাবিলাসদ্বীপ	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
৮	কোলাগাঁও	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
৯	জঙ্গালখাইন	-
১০	চরলক্ষা	-
১১	চরপাথর ঘাটা	অগ্রনী ব্যাংক লিমিটেড
১২	শিকলবাহা	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
১৩	বড়লিয়া	-
১৪	বড়উঠান	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
১৫	জুলধা	-
১৬	কুসুমপুরা	১) ইউনিয়ন ব্যাংক ও ২) পূবালী ব্যাংক
১৭	জিরি	-
১৮	দক্ষিণ ভূর্ষি	-
১৯	ধল ঘাট	১) সোনালী ব্যাংক ২) গ্রামীন ব্যাংক
২০	শোভনদন্ডি	গ্রামীন ব্যাংক
২১	আশিয়া	১) গ্রামীন ব্যাংক ২) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
২২	কাশিয়াইশ	গ্রামীন ব্যাংক

ইউনিয়ন ওয়ারী পোষ্ট অফিসঃ

পটিয়া উপজেলায় মোট-৩১টি পোষ্ট অফিস রয়েছে , এগুলো এলাকার জনগনকে টাকা পয়সা লেনদেনসহ বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক পোষ্ট অফিসের তথ্যাবলী প্রদান করা হল।

ক্র.নং	ইউনিয়ন	ব্যাংকের নাম
১	খরনা	খরনা পোষ্ট অফিস
২	কচুয়াই	আলীর হাট পোষ্ট অফিস ও চক্রশালী পোষ্ট অফিস
৩	ভাটিখাইন	মবিন সওদাগড়ের বাড়ী পোস্ট অফিস
৪	ছনহারা	আলীর হাট পোষ্ট অফিস, ছনহারা পোষ্ট অফিস
৫	হাইদগাঁও	হাইদগাঁও পোষ্ট অফিস
৬	কেলিশহর	কেলিশহর পোষ্ট অফিস
৭	হাবিলাসদ্বীপ	হুলাইন পোষ্ট অফিস ও চরকানাই পোষ্ট অফিস
৮	কোলাগাঁও	কালার পেলি পোষ্ট অফিস
৯	জঙ্গালখাইন	উজিরপুর পোষ্ট অফিস, নাইখেন পোষ্ট অফিস ও ইয়াকুবদন্ডি পোষ্ট অফিস
১০	চরলক্ষা	বোড বাজার পোষ্ট অফিস
১১	চরপাথর ঘাটা	চরপাথর ঘাটা পোষ্ট অফিস
১২	শিকলবাহা	মাষ্টার হাট পোষ্ট অফিস
১৩	বড়লিয়া	মৌলভী হাট পোষ্ট অফিস
১৪	বড়উঠান	ফজিল হাট পোষ্ট অফিস ও ফকিরনীর হাট পোষ্ট অফিস
১৫	জুলধা	জুলধা পোষ্ট অফিস
১৬	কুসুমপুরা	মনসা পোষ্ট অফিস
১৭	জিরি	মালিয়ারা পোষ্ট অফিস
১৮	দক্ষিণ ভূর্ষি	দক্ষিণ ভূর্ষি পোষ্ট অফিস
১৯	ধল ঘাট	ধল ঘাট পোষ্ট অফিস
২০	শোভনদন্ডি	শোভনদন্ডি পোষ্ট অফিস
২১	আশিয়া	বাংলা বাজার পোষ্ট অফিস ও টাঙ্গারপুল পোষ্ট অফিস
২২	কাশিয়াইশ	কাশিয়াইশ পোষ্ট অফিস, পিঙ্গালা পোষ্ট অফিস ও ভান্ডারগাঁও পোষ্ট অফিস

জ) ক্লাব ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রঃ

পটিয়া উপজেলায় সাংস্কৃতি ক্লাব রয়েছে প্রায় ৮১ টি । এ সকল ক্লাব সমাজে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজে সহযোগিতা করে থাকে। ইউনিয়ন ভিত্তিক নিম্নে ক্লাবগুলির তথ প্রদান করা হল।

ক্র.নং	ইউনিয়নের নাম	ক্লাব ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম	সমাজ সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে কিনা?
১	খরনা	রাসেল স্মৃতি সংসদ	
২	কচুয়াই	সান ফ্লাওয়ার স্টার ক্লাব	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সহায়তা করে থাকে ।
		যুব নিশঅন ক্লাব	
		উদয়ন সংঘ	
৩	ভাটিখাইন	ভাটিখাইন জন কল্যান সংসদ	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সহায়তা করে থাকে ।
		আল হাজ্ব আবদুল নবী স্মৃতি ফাউন্ডেশন	
		ভাটিখাইন নব জাগরণ সংসদ	
		উজ্জীবন সংসদ	
		কড়ল প্রগতি সংঘ	
		বাকখালী আর্যমিত্র সংসদ	
৪	ছনহারা	শতরুপা সংঘ	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সহায়তা করে থাকে ।
		ফুটন্ত সংঘ	
		রাসেল স্মৃতি সংঘ	
		তরুন সংঘ	
		শতরুপা সংসদ	
৫	হাইদগাঁও	মুক্তালতা ক্লাব	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সহায়তা করে থাকে ।
		আবু সৈয়দ স্মৃতি পাঠাগার	
		আকবরিয়া স্মৃতি সংঘ	
		রাসেল স্মৃতি সংঘ	
৬	কেলিশহর	উদয়ন তরুন সংঘ	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সহায়তা করে থাকে ।
৭	হাবিলাসদ্বীপ	গ্রীন ভয়েজ ক্লাব	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সহায়তা করে থাকে ।
		জন কল্যান সংঘ	
		হাবিলাসদ্বীপ যুব উন্নয়ন সংঘ	
		ইয়ং স্টার ক্লাব	
		রংধনু বয়েজ ক্লাব	
৮	কোলাগাঁও	অর্নিবান ক্লাব	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সহায়তা করে থাকে ।
		সানরাইজ ক্লাব	
		সবুজ সংঘ	
		প্রতিবাদ সংঘ	
		টাইগার ক্লাব	
৯	জঙ্গালখাইন	আদর্শ সংস্থা ক্লাব	
		ছগির স্মৃতি সংসদ	
		নবারণ সংঘ	
১০	চরলক্ষা	জিয়া স্মৃতি সংসদ	
		শেখ রাসেল স্মৃতি সংসদ	
		চলন্তিকা সংঘ	
১১	চরপাথর ঘাটা	দূর্বার সংঘ	
		জাগরণী সংঘ	
		মুক্তা বিহঙ্গ	
		প্রত্যয় সংঘ	

		নবীন সংঘ	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সহায়তা করে থাকে ।
		একতা সংঘ	
		দুরন্ত পথিক সংঘ	
		শেখ রাসেল স্মৃতি সংসদ	
		তরুন প্রজন্ম সংঘ	
১২	শিকলবাহা	বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদ ক্লাব	
		গাউছুল আজম দরবার কমিটি	
		অমর জিয়া স্মৃতি সংসদ	
		হযরত সিদ্দিক আকবর সংষদ	
১৩	বড়লিয়া	একতা সংঘ ক্লাব	
		হিলফুল সংঘ	
		ফুটন্ত ক্লাব	
		আবাহনী ক্লাব	
		বঙ্গবন্ধু ক্লাব	
১৪	বড়উঠান	শেখ রাসেল স্মৃতি সংসদ	
		দৌলতপুর একতা ক্লাব	
		দৌলতপুর গোল্ডে স্টার ক্লাব	
		যুব কল্যান সংসদ	
		দৌলতপুর রিয়েল ডাইমেন্ট ক্লাব	
		ভিশন ক্লাব	
১৫	জুলধা	নব তরঙ্গ ক্লাব	
		নওজোয়ান ক্লাব	
		একতা ক্লাব	
		টাইগার ক্লাব	
		রাসেল স্মৃতি ক্লাব	
১৬	কুসুমপুরা	আদর্শ যুব সংঘ	
		মনসা সূর্য্য তরুন ক্লাব	
		নওজেয়ায়ান ক্লাব	
		বিএন্ডজি ক্লাব	
১৭	জিরি	একতা সংঘ	
		রাসেল স্মৃতি সংঘ	
১৮	দক্ষিণ ভূর্ষি	যুব উন্নয়ন সংঘ	
		উদয়ন সংঘ	
১৯	ধল ঘাট	প্রত্যয় সংঘ	
		নবীন সংঘ	
২০	শোভনদন্ডি	দূর্বার সংঘ	
		জাগরণী সংঘ	
২১	আশিয়া	আশিয়া জাগরণী সংঘ	
		নবীন সংঘ	
২২	কাশিয়াইশ	তরুন সংঘ	
		সবুজ সংঘ	

ঝ) এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহঃ

পটিয়া উপজেলায় ২২টি এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এনজিওদের কার্যক্রম গুলো নিম্নে দেয়া হলঃ

ক্র.নং	এনজিওর নাম	কি বিষয়ে কাজ করে	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলির মেয়াদ কাল
১	প্রশিকা	শিক্ষা,স্বাস্থ্য,ঝুকি হ্রাস, ও ক্ষুদ্র ঋণ	৯৩০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
২	আশা	স্যানিটেশন , সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ	১০৩০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৩	ব্র্যাক	নারী উন্নয়ন,শিক্ষা,স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ঋণ ও ঝুকি হ্রাস	২৭৫০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৪	ব্লাস্ট	স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ঋণ ও সচেতনতা	১১২০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৫	কারিতাস	ক্ষুদ্র ঋণ, সচেতনতা	৮৯০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৬	টি এম এস এস	নারী উন্নয়ন, শিক্ষা,সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	১৫৩০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৭	ব্যুরো বাংলাদেশ	ক্ষুদ্র ঋণ, সচেতনতা	৬৪০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৮	ঘরনী	শিক্ষা ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২১১২ জন	৩ বছর মেয়াদী
৯	নাস	সচেতনতা, ঝুকি হ্রাস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৬৫০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১০	প্লান বাংলাদেশ	শিক্ষা,দূযোগ, ঝুঁকি হ্রাস ও সচেতনতা	৭৫০০ জন	৫ বছর মেয়াদী
১১	গ্রামীন ব্যাংক	ক্ষুদ্র ঋণ ও সচেতনতামূলক	১১৬০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১২	আলমা	স্বাস্থ্য, সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৭৯০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৩	বিশাব	ক্ষুদ্র ঋণ, সচেতনতা	৬৭৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৪	ঘাসফুল	শিক্ষা, সচেতনতা, প্রযক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র ঋণ	৭৮০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৫	বর্ণালী	স্বাস্থ্য, সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৬৯৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৬	উদ্দীপন	স্বাস্থ্য, সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৯৮৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৭	প্রত্যাশী	দূর্যোগ, প্রতিবন্ধি ও ক্ষুদ্র ঋণ	১০২০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৮	মমতা	স্বাস্থ্য, সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৭৬০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৯	নওজোয়ান	ক্ষুদ্র ঋণ, সচেতনতা	৩৭৬ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
২০	নিশকৃতি	স্যানিটেশন , সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ	৬৪০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
২১	নারী জাগরণ সংস্থা	নারী উন্নয়ন, শিক্ষা ও সচেতনতা	৮৪০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
২২	সূর্য্য হাসি	ক্ষুদ্র ঋণ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম	৫০০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী

(ঞ) খেলার মাঠ

পটিয়া উপজেলায় ২২টি ইউনিয়নে ছেলেমেয়েদের বিনোদন/খেলাদুলার জন্য খেলার মাঠ রয়েছে -৪৯ টি । যাহা ইউনিযন ভিত্তিক নিম্নে দেখানো হল।

ক্র.নং	ইউনিয়নের নাম	খেলার মাঠের অবস্থান	দুর্যোগের সময় কি কি কাজে লাগে
১	খরনা	১) শহীদ জিয়া স্মৃতি মাঠ ২) মাঝি পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	
২	কচুয়াই	১) চক্রশালা স্কুল মাঠ ২) শিদাবিবি স্কুল মাঠ	
৩	ভাটিখাইন	১) ভাটিখাইন হাই স্কুল খেলার মাঠ ২) পূর্ব ভাটিখাইন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	
৪	ছনহারা	১) সরদা চরন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ২) ষোড়শী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ৩) মঠপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ	
৫	হাইদগাঁও	১) হাইদগাঁও হাই স্কুল মাঠ ২) দক্ষিণ হাইদগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩) পূর্ব হাইদগাঁও দাখিল মাদ্রাসা মাঠ	

৬	কেলিশহর	১) কেলিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাট ২) রতনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ৩) পূর্ব রতনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ	দুর্যোগের সময় মানুষ ও গবাদী পশুর আশ্রয় এর কাজে লাগে।
৭	হাবিলাসদ্বীপ	১) ছালেহপুর ডিগ্রী কলেজ মাট ২) হাবিলাসদ্বীপ স্কুল মাঠ ৩) চরকানাই স্কুল মাঠ ৪) হাবিলাসদ্বীপ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ	
৮	কোলাগাঁও	১)লাখেরা হাই স্কুল মাঠ ২) কোলাগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ	
৯	জঞ্জালখাইন	১) নাইখেন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ২) ইউনিয়ন কৃষি স্কুল কলেজ মাঠ ৩) জঞ্জালখাইন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ৪) ইয়াকুব দন্ডি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ	
১০	চরলক্ষা	১) চরলক্ষা হাই স্কুলের মাঠ	দুর্যোগের সময় মানুষ ও গবাদী পশুর আশ্রয় এর কাজে লাগে।
১১	চরপাথর ঘাটা	১) এস আলম খেলার মাঠ	
১২	শিকলবাহা	১) এ কে চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ২) কালার পোল স্কুলের মাঠ	
১৩	বড়লিয়া	১) বেলখাইন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ	
১৪	বড়উঠান	১) লাল মাটিয়া খেলার মাঠ ২) শেখ ইউসুফ তালুকদার খেলার মাঠ	
১৫	জুলধা	১) পশ্চিম জুলধা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ২) পূর্ব জুলধা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ৩) জুলধা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ	
১৬	কুসুমপুরা	কুসুমপুরা সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ	
১৭	জিরি	১) এস এ নূর উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ২) সাহিরা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ৩) সাই দাই উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ	
১৮	দক্ষিণ ভূর্ষি	১) দক্ষিণ ভূর্ষি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ	
১৯	ধল ঘাট	১) ধল ঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ২)আলমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ৩) নন্দের খিল উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ	
২০	শোভনদন্ডি	শোভনদন্ডি কলেজের মাঠ	
২১	আশিয়া	১) আশিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ২) বাতুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ	
২২	কাশিয়াইশ	১) কাশিয়াইশ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ২) বুধপুরা পিঞ্জালা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ	

ট) কবরস্থানঃ

পটিয়া উপজেলায় ২২টি ইউনিয়নে ছোট-বড় কবরস্থান প্রায় ৭৬৭ টি । অন্যান্য পারিবারিক ভাবে ছোট ছোট কবরস্থানগুলি রয়েছে, বাড়ির পাশে, মসজিদের পাশে ও মাজারের পাশে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক ছোট বড়/উল্লেখযোগ্য কবরস্থানগুলির তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১) খরনা ইউনিয়নে মোট কবরস্থান-৩৩টি, যথা, ১ নং ওয়াড-৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে -২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি ও ৭ নং ওয়ার্ডে-৪টি কবরস্থান রয়েছে ।

২) কচুয়াই ইউনিয়নে কবরস্থান-৫০টি, যথা ১ নং ওয়াড-৬টি, ২ নং ওয়ার্ডে -৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৯ টি করে কবরস্থান রয়েছে ।

৩) ভাটিখাইন ইউনিয়নে কবরস্থান-১৯টি, যাথা, ১ নং ওয়াড-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে -১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি করে কবরস্থান রয়েছে ।

৪) ছনহারা ইউনিয়নে কবরস্থান-৩৪টি, যথা ১ নং ওয়াড-৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৫টি।

৫) হাইদগাঁও ইউনিয়নে মোট কবরস্থান-৩৬টি, ১ নং ওয়াড-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৪টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি।

৬) কেলিশহর ইউনিয়নে কবরস্থান-৩৮টি, যথা, ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে -৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৬টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি করে কবরস্থান রয়েছে ।

৭) হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে কবরস্থান-৩২টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে -৬টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৩ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি করে কবরস্থান রয়েছে ।

৮) কোলাগাঁও ইউনিয়নে কবরস্থান-৩৮টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে -৬টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৩ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি করে কবরস্থান রয়েছে ।

৯) জঙ্গালখাইন ইউনিয়নে কবরস্থান-২৭টি, যথা, ১ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে -৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি করে কবরস্থান রয়েছে ।

১০) চরলক্ষা ইউনিয়নে কবরস্থান-২৯টি, যথা, ১ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে -৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি করে কবরস্থান রয়েছে ।

১১) চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নে কবরস্থান-২৪টি, যথা ১ নং ওয়ার্ড-৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি কবর স্থান রয়েছে ।

১২) শিকলবাহা ইউনিয়নে কবরস্থান-৩৯টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে -৬টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৩ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি করে কবরস্থান রয়েছে ।

১৩) বড়লিয়া ইউনিয়নে কবরস্থান-১৮টি, যথা ১ নং ওয়ার্ড-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে -১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি করে কবরস্থান রয়েছে ।

১৪) বড়উঠান ইউনিয়নে কবরস্থান-৩১টি, যথা, ১ নং ওয়ার্ড-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে -৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৩টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি করে কবরস্থান রয়েছে ।

১৫) জুলধা ইউনিয়নে কবরস্থান-২৭টি, যথা, ১ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে -৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি করে কবরস্থান রয়েছে ।

১৬) কুসুমপুরা ইউনিয়নে কবরস্থান-৩২টি, যথা, ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে -৬টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৩ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি করে কবরস্থান রয়েছে ।

১৭) জিরি ইউনিয়নে কবরস্থান-২৯টি, যথা, ১ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে -৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি করে কবরস্থান রয়েছে।

১৮) দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে কবরস্থান-২৭টি, যথা, ১ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে -৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি করে কবরস্থান রয়েছে।

১৯) ধল ঘাট ইউনিয়নে কবরস্থান-৩৭টি, ১ নং ওয়াড-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৪টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি।

২০) শোভনদন্ডি ইউনিয়নে কবরস্থান-৩০টি, ১ নং ওয়াড-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৪টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি।

২১) আশিয়া ইউনিয়নে কবরস্থান-২২টি, ১ নং ওয়াড-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২টি।

২২) কাশিয়াইশ ইউনিয়নে কবরস্থান-২৭টি, যথা, ১ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে -৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি করে কবরস্থান রয়েছে।

(ট) শ্মশানঘাটঃ

পটিয়া উপজেলায় ২২টি ইউনিয়নে সরকারী ভাবে কোন শ্মশানঘাট নেই। বেসরকারী ভাবে উল্লেখযোগ্য শ্মাশানঘাট রয়েছে-৬৭টি। এছাড়াও ছোট ছোট ও মন্দিরের পাশে শ্মাশানঘাট রয়েছে। উল্লেখিত শ্মাশানসঘাটগুলির ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১) খরনা ইউনিয়নে শ্মশানঘাট রয়েছে-৪ টি। যথা, ২ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে-১টি শ্মশানঘাট রয়েছে।
২) কচুয়াই ইউনিয়নে শ্মশানঘাট রয়েছে-৬ টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি শ্মশানঘাট রয়েছে।
৩) ভাটিখাইন ইউনিয়নে শ্মশানঘাট-৩টি, যার অবস্থান ৩ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে-১টি শ্মশান ঘাট রয়েছে।
৪) ছনহারা ইউনিয়নে শ্মশানঘাট-৫টি, যার অবস্থান ২ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ২ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে-১টি করে শ্মশান ঘাট রয়েছে।
৫) হাইদগাঁও ইউনিয়নে শ্মশান ঘাট ৫ টি, যার অবস্থান ১ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে-১টি করে শ্মশান ঘাট রয়েছে।
৬) কেলিশহর ইউনিয়নে শ্মশানঘাট-৩টি, যথা ২ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি শ্মশান ঘাট রয়েছে।
৭) হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে শ্মশানঘাট-২টি, যথা, ১ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ১ টি ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি শ্মশানঘাট রয়েছে।
৮) কোলাগাঁও ইউনিয়নে শ্মশান ঘাট-৫টি, যথা ২ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ২ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি শ্মশানঘাট রয়েছে।
৯) জঙ্গালখাইন ইউনিয়নে শ্মশানঘাট মোট -৬টি, যথা ৪ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি শ্মশানঘাট রয়েছে।
১০) চরলক্ষা ইউনিয়নে শ্মশান ঘাট মোট -১টি, যথা ২ নং ওয়ার্ডে ১ টি শ্মশানঘাট রয়েছে।
১২) শিকলবাহা ইউনিয়নে শ্মশান ঘাট -১টি, যথা, ৭ নং ওয়ার্ডে-১টি শ্মশান ঘাট রয়েছে।
১৩) বড়লিয়া ইউনিয়নে শ্মশান ঘাট মোট -২টি, যথা, ৪ নং ওয়ার্ড-১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে-১টি শ্মশান ঘাট রয়েছে।
১৪) বড়উঠান ইউনিয়নে শ্মশান ঘাট মোট-৩টি, যথা, ১ নং ওয়ার্ড-১ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে-১টি শ্মশান ঘাট রয়েছে।
১৫) জুলধা ইউনিয়নে শ্মশান ঘাট মোট-৩টি, যথা, ২ নং ওয়ার্ড-১ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে-১টি শ্মশান ঘাট রয়েছে।
১৬) কুসুমপুরা ইউনিয়নে শ্মশান ঘাট মোট-৩টি, যথা, ৪ নং ওয়ার্ড-১ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে-১টি শ্মশান ঘাট রয়েছে।
১৭) জিরি ইউনিয়নে শ্মশান ঘাট মোট-২টি, যথা, ২ নং ওয়ার্ড-১ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি শ্মশান ঘাট রয়েছে।
১৮) দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে শ্মশান ঘাট মোট-৩টি, যথা, ৩ নং ওয়ার্ড-১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি শ্মশান ঘাট রয়েছে।
১৯) ধল ঘাট ইউনিয়নে শ্মশান ঘাট মোট-২টি, যথা, ১ নং ওয়ার্ড-১ টি ও ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি শ্মশান ঘাট রয়েছে।
২০) শোভনদন্ডি ইউনিয়নে শ্মশান ঘাট মোট-৩টি, যথা, ২ নং ওয়ার্ড-১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি শ্মশান ঘাট রয়েছে।
২১) আশিয়া ইউনিয়নে শ্মশান ঘাট মোট-২টি, যথা, ৫ নং ওয়ার্ড-১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি শ্মশান ঘাট রয়েছে।
২২) কাশিয়াইশ ইউনিয়নে শ্মশান ঘাট মোট-৩টি, যথা, ২ নং ওয়ার্ড-১ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ১টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি শ্মশান ঘাট রয়েছে।

(ঠ) যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যমঃ

চট্টগ্রাম জেলা হতে পটিয়া উপজেলার সাথে যোগাযোগ করার জন্য রয়েছে স্থল ও রেল পথ । স্থল পথের উল্লেখযোগ্য যোগাযোগের মাধ্যম গুলি হল, বাস, ট্রাক, লরি, কার্গো, রিক্সা, ভ্যান ও ট্রেন ইত্যাদি । পটিয়া উপজেলায় মোট ১টি পৌরসভা ও ২২টি ইউনিয়নের মধ্যে ৪ টি ইউনিয়ন (চরপাথর ঘাটা, জঙ্গালখাইন, কচুয়াই ও খরনা) এর মধ্য দিয়ে বাস চলাচল করে পাশাপাশি সিএনজি, রিক্সা, ভ্যান, অটোরিক্সা, ভটভটি চলাচল করে থাকে ।

(ড) বন ও বনায়নঃ

পটিয়া উপজেলায় প্রায় ৬৩০০ একর বনাঞ্চল রয়েছে। এ উপজেলায় অনেক এলাকায় বনায়নের বিস্তার লক্ষ করা যায় । কিন্তু বতর্মানে মানবসৃষ্ট কারণ ও প্রাকৃতিক বিরুপতার কারণে এলাকায় কিছু বনায়ন অঞ্চল বিলুপ্তির পথে। পটিয়া উপজেলার কিছু ইউনিয়নে কিছু পাহাড়ী সামাজিক বনায়ন রয়েছে । উল্লেখিত বনাঞ্চলে যে সকল গাছ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো হলঃ গড়ান, আকাশ মনি, সেগুন, চাম্বল, রেন্ডী কড়ই, ইপিরইপিল, গজন, গামারী, নীম, জাম, আম, কাঠাল, লেবু, পেয়ারা, আনারস, বাঁশ, রাবার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের গাছ । এছাড়াও বসতবাড়ীতে কিছু গাছপালা দেখা যায় । তবে এনজিও ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন বড় বনায়ন নেই ।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ুঃ

(ক) বৃষ্টিপাতের ধারাঃ

পটিয়া উপজেলায় বৃষ্টিপাতের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গড় দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমান প্রায় একই তবে বর্ষা কালে বৃষ্টির পরিমান অনেক বেড়ে যায় । গত ১৯৯০ থেকে ২০১৩ সালের পর দৈনিক গড় বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ৩, ৬, ৭, এবং ৮ মিঃমিঃ এর অধিক । কিন্তু এ পরিবতর্নের ধারা জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে কিনা সে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন । বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষি ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যার কারণে উৎপাদন ব্যয় বেশী হয় এবং উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে । সেই সাথে ফসলের রোগবালাই ও পোকার আক্রমন বেশী হচ্ছে । অসময়ে বৃষ্টিপাত এর ফলে ফসল ও চাষাবাদ ব্যাহত হয় এবং মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ।

(খ) তাপমাত্রাঃ

পটিয়া উপজেলায় গাছপালার পরিমান খুব বেশী না হওয়ায় তাপদাহের পরিমান কিছুটা বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে । এ অঞ্চলের সর্ব্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৯.৫ ডিঃসেঃ ও ১২.৫ ডিঃসেঃ । তবে এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । বিশেষ করে গত ১০- ১৫ বছরের গড় তাপমাত্রা এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে । তাপমাত্রা অধিকতর অনুভূত হওয়ার অন্যতম কারণ বাতাসে আর্দ্রতার পরিমান বেড়ে যাওয়া । তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কৃষি খাতে চাষ পদ্ধতি হুমকির মুখে । এ রকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি আরো বাড়বে । জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর দুই বার পানির স্তর পরিমাপ করার জন্য জরিপ চালানো হয় । এ অঞ্চলে দেখা গেছে এপ্রিল ও মে মাসে পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যায় । ফলে সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে । ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য এটি খুবই হুমকি স্বরুপ ।

(গ) ভূ-গর্ভস্থ স্তরঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর পানির স্তর পরিমাপ করার জন্য জরিপ চালানো হয়। এ-অঞ্চলে দেখা গেছে ২০০৩ সালে এই পানির স্তর গভীর নলকুপে, ২৮৫-২৯০ ফুট, অগভীর নলকুপে,৬০-৭০ ফুট। ২০১২ সালে গভীর নলকুপে ৫৮০-৫৯০ ফুট, অগভীর নলকুপে ৭০-৮০ ফুট । এলাকাবাসীর মতে পানির এই স্তর দিন দিন সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে । এলাকাবাসী মনে করছে সুপেয় পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য এটি হুমকি স্বরূপ।

১.৪.৪ অন্যান্য

(ক) ভূমি ও ভূমির ব্যবহারঃ

পটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নে কৃষি ভূমির পরিমান প্রায় ৫৬,১৩৪ একর । এক ফসলী জমির পরিমান প্রায় ১১০৭৩ একর, দু'ফসলী প্রায় ২৮৯৮৯ একর ও তিন ফসলী প্রায় ১৩০৭২ একর । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক ফসলি জমির তথ্যাবলী প্রদান করা হল।

- খরনা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৭৩০ একর এর মধ্যে এক ফসলী জমি প্রায় ৫১৯ একর ও দু'ফসলী প্রায় ৬৬৭ একর ও তিন ফসলী প্রায় ৫৪৪ একর জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- কচুয়াই এই ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩২০০ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ৫০০ একর, দু'ফসলী প্রায় ২০০০ একর ও তিন ফসলী জমির পরিমান প্রায় ৭০০ একর জমি চাষাবাদ হয় ।
- ভাটিখাইন ইউনিয়নঃ এই ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৭৪১ একর এর মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমান প্রায় ৩৮ একর, দু'ফসলী জমির পরিমান প্রায় ৫৮০ একর ও তিন ফসলী প্রায় ১২৩ একর জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- ছনহারা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৯৭৬ একর এর মধ্যে এক ফসলি প্রায় ২৮৫ একর, দু'ফসলি প্রায় ১৫৯৩ একর ও তিন ফসলি প্রায় ৯৮ একর ফসলী জমি চাষাবাদ করা হয়।
- হাইদগাঁও ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫৪৫১ একর এর মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমান প্রায় ৬৭৯ একর ও দু'ফসলী জমির পরিমান প্রায় ১৯৯৭ একর ও তিন ফসলী জমির পরিমান প্রায় ২৬৯৭ একর জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- কেলিশহর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৮১৬ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ৩৩৪ একর, দুফসলী প্রায় ১২৩৫ একর ও তিন ফসলী প্রায় ২৪৭ একর ফসলী জমি চাষাবাদ করা হয়।
- হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায় ১২৩৯ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ২৭১ একর, দুফসলী প্রায় ৫৮০ একর ও তিন ফসলী প্রায় ৩৮৮ একর ফসলী জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- কোলাগাঁও ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৬৯২ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ১১৬ একর, দুফসলী প্রায় ৬৫৭ একর ও তিন ফসলী প্রায় ৯১৯ একর ফসলী জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- জঙ্গলখাইন ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৪৭২ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ১৪৮ একর, দুফসলী প্রায় ১২১০ একর ও তিন ফসলী প্রায় ১১৪ একর ফসলী জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- চরলক্ষা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৭০৫ একর এর মধ্যে এক ফসলী ১৬৮০ একর, দুফসলী ১৫৩১ একর ও তিন ফসলী প্রায় ৪৯৪ একর জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২০০০ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ৬২ একর, দুফসলী প্রায় ২২৩ একর ও তিন ফসলী প্রায় ৩৯৫ একর ফসলী জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- শিকলবাহা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৭১৭১ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ১২৭০ একর, দুফসলী প্রায় ৩০৩১ একর ও তিন ফসলী প্রায় ২৮৭০ একর জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- বড়লিয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৯৩৮ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ৫৮০ একর, দুফসলী প্রায় ২০৫০ একর ও তিন ফসলী প্রায় ৩০৮ একর ফসলী জমি চাষাবাদ করা হয়।
- বড়উঠান ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩০৭১ একর এর মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমান প্রায় ১১০০ একর, দুফসলী প্রায় ২২০০ একর ও তিন ফসলী প্রায় ১৭৫১ একর জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- জুলধা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৭২০ একর এর মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমান প্রায় ২১০ একর, দুফসলী প্রায় ৮০০ একর ও তিন ফসলী প্রায় ৭১০ একর জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- কুসুমপুরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৪৭০ একর এর মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমান প্রায় ৩৮০ একর, দুফসলী প্রায় ১৮৯০ একর ও তিন ফসলী প্রায় ২০০ একর জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- জিরি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৩১০ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ৭৪ একর, দুফসলী প্রায় ১৩৪৬ একর ও তিন ফসলী পায় ৮৯০ একর ফসলী জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৮৪০ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ১৩৬ একর, দুফসলী প্রায় ৬৪২ একর ও তিন ফসলী প্রায় ৬২ একর জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- ধল ঘাট ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৫২০ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ৯০০ একর, দুফসলী প্রায় ১০৮০ একর ও তিন ফসলী প্রায় ৫৪০ একর ফসলী জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- শোভনদন্ডি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩২০০ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ১১০০ একর, দুফসলী প্রায় ১২৫০ একর ও তিন ফসলী প্রায় ৮৫০ একর ফসলী জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- আশিয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২০৩০ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ৬৩০ একর, দুফসলী প্রায় ৯৭০ একর ও তিন ফসলী প্রায় ৪৩০ একর জমি চাষাবাদ করা হয় ।

- কাশিয়াইশ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৮৪২একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ৬১ একর, দুফসলী প্রায় ১৪৫৭ একর ও তিন ফসলী প্রায় ২৪ একর জমি চাষাবাদ করা হয় ।

(খ) কৃষি ও খাদ্যঃ

পটিয়া উপজেলায় প্রধান অর্থকরী ফসল ধান ও মাছ। এছাড়া আলু, ডাল, আখ, ভূট্টা, তরমুজ, বাঙ্গী, পেপে ইত্যাদি এলাকায় অর্থকারী ফসল হিসাবে পরিচিত। এখানে উল্লেখ্য যে, পাহাড়ী এলাকায় ও সমতল এলাকায় প্রচুর পরিমানে শাকসবজি উৎপাদিত হয় যেমন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, কাকরোল, বরবটি, বেগুন, পানিকুমরা, ঢেরস, মুলা, মরিচ, গাজর, টমেটো, খিরা, শসা, করলা ইত্যাদি। এ উপজেলায় প্রধান খাদ্য সমূহ হলো ভাত, মাছ, ডাল, রুটি এবং এখানকার স্থানীয় লোকজনের খাদ্যাভাস হল, সকালে ১ বার , দুপরে ১ বার, ও রাতে ১ বার । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক উৎপাদিত ফসলের পরিমান দেখানো হল।

- খরনা ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, পেপে বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৩৫০০ মেঃটন।
- কচুয়াই ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, পেপে, মরিচ, টমেটো, করলা বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২২৫০ মেঃটন।
- ভাটিখাইন ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, ভূট্রা, তরমুজ, বাঙ্গী, পেপে বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৪০০ মেঃটন।
- ছনহারা ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ, পেপে বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৩৭০ মেঃটন।
- হাইদগাঁও ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, তরমুজ, বাঙ্গী বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২১৯০ মেঃটন।
- কেলিশহর ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, তরমুজ পাহাড়ী পেয়ারা, আনারস, পাহাড়ী পেয়ারা বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৩২৭০ মেঃটন।
- হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৮৫০ মেঃটন।
- কোলাগাঁও ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, বাঙ্গী, বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৪৯০ মেঃটন।
- জঙ্গলখাইন ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান,মাছ আলু,ডাল,আখ,ভূট্রা,তরমুজ, পেপে বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৫৯০ মেঃটন।
- চরলক্ষা ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ, পাহাড়ী পেয়ারা বাঙ্গী, পাহাড়ী কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৩৫০ মেঃটন।
- শিকলবাহা ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২১৫০ মেঃটন।
- বড়লিয়া ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৩৬০০ মেঃটন।
- বড়উঠান ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৮০০ মেঃটন।
- জুলধা ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ, পাহাড়ী পেয়ারা বাঙ্গী, পাহাড়ী কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৭৫০ মেঃটন।
- কুসুমপুরা ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ, পাহাড়ী পেয়ারা বাঙ্গী, পাহাড়ী কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৩৭০ মেঃটন।
- জিরি ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ, পাহাড়ী পেয়ারা বাঙ্গী, পাহাড়ী কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২১৫০ মেঃটন।
- দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ, পাহাড়ী পেয়ারা বাঙ্গী, পাহাড়ী কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৩১০০ মেঃটন।

- ধল ঘাট ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ, পাহাড়ী পেয়ারা বাঙ্গী, পাহাড়ী কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ১৭৯০ মেঃটন।
- শোভনদন্ডি ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ, পাহাড়ী পেয়ারা বাঙ্গী, পাহাড়ী কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২১৫০ মেঃটন।
- আশিয়া ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ, পাহাড়ী পেয়ারা বাঙ্গী, পাহাড়ী কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৩৬০ মেঃটন।
- কাশিয়াইশ ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ, পাহাড়ী পেয়ারা বাঙ্গী, পাহাড়ী কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৫৮০ মেঃটন।

খ.৩ ক্ষয়ক্ষতির তথ্যঃ

পটিয়া উপজেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমির ইউনিয়ন ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে দেখানো হল।

- খরনা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৭৩০ একর এর মধ্যে প্রায় ১০২০ একর জমির ফসল বন্যা, অতিবৃষ্টি, কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।
- কচুয়াই ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩২০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২০৬০ একর জমির ফসল বন্যা, কাল বৈশাখী ঝড়, অতিবৃষ্টি ও খরায় ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় ।
- ভাটিখাইন ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৩২৯ একর এর মধ্যে প্রায় ২১৫০ একর জমির ফসল বন্যা, অতিবৃষ্টি ও কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
- ছনহারা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৯৭৬ একর এর মধ্যে প্রায় ১৪৫০ একর জমির ফসল বন্যা, অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি হয় ।
- হাইদগাঁও ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫৪৫১ একর এর মধ্যে প্রায় ৩১৮০ একর জমির ফসল বন্যায়, কাল বৈশাখী ঝড়, অতিবৃষ্টি ও খরায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।
- কেলিশহর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৮১৬ একর এর মধ্যে প্রায় ১৩৯৫ একর জমির ফসল বন্যা, পাহাড়ী ঢল, কাল বৈশাখী ঝড় ও খরায় ক্ষতি হয় ।
- হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১২৩৯ একর এর মধ্যে প্রায় ৯৪০ একর জমির ফসল বন্যায়, পাহাড়ী ঢল ও কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।
- কোলাগাঁও ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৬৯২ একর এর মধ্যে প্রায় ১৪৮৫ একর জমির ফসল বন্যা, অতিবৃষ্টি, খরা ও পাহাড়ী ঢলে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে ।
- জঙ্গালখাইন ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৪৭২ একর এর মধ্যে প্রায় ৭৯৫ একর জমির ফসল বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা ও কাল বৈশাখী ঝড় ক্ষতি হয় ।
- চরলক্ষা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৭০৫ একর এর মধ্যে প্রায় ১৮৫০ একর জমির ফসল বন্যা, পাহাড়ী ঢল, কাল বৈশাখী ও অতিবৃষ্টিতে ক্ষতি হয় ।
- শিকলবাহা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৭১৭১ একর এর মধ্যে প্রায় ৪৩৫০ একর জমির ফসল বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি ও কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।
- বড়লিয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৯৩৮ একর এর মধ্যে প্রায় ১৪৭৫ একর জমির ফসল বন্যা, খরা ও কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।
- বড়উঠান ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩০৭১ একর এর মধ্যে প্রায় ১৫৭০ একর জমির ফসল বন্যা, খলা, জলাবদ্ধতা ও কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।
- জুলধা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৭২০ একর এর মধ্যে প্রায় ১১০০ একর জমির ফসল বন্যা, খরা ও কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।
- কুসুমপুরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৪৭০ একর এর মধ্যে প্রায় ১২৫০ একর জমির ফসল বন্যা, খরা ও কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।
- জিরি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৩১০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৪০০ একর জমির ফসল বন্যা, পাহাড়ী ঢল ও কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।

- দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৮৪০ একর এর মধ্যে প্রায় ৫২৫ একর জমির ফসল বন্যা, পাহাড়ী ঢল ও কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।
- ধল ঘাট ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৫২০ একর এর মধ্যে প্রায় ১২৪০ একর জমির ফসল বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা ও কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।
- শোভনদন্ডি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩২০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৯৮০ একর জমির ফসল বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা ও কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।
- আশিয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২০৩০ একর এর মধ্যে প্রায় ১১০০ একর জমির ফসল বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা ও কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।
- কাশিয়াইশ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৮৪২ একর এর মধ্যে প্রায় ১৭৯০ একর জমির ফসল বন্যা, পাহাড়ী ঢল ও কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।

গ) নদীঃ

পটিয়া উপজেলার পশ্চিম পাশ দিয়ে কর্ণফুলী নদী প্রবাহিত হয়েছে ।

ঘ.১ পুকুরঃ

পটিয়া উপজেলায় পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৩৮৩৩ টি । এছাড়াও পারিবারিকভাবে বেশ কিছু ছোট ছোট পুকুর রয়েছে। এলাকায় সাধারনত পুকুরে মাছ চাষ করা হয় । লোকজন গোসল করে থাকে, লোকজন কাপড় ধোওয়ায় পুকুরের পানি ব্যবহার করে । অনেক সময় পুকুরের পানি দিয়ে সবজী চাষের কাজ করে।

- খরনা ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২২৫ টি । ১ নং ওয়ার্ড-১৯ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২৭ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২৫ টি, 8 নং ওয়ার্ডে-২৬টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২৮ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩০ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২৩টি ।
- কচুয়াই ইউনিয়নেটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২০০ টি । ১ নং ওয়ার্ড-২৭ টি, ২নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২১ টি, 8 নং ওয়ার্ডে-২৪ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২০ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৭টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২১টি ।
- ভাটিখাইন ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৯৬ টি । ১ নং ওয়ার্ড-২০ টি, ২নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২১ টি, 8 নং ওয়ার্ডে-২২ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২০ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২২টি ।
- ছনহারা ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা ২৬৭ টি । ১ নং ওয়ার্ড-২৮ টি, ২নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৩০ টি, 8 নং ওয়ার্ডে-৩১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৩৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২১টি ।
- হাইদগাঁও ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৭০ টি । ১ নং ওয়ার্ড-১৮ টি, ২নং ওয়ার্ডে-১৯ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২১ টি, 8 নং ওয়ার্ডে-১১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৬ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২৮টি ।
- কেলিশহর ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৫০ টি । ১ নং ওয়ার্ড-১৬ টি, ২নং ওয়ার্ডে-১৯ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১৪ টি, 8 নং ওয়ার্ডে-১১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৭ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৬ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৬টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১২টি ।
- হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নটিতে পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২৫৫ টি । ১ নং ওয়ার্ড-২৬ টি, ২নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২৪ টি, 8 নং ওয়ার্ডে-২৮ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩১ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৮ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৬টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩৩টি ।
- কোলাগাঁও ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২৬০ টি । ১ নং ওয়ার্ড-২৮ টি, ২নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২৮ টি, 8 নং ওয়ার্ডে-২৮ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩১ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৮ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৬টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩৩টি ।
- জঙ্গলখাইন ইউনিয়নে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২০৫ টি । ১ নং ওয়ার্ড-২২ টি, ২নং ওয়ার্ডে-২১ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২০ টি, 8 নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১১ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৮ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২৯টি পুকুর রয়েছে।
- চরলক্ষা ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৩২০ টি । ১ নং ওয়ার্ড-৩২ টি, ২নং ওয়ার্ডে-৩৫ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৩০ টি, 8 নং ওয়ার্ডে-৩৬ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩৭ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩৮ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩৯ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৩২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২৯টি পুকুর রয়েছে ।
- চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১১২ টি । ১ নং ওয়ার্ড-১২ টি, ২নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১০ টি, 8 নং ওয়ার্ডে-১৬ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৭ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১১ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৯টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১০টি পুকুর রয়েছে
- শিকলবাহা ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২১০ টি । ১ নং ওয়ার্ড-২২ টি, ২নং ওয়ার্ডে-২১ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২০ টি, 8 নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২১ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৮ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২৯টি পুকুর রয়েছে।

- বড়লিয়া ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৮২ টি । । ১ নং ওয়ার্ড-২৮ টি, ২নং ওয়ার্ডে-১৯ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২৫ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৬ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২৮টি ।
- বড়উঠান ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১২০ টি । ১ নং ওয়ার্ড-১৩ টি, ২নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১৪ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৬ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৪টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১০টি ।
- জুলধা ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৬৫ টি । ১ নং ওয়ার্ড-১৮ টি, ২নং ওয়ার্ডে-১৯ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৬ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২০টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২১টি ।
- কুসুমপুরা ইউনিয়নে পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২১০ টি । ১ নং ওয়ার্ড-২০টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১৯ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১৮ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩১ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৮ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৬টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩০টি ।
- জিরি ইউনিয়নে পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১২০ টি । ১ নং ওয়ার্ড-২২ টি, ২নং ওয়ার্ডে-২১ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২০ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১১ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৮ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৪ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২০টি পুকুর রয়েছে।
- দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৫০ টি ১ নং ওয়ার্ড-১৬ টি, ২নং ওয়ার্ডে-১৯ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৭ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৬ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৬টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১২টি ।
- ধল ঘাট ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১২৫ টি । ১ নং ওয়ার্ড-৯ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৭ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১৬টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৮ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১০ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৭টি ।
- শোভনদন্ডি ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১০০ টি । ১ নং ওয়ার্ড-১৯ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৭ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১০ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১০টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৮ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১০ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৭টি ।
- আশিয়া ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৯৬ টি । ১ নং ওয়ার্ড-৯ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৭ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১২ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৯টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৮ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১০ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১০টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১৩টি ।
- কাশিয়াইশ ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১২০- টি । ১ নং ওয়ার্ড-২৯ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২৭ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৯টি, ৩৫ নং ওয়ার্ডে-৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৬ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৩০টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩২টি ।

(ঙ) খালঃ

পটিয়া উপলোয় মোট ৬০ টি খাল রয়েছে , যাহার ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

- খরনা ইউনিয়নের মোট ১ টি খাল রয়েছে । ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে খরনা খাল অবস্থিত ।
- কচুয়াই ইউনিয়নের মোট ২ টি খাল রয়েছে । ১, ৩, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে সিম্মায় খাল রয়েছে যা লম্বায় প্রায় ৮ কিঃমিঃ ও ৫, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে খরনা খাল রয়েছে যা লম্বায় প্রায় ৫ কিঃমিঃ ।
- ভাটিখাইন ইউনিয়নের মোট ৫ টি খাল রয়েছে । ১) ১, ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে চানখালী খাল রয়েছে যা লম্বায় প্রায় ৩ কিঃমিঃ ২) ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে শ্রীমেয় খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ৪ কিঃমিঃ ৩) ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে বগাছড়া খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ৩ কিঃমিঃ ৪) ১ ও ৩ নং ওয়ার্ডে বাকখালী খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ২ কিঃমিঃ ও ৫) ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে মরা খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ৩ কিঃমিঃ।
- ছনহারা ইউনিয়নের ১০ টি খাল রয়েছে । ১) ৩, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৩টি পরম আল্লাহ খাল রয়েছে যা লম্বায় প্রায় ২.৫ কিঃমিঃ ২) ১, ২ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ৪টি যোগীর খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ২ কিঃমিঃ ও ৩) ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে রেইদা খালী খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ১.৫ কিঃমিঃ ।
- হাইদগাঁও ইউনিয়নে ১ টি খাল রয়েছে । ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে মরা খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ২ কিঃমিঃ ।
- কেলিশহর ইউনিয়নের ২টি খাল রয়েছে । ২, ৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে নাগড়া খাল রয়েছে ও ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে সোনাইছড়ি খাল রয়েছে ।
- হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নের ৫ টি খাল রয়েছে । ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি বোয়ালিয়া খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ৬ কিঃমিঃ, ১, ২, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি চাঁনখালী খাল রয়েছেযা লম্বা প্রায় ৩ কিঃমিঃ ও ২, ৩ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি ব্রক্ষ্মচারী খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ৪ কিঃমিঃ ।
- কোলাগাঁও ইউনিয়নের মোট ২ টি খাল রয়েছে । ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে তেরী রয়েছে যা লম্বায় প্রায় ১কিঃমিঃ, ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে পলু খাল রয়েছে যা লম্বায় প্রায় ৩ কিঃমিঃ ও ৫, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে গরু খাল রয়েছে যা লম্বায় প্রায় ৩ কিঃমিঃ ।
- জঙ্গলখাইন ইউনিয়নের মোট ৩টি খাল রয়েছে । ১, ২, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি আলম খাল, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি কাজির খাল ও ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি চৌধুরী খাল রয়েছে ।
- চরলক্ষা ইউনিয়নে মোট ৩ টি খাল রয়েছে । ২, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি শিকলবাহা খাল, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি কেয়াছ নগর খাল ও ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি ডাঙ্গার চর খাল রয়েছে ।
- চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নের মোট ৪ টি খাল রয়েছে । ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ও ৮ নং ওয়ার্ডে রয়া খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ৯ কিঃমিঃ ।

- শিকলবাহা ইউনিয়নে মোট ৩ টি খাল রয়েছে। ১) ১, ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে শিকলবাহা খাল ২) ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে জুলধা খাল ও ৩) ৯ নং ওয়ার্ডে চরলক্ষা খাল রয়েছে।
- বড়লিয়া ইউনিয়নে ৪ টি খাল রয়েছে। ১, ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে কাজির খাল রয়েছে, ৯ নং ওয়ার্ডে কাটাখাল রয়েছে, ৮ নং ওয়ার্ডে কালা কাজির খাল রয়েছে ও ৩ নং ওয়ার্ডে বধুপুরা খাল রয়েছে।
- বড়উঠান ইউনিয়নে ১টি খাল রয়েছে। ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে তেল্লা পাড়া খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ২ কিঃমিঃ।
- জুলধা ইউনিয়নে ৪ টি খাল রয়েছে। ১, ২, ও ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি হাকিম খাল রয়েছে, ২, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি গঙ্গা খাল রয়েছে এবং ৩ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ডোনা খাল রয়েছে।
- কুসুমপুরা ইউনিয়নে ১ টি খাল রয়েছে। ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১টি টি গরুলোডা রয়েছে।
- জিরি ইউনিয়নে ১ টি খাল রয়েছে। ২, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত।
- দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে ২ টি খাল রয়েছে। ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি চান খালি খাল রয়েছে ও ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে কৃষ্ণখালী খাল রয়েছে।
- ধল ঘাট ইউনিয়নে ২ টি খাল রয়েছে। ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি চান খালি খাল রয়েছে ও ৩ ও ৭ নং ওয়ার্ডে হারজি খাল রয়েছে।
- শোভনদন্ডি ইউনিয়নে ২ টি খাল রয়েছে। ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি কাজির খাল রয়েছে, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে কৈয়ার খাল রয়েছে।
- আশিয়া ইউনিয়নে ৩ টি খাল রয়েছে। ১, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি চানখালী খাল রয়েছে, ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে আশিয়া খাল রয়েছে ও ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ব্রাক্ষ্মন খাল রয়েছে।
- কাশিয়াইশ ইউনিয়নে ৬ টি খাল রয়েছে। ১, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে ১ টি গরুলুট খাল রয়েছে, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি বচানখালী খাল রয়েছে, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি হরিদ খালী খাল রয়েছে, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি দারেক খাল রয়েছে, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি রাখাইন খাল রয়েচে ও ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি বসুর খাল রয়েছে খাল রয়েছে।

(ঙ)

ছড়াঃ

চট্টগ্রাম জেলায় পটিয়া উপজেলায় কোন ছড়া নেই।

(চ) বিলঃ

পটিয়া উপজেলায় কোন বিল নেই।

(ছ) হাওড়ঃ

পটিয়া উপজেলায় কোন হাওড় নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাসঃ

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাটি দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পন্ন উপজেলার মধ্যে অন্যতম । প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখিন হয় । বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় ও পাহাড়ী ঢলসহ বিভিন্ন আপদে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয় । ১৯৯১ ও ২০০৭ সালে পটিয়া উপজেলার উপর দিয়ে ঘূণিঝড় ও প্রবল বন্যা আঘাত করেছিল । এই ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় পটিয়া প্রায় সকল ইউনিয়নই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তবে ১২টি ইউনিয়নে ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন হয়েছিল । এই ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় গতি বেগ ছিল ঘন্টায় ২৩০-২৪৬ কিঃমিঃ । এই ঝড়ে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে লোক মরা যায় এবং কৃষি, মৎস্য, পশু-পাখি, গাছ-পালা এবং অবকাঠামোর ব্যাপকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছিল ।

পটিয়া উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় প্রায় ২০৪০ টি পুকুরের মাছ চাষিরা ক্ষতিগ্রস্থ, প্রায় ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতি গ্রস্থ, প্রায় ২২৪০০ একর জমির ফসল সম্পূর্ন ভাবে বিনষ্ট হয়, প্রায় ৮২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ব্যাপক ক্ষতি গ্রস্থ হয়, প্রায় ৬৮টি কালভাট, প্রায় ২৩টি ব্রীজ, প্রায় ৩৫৭০০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়ে ক্ষতি গ্রস্থ হয়, প্রায় ২৩৮০ টি নলকুপ ক্ষতি গ্রস্থ হয়, প্রায় ছোট-বড় ২৩৯০ টি দোকানের মালামাল ভেসে যাওয়া, প্রায় ১৫ মন্দিরের ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধিত হয়েছিল । এ সময় সরকারী, বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রতিষ্ঠান সহযোগীতায় এগিয়ে এসেছিল । তাছাড়া এলাকায় উদ্ধার কাজ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ, শুকনা খাবার বিতরণ, পুণর্বাসন ও অন্যান্য সহযোগীতা সহ আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করেছিল ।

দুর্যোগ ঘটার সময় এবং ক্ষতিগ্রস্থ খাত সমূহ

দুর্যোগের নাম	বছর	কোন কোন খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
১. বন্যা	প্রতি বছর	কৃষি ফসল, গাছ পালা, মৎস্য, মানব সম্পদ, গবাদিপশু ও অবকাঠামো
২. পাহাড়ী ঢল	প্রতি বছর	কৃষি ফসল, গাছ পালা, ঘর-বাড়ী, মৎস্য, গবাদি পশু
৩. কাল বৈশাখী ঝড়	প্রতি বছর	কৃষি ফসল, গাছ পালা, মৌসুমী ফল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও অবকাঠামো
৪. নদী ভাঙ্গন	বর্ষা মৌসুমে	কৃষি ফসল, গাছ পালা, ঘর বাড়ী বিলিন, মৎস্য, ভূমি বিলিন
৫. খরা	প্রতি বছর	কৃষি ফসল, মৎস্য, গাছ পালা, সুপেয় পানির অভাব
৬. জলাবদ্ধতা	বর্ষা মৌসুমে	কৃষি ফসল, মৎস্য,অবকাঠামো, পরিবেশ দূষণ, মানব দেহে রোগ বালাই সৃস্টি

২.২ উপজেলার আপদ সমূহ চিহ্নিত করণ ও অগ্রাধিকারকরণঃ

ক্র.নং	দুর্যোগের নাম	ক্র.নং	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দূর্যোগ
১	নদীভাঙ্গন	১	বন্যা
২	বন্যা	২	খরা
৩	খরা	৩	কাল বৈশাখী ঝড়
৪	কালবৈশাখী	৪	পাহাড়ী ঢল
৫	পাহাড়ী ঢল	৫	নদী ভাঙ্গন
৬	জলাবদ্ধতা	৬	জলাবদ্ধতা

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিস্তারিত বর্ননাঃ

১. বন্যাঃ

পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে। এখানে বন্যায় প্রায় ১২১৪০ একর ফসলি জমি প্লাবিত হয়, প্রায় ১২৫০ টি পুকুরের মাছ পানিতে ভেসে যায়, প্রায় ১৭৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ক্ষতি গ্রস্থ হয়, প্রায় ১৫৮০০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়ে ক্ষতি গ্রস্থ হয়, প্রায় ২১৫০০ টি নলকুপ ক্ষতি গ্রস্থ হয় । এখানে উল্লেখ্য যে, শ্রীমাই খাল এর নাব্যতা দিন দিন কমে যাওয়া এবং উপজেলা রক্ষা বাঁধ বা বেড়ি বাঁধ এর উচ্চতা কম হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যাচ্ছে । ভবিষ্যতে এভাবে চলতে থাকলে উপরে উল্লেখিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান বাপক পরিমানে বেড়ে যাবে ।

২.খরাঃ

পুটিয়া উপজেলায় শুস্ক মৌসুমে খরা দেখা যায়। এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নেই কম বেশী খরায় ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে এবং খাবার পানির অভাব দেখা দেয় । শুস্ক মৌসুমে পানি স্তর অতি মাত্রায় নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় বেশীর ভাগ নলকুপে পানির অভাব দেখা দেয় । ভবিষ্যতে সরকারী-বেসরকারীভাবে গভীর নলকুপ স্থাপন ও বনায়ন বৃদ্ধি করতে পারলে ঝুঁকির পরিমান কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব হবে ।

৩. কালবৈশাখী ঝড়ঃ

পুটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । জলবায়ু পরিবতনের ফলে প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । কাল বৈশাখী ঝড়ের ফলে এলাকায় প্রায় ৫৭৫০ একর ফসলী জমির ফসলের আংশিক এবং সম্পূর্ণ ক্ষতি সাধিত হয় । কাল বৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৮৪০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়, গাছ-পালা ভেঙ্গে বা উপড়ে ফেলে ও অবকাঠামোর আংশিক ক্ষতি গ্রস্থ হয় । এ অবস্থায় এলাকায় পরিকল্পনা মোতাবেক ও দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ী তৈরী না করলে ভবিষ্যতে এই ক্ষতির পরিমান আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে ।

৪.পাহাড়ী ঢলঃ

পটিয়া উপজেলাটি পাহাড়ী এলাকা হিসাবে পরিচিত না হলেও এই উপজেলায় বেশ কিছু ইউনিয়নেই পাহাড় রয়েছে । এ অবস্থায় প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢলে এলাকায় ঘরবাড়ী নষ্ট হয়, এলাকায় ফসলী জমির ফসল নষ্ট হয়, গাছ-পালা ক্ষতি হয়, রাস্তা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় । এখানে উল্লেখ্য যে, পাহাড়ের উপর বসবাসকারী লোকজন সচেতন না হওয়ায় অনেক সময় অতিবৃষ্টিতে পাহাড় ধ্বসে বসবাসকারীদের প্রাণ হানি ঘটে থাকে । ভবিষ্যতে অতিবৃষ্টিকালীন সময়ে তাদেরকে পাহাড় থেকে নেমে আনা বা অন্য স্থানে পুর্নবাসনের ব্যবস্তা না করতে পারলে পাহাড় ধ্বসের ক্ষতির পরিমান আরো তীব্র আকার ধারণ করে প্রাণহানীর আসংজ্কা রয়েছে ।

৫. নদী ভাঙ্গনঃ

পটিয়া উপজেলায় শ্রীমাই খাল প্রবাহিত হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে কিছু কিছু ইউনিয়ন যেমন, হাবিলাসদ্বীপ, কোলাগাঁও, বড়লিয়া ইউনিয়নে নদী ভাঙ্গন দেখা যায় । এ এলাকায় নদী ভাঙ্গনে প্রায় ৫৩৪০ একর ফসলী জমি নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হয়, প্রায় ৭৬০ টি উপকুলীয় পরিবারের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যায়, বেড়ী বাঁধ সংলগ্ন কিছু মৌসুমী মৎস্য খামারের ক্ষতি হয় । এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারী ভাবে শ্রীমাই খালের নাব্যতা হ্রাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করলে ভবিষ্যতে ঝুঁকির পরিমান হ্রাস পাবে ।

৬. জলাবদ্ধতাঃ

পটিয়া উপজেলাটি শ্রীমাই খাল নিকট বতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে থাকে । জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে মানুষের বিভিন্ন রোগ ব্যাধির প্রাদূর্ভাব দেখা দেয় এবং এলাকায় প্রায় ৪৩০৫ একর ফসলী জমি ক্ষতি হয় । জলবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে ভবিষ্যতে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া জরুরী ।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতাঃ

(ক) বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিদ্যামান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করতে জনগোষ্ঠী অসামর্থ হয়ে থাকে ।

(খ) সক্ষমতা বলতে প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং পরিবেশ ইত্যাদি সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থা সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে ।

কোন কোন এলাকার কি কি কারণে কি ভাবে বিপদাপন্নতা ঘটে নিম্নের ছকে দেখানো হলঃ

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
১. বন্যা	• শ্রীমাই খালের নাব্যতা না থাকা • চাহিদার তুলনায় কম ও দুর্বল বেঁড়ীবাঁধ • বেড়ী বাঁধের দু ধারে গাছ লাগানো না থাকা • দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ী নির্মান না করা	• শ্রীমাই খালের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ডেজিং করা • বাঁধের দু ধারে গাছ লাগানো • নতুন করে বেড়ীবাঁধ নির্মান বা পুরাতন বেড়ী বাঁধ সম্পূর্ণভাবে মেরামত এর মাধ্যমে মজবুত করা । • এলাকায় পরিকল্পিতভাবে দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ি নির্মান করা ।
২. খরা	• পর্যাপ্ত পরিমানে গাছ-পালা ও বনায়ন না থাকা • চাষাবাদের জন্য গভীর নলকুপের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম • ফসলের ক্ষতি হয় • সুপেয় খাবার পানির জন্য রেইন ওয়াটার হারবেস্টিং সিস্টেম ফিল্টার না থাকা	• বেশী পরিমানে গাছ-পালা রোপন ও বনায়ন সৃষ্টি করা • গভীর নলকুপ এর সংখ্যা বাড়ান • খরা সহনশীল ফসলের চাষাবাদ করা • সুপেয় খাবার পানির জন্য রেইন ওয়াটার হারবেস্টিং সিস্টেম ফিল্টার স্থাপনের ব্যবস্থা করা
৩. কাল বৈশাখী ঝড়	• দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ি নির্মান না করা • দুর্যোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ না থাকা • গাছ-পালা অতিমাত্রায় কেটে ফেলা • বসত-বাড়ীর চারপাশে ঝোপ-ঝাড় জাতীয় গাছপালা না থাকা • এলাকায় কাচা ল্যাট্রিনগুলো দুর্বল ভাবে নির্মান • গবাদি পশুর আবাস্থল দুর্বল ভাবে নির্মান • প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী/বেসরকারী ভাবে আশ্রয় কেন্দ্রর পরিমান কম	• দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ি নির্মান করা • দুর্যোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ করা • বেশী পরিমানে গাছ রোপন করা • বসত-বাড়ীর চারপাশে ঝোপ-ঝাড় জাতীয় গাছপালা রোপন করা • কাঁচা ল্যাট্রিনগুলো দুর্যোগ সহনশীল করে নির্মান করা • গবাদি পশূর আবাস্থল দুর্যোগ সহনশীল করে তৈরী করা • সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান
৪. পাহাড়ী ঢল	• ঘরবাড়িগুলি পাহাড়ী ছড়া ও পাহাড়ের পাদ দেশে নির্মান • লোকজন পাহাড়ী ঢল সম্পকে সচেতন না থাকা • ঘরবাড়ি গুলি মজবুত করে নির্মান না করা	• পাহাড় থেকে নিধারিত দূরত্বে ঘরবাড়ি নির্মান • ঘরবাড়ি গুলি দুর্যোগ সহনশীল করে তৈরী করা • পাহাড়ী ঢল সম্পকে লোকজনকে সচেতন করা ।
৫. নদী ভাঙ্গন	• নদী ভাঙ্গনের ফলে জনগণ সর্বশান্ত হয়ে যায় • দুর্বল বেড়ীবাঁধ • নদীর ধারে ব্যাপক বনায়ন না থাকা • যেখানে বেড়ীবাঁধ আছে তা প্রায় বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গা	• উপকূলীয় এলাকায় নিধারিত দূরত্বে ঘরবাড়ি নির্মান • বেড়ী বাঁধে মেরামতসহ বেশী করে গাছপালা লাগানোর সুযোগ আছে যা মাটিকে শক্ত করতে সাহায্য করবে • রাস্তার দুধারে গাছ রোপণ করা
৬. জলাবদ্ধতা	• ভারি বৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে • খাল ও ছড়া ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে • জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়	• দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা • খাল ও ছড়া খননের উদ্যোগ গ্রহন করা

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকাঃ

(খ) পটিয়া উপজেলাটি একটি দুর্যোগ পূর্ণ উপজেলা । উপজেলাটিতে কিছু কিছু এলাকা বিভিন্ন কারণে বেশী বিপদাপন্ন । ইউনিয়ন ভিত্তিক কোন কোন এলাকা সর্বাধিক বিপদাপন্ন এবং কেন বিপদাপন্ন, তাহা নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকা	বিপদাপন্নতার কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
বন্যা	• খরনা ইউনিয়নে ১, ২, ৩ ও ৭ নং ওয়ার্ড। • ভাটিখাইন ইউনিয়নে ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ড। • ছনহারা ইউনিয়নে ১, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড। • কেলিশহর ইউনিয়নে ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড। • হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড। • কোলাগাঁও ইউনিয়নে ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড • শিকলবাহা ইউনিয়নে ১, ৩, ৫, ৭ নং ওয়ার্ড • বড়লিয়া ইউনিয়নে ৪, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড। • জুলধা ইউনিয়নে ২, ৪, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড • কুসুমপুরা ইউনিয়নে ১, ৩, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড • জিরি ইউনিয়নে ১, ৪, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড • ধলঘাট ইউনিয়নে ৩, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড • কাশিয়াইশ ইউনিয়নে ১, ৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড • আশিয়া ইউনিয়নে ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড	• নদী ও খালের নাব্যতা না থাকা • চাহিদার তুলনায় কম ও দুর্বল বেঁড়ীবাঁধ • বেড়ী বাঁধের দু ধারে গাছ লাগানো না থাকা • দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ী নির্মান না করা	• প্রায় ৩৪৮৭০ টি পরিবার
খরা	• খরনা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • কচুয়াই ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • ভাটিখাইন ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • ছনহারা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • হাইদগাঁও ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড • কেলিশহর ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড	• পর্যাপ্ত পরিমানে গাছ-পালা ও বনায়ন না থাকা • চাষাবাদের জন্য গভীর নলকুপের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম • সুপেয় খাবার পানির জন্য রেইন ওয়াটার হারবেস্টিং সিস্টেম ফিল্টার না থাকা	• প্রায় ১৫৪০০ টি পরিবার

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকা	বিপদাপন্নতার কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
	• হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • কোলাগাঁও ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • জঙ্গালখাইন ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • চরলক্ষা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • শিকলবাহা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • বড়লিয়া ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • বড়উঠান ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • জুলধা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • কুসুমপুরা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • জিরি ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • ধল ঘাট ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • শোভনদন্ডি ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • আশিয়া ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • কাশিয়াইশ ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড		
কাল বৈশাখী ঝড়	• খরনা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • কচুয়াই ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • ভাটিখাইন ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • ছনহারা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • হাইদগাঁও ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড • কেলিশহর ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড	• দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ি নির্মান না করা • দুর্যোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ না থাকা • গাছ-পালা অতিমাত্রায় কেটে ফেলা • বসত-বাড়ীর চারপাশে ঝোপ-ঝড় জাতীয় গাছপালা না থাকা • এলাকায় কাচা ল্যাট্রিনগুলো দুর্বল ভাবে নির্মান • গবাদি পশুর আবাস্থল দুর্বল ভাবে নির্মান • প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী/বেসরকারী ভাবে আশ্রয় কেন্দ্রর পরিমান কম	• প্রায় ৩২১০০ টি পরিবার

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকা	বিপদাপন্নতার কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
	• কোলাগাঁও ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • জঙ্গালখাইন ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • চরলক্ষা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • শিকলবাহা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • বড়লিয়া ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • বড়উঠান ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • জুলধা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • কুসুমপুরা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • জিরি ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • ধল ঘাট ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • শোভনদন্ডি ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • আশিয়া ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • কাশিয়াইশ ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড		
পাহাড়ী ঢল	• হাইদগাঁও ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • কেলিশহর ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • চরলক্ষা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • শিকলবাহা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • কুসুমপুরা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • জিরি ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড	• ঘরবাড়িগুলি পাহাড়ী ও পাহাড়ের পাদ দেশে নির্মান • লোকজন পাহাড়ী ঢল সম্পকে সচেতন না থাকা • ঘরবাড়ি গুলি মজবুত করে নির্মান না করা	• প্রায় ১৮৫০০ টি পরিবার

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকা	বিপদাপন্নতার কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
	• ধল ঘাট ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • কাশিয়াইশ ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড		
নদী ভাঙ্গান	• চরপাখরঘাটা ইউনিয়নে ২, ৩, ৫, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়াড। • শিকলবাহা ইউনিয়নে ২, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড। • ধলঘাট ইউনিয়নে ১, ৩, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়াড • বড়উঠান ইউনিয়নে ১, ৩, ৫, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে	• নদী ভাঙ্গানের ফলে জনগণ সর্বশান্ত হয়ে যায় • দুর্বল বেড়ীবাঁধ • নদীর ধারে ব্যাপক বনায়ন না থাকা • যেখানে বেড়ীবাঁধ আছে তা প্রায় বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গা	• প্রায় ১৭৪০০ টি পরিবার
জলাবদ্ধতা	• কচুয়াই ইউনিয়নে ২, ৩, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড • হাইদগাঁও ইউনিয়নে সকল ১, ২, ৪, ৫ ও ৭ নং ওয়ার্ড • কেলিশহর ইউনিয়নে ৩, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড • হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে ২, ৪, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ড • কোলাগাঁও ইউনিয়নে ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড • চরলক্ষা ইউনিয়নে ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড • শিকলবাহা ইউনিয়নে ২, ৩, ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ড • বড়লিয়া ইউনিয়নে ২, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড • বড়উঠান ইউনিয়নে ১, ২, ৩ ও ৬ নং ওয়ার্ড • জুলধা ইউনিয়নে ২, ৪, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড • কুসুমপুরা ইউনিয়নে ৪, ৫ ও ৭ নং ওয়ার্ড • জিরি ইউনিয়নে ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড • ধল ঘাট ইউনিয়নে ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড • শোভনদন্ডি ইউনিয়নে ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড • কাশিয়াইশ ইউনিয়নে ৪, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড	• ভারি বৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে • খাল গুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে • জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়	• প্রায় ২৩৭০০ টি পরিবার

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহঃ

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহঃ

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
১। কৃষি	• উপজেলায় মোট কৃষি জমির পরিমান-৫৬১৩৪ একর। এই উপজেলাতে বড় ধরণের বন্যা বা জলোচ্ছাস হলে বা আঘত হানলে প্রায় ১২,১৪০ একর ফসলী জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও অন্যান্য রবিশস্য চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । • এই উপজেলায় হালদা নদীর ভাঙ্গনে প্রায় ৫৩৪০ একর ফসলি জমির ফসল ক্ষতি হওয়ার সম্ভানা রয়েছে । • উপজেলাটি প্রায় প্রতি বছরেই খরার কবলে পড়ে থাকে । ভবিষ্যতে বড় ধরণের খরা হলে প্রায় ৪৫৯০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি হতে পারে । • এই উপজেলায় প্রায় প্রতিনিয়তই পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে যাতে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ৪৩০৫ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে ।	• বেড়ীবাঁধ মেরামত করে শক্ত বা মজবুত করা • পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা • আমন ধানের চারা উৎপাদনে বৃষ্টির পানি ব্যবহার • জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা • খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা • খাড়া ধান গাছ গুলি মাটিতে চেপে দেয়ার ব্যবস্থা করা
২। মৎস্য	• এই উপজেলায় বড় ধরণের জলোচ্ছাস হলে প্রায় ১৭৪০ টি পুকুরের মাছ পানিতে ভেসে যায় । • এই উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই কম বেশী বন্যা ও জলাবদ্ধতায় প্রায় ৯৬০ টি পুকুরের মাছ ভেসে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে	• পুকুরের পাড় উচু করণ • বাঁধ মেরামত ও মজবুত করতে হবে • মৎস্য চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করতে হবে • তিন স্তর বিশিষ্ট মৎস্য চাষ করা • বন্যা ও জলাবদ্ধতার সময় জাল বেষ্টিত রাখা • মাছের বাজার জাত উন্নতকরণ
৩। পশুসম্পদ	• পটিয়া উপজেলায় বন্যা, কালবৈশাখীঝড় ও জলোচ্ছাস হলে প্রায় ২৫৫০০টি গরু, প্রায় ২৯৭০০ টি ছাগল, প্রায় ১৭৫০ টি ভেড়া, মধ্যে ৯০৪০০টি মুরগী, প্রায় ৪৫৫০০ টি হাঁসসহ অন্যান্য বন্য পশুপাখী ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এতে প্রায় ৩৮৫০০টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।	• মাটির কিল্লা নির্মান করা • পশুর টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করা • গবাদী পশুর আবাস্থল দুর্যোগ সহনশীল করে তৈরী করা • গবাদী পশুর রোগ ব্যাধি ও চিকিৎসা সম্পর্কে লোকজনকে সচেতন করা • গবাদী পশুর খাদ্য প্রক্রিয়া জাত করণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা
৫। জীবিকা	• পটিয়া উপজেলায় বন্যার কারনে প্রায় ৩৮০০ জন মৎস্যজীবি ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • উপজেলায় শুস্ক মৌসুমে অর্থাৎ বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাসের প্রচন্ড তাপদাহ অথাৎ খরায় প্রায় ১,৫০,০০০ কৃষিজীবি ও প্রায় ৮৮০০০ জন দিন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় । • বন্যার কারণে ২৯০৫০০ জন কৃষিজীবির প্রায় ১১০০০০ জন দিন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় । • পাহাড়ী ঢলের কারণে প্রায় ৪৫০০০ কৃষিজীবি ও ৩৫০০০ জন দিন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় ।	• টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডের উপরে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা • মহিলাদের জন্য বসতবাড়ীরতে আয়ের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা • বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী/বেসরকারীভাবে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা • ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে সমিতির মাধ্যমে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা • সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা
৬। গাছ পালা	• কাল বৈশাখী ঝড়ে এলাকায় প্রায় ৭৪৩০ টি নার্সারীর চারা গাছের ক্ষতি	• বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপন করার

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ● পাহাড়ী ঢলে এলাকায় ১০৭০টি নার্সারীর চারা গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ● এলাকায় বন্যায় ব্যাপক পরিমানে গাছপালা ধ্বংস হয় ও গাছ-পালা ভেসে যায় এবং প্রায় ৫৯৫ টি নার্সারীর চারা গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা ● পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ● অবৈধ্যভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করা জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন ও প্রয়োগ করা ● এলাকা ভিত্তিক সামাজিক বনায়ন বৃদ্ধি করা ● বেশী বেশী গাছ লাগানোর জন্য এলাকা বাসীকে উদ্বুদ্ধ করা
৭। ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো	● পটিয়া উপজেলায় ১৯৯১ সালে মত কালবৈশাখী ঝড় হলে প্রায় ১৭৬ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি ১৪৫ কিঃমিঃ, ১৩৬ টি কাল ভার্ট, প্রায় ১৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রায় ১২ টি মন্দির, প্রায় ২৪ টি হাটবাজার ও প্রায় ৯টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ● বন্যায় এলাকায় হলে প্রায় ৭৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি ৯২ কিঃমিঃ প্রায় ১৩৫০০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়, প্রায় ১৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রায় ৭টি হাটবাজার প্লাবিত হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ● কাল বৈশাখী ঝড়ে এলাকায় প্রায় ৪৪ কিঃমিঃ বিদ্যুৎ লাইনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	● রাস্তা উঁচু ও পাকা করা ● প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মান করা ● পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেন্টার নির্মান করা ● আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান করা ● নতুন অবকাঠামো দুর্যোগ সহনশীল করে নির্মান করা ● ঘরবাড়ি দুর্যোগ সহনশীল করে নির্মান করা ● বাড়ির আশেপাশে বেশী বেশী গাছ লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা

২.৭ সামাজিক মানচিত্রঃ

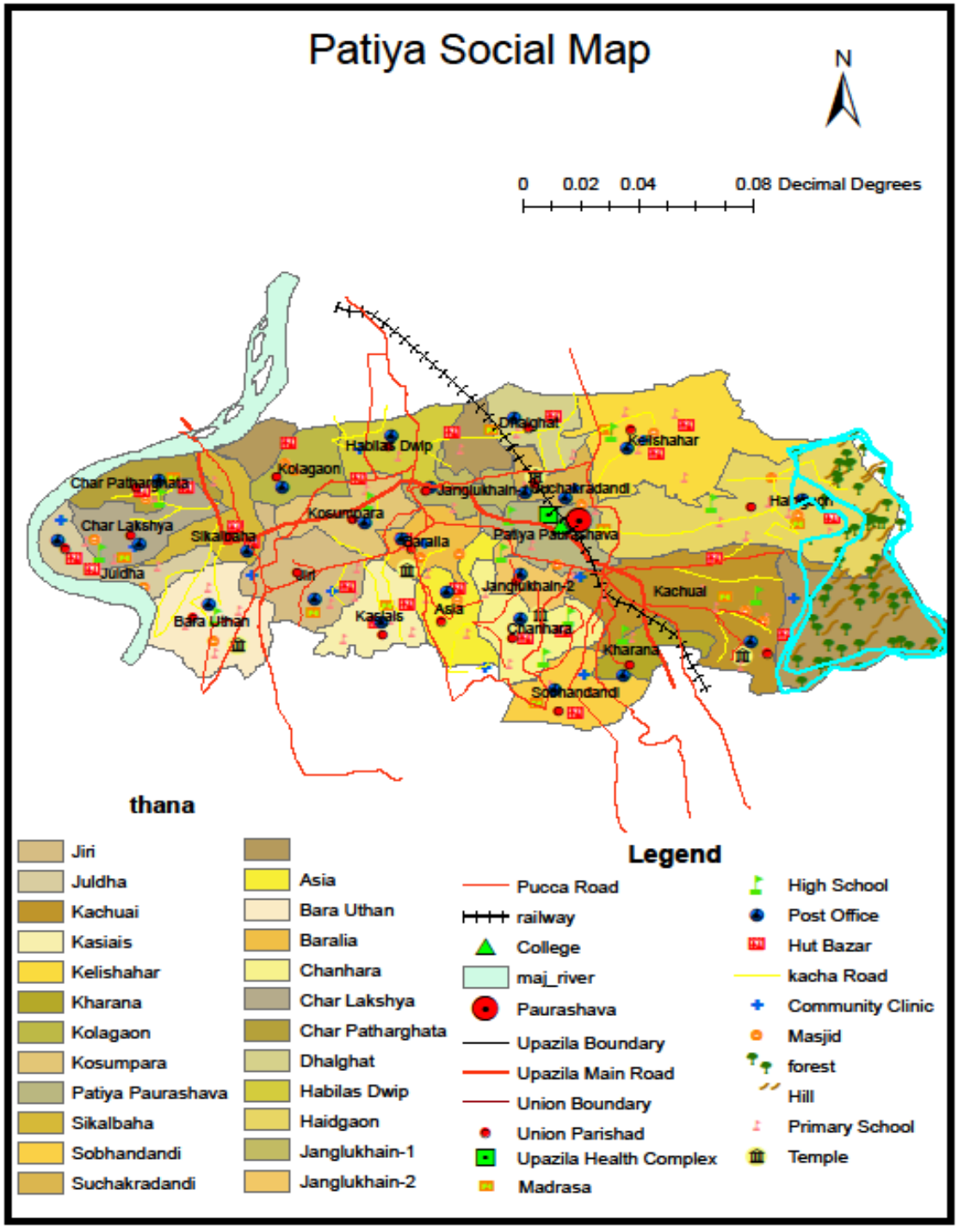

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্রঃ

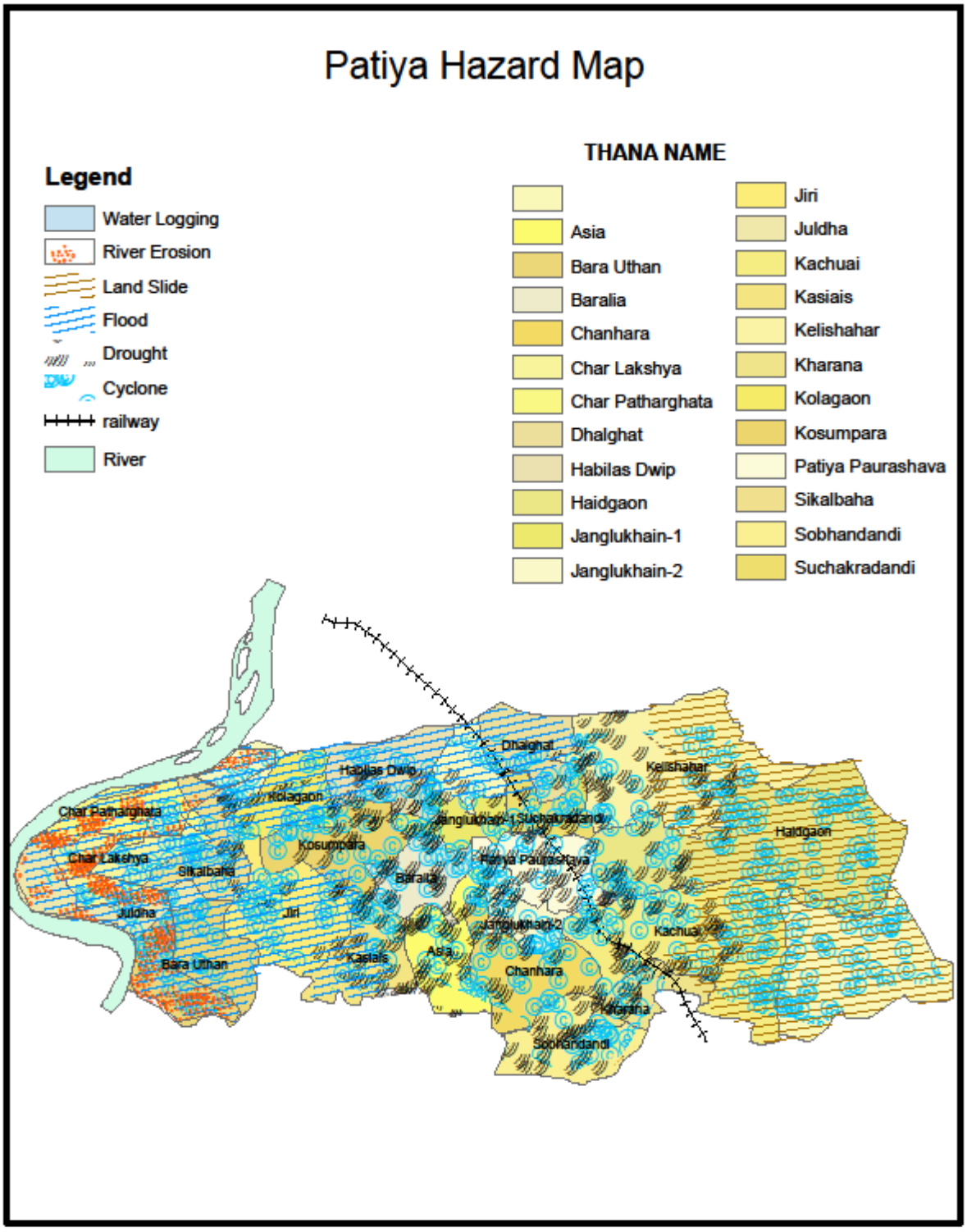

২.৯ আপদ মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

উপজেলা আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্র.নং	আপদ সমূহ	মাসের নাম											
		বৈশাখী	জৈষ্ঠ্য	আষাড়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	বন্যা												
২	খরা												
৩	কাল বৈশাখী ঝড়												
৪	পাহাড়ী ঢল												
৫	নদী ভাঙ্গন												
৬	জলাবদ্ধতা												

দিনপঞ্জি বিশ্লেষণঃ

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাটি একটি দুর্যোগ প্রবন এলাকা হিসাবে পরিচিত। এই উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ চল কালে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, এলাকায় বন্যা, পাহাড়ী ঢল, কাল বৈশাখী ঝড়, নদী ভাঙ্গন, খরা ও জলাবদ্ধতা আপদ বিদ্যমান রয়েছে। উপরে রেখা চিত্রের (দিনপঞ্জি) মাধ্যমে আপদ গুলির ঘটার সময় দেখানো হয়েছে। রেখা চিত্রের আলোকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলঃ

- বন্যাঃ পটিয়া উপজেলাটি কর্ণফুলী নদীর শাখা শ্রীমাই খালের তীরবতী ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা ঘটে থাকে। এখানে আপদ গুলির মধ্যে বন্যা অন্যতম। সাধারনত আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত বন্যা হয়ে থাকে।
- পাহাড়ী ঢলঃ এলাকায় স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, উপজেলাটির কিছু ইউনিয়নে পাহাড়ী এলাকা রয়েছে। এই এলকাকায় বর্ষা মৌসুমে প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে এবং এলাকার ক্ষতি সাধন করে থাকে। সাধারনত আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত এলাকায় পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি করে থাকে।
- কাল বৈশাখী ঝড়ঃ স্থানীয় লোকজনের সংঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, কাল বৈশাখী ঝড় একটি প্রাকৃতিক আপদ, যাহা প্রায় প্রতি বছর এলাকায় হয়ে থাকে। ফলে এলাকায় ব্যাপক ভাবে ক্ষতি সাধন হয়। এটি সাধারনত বৈশাখ থেকে জৈষ্ঠ্য মাস পযন্ত কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে।
- নদী ভাঙ্গনঃ পটিয়া উপজেলায় চরপাথরঘাটা, শিকলবাহা, বড়উঠান ও ধলঘাট ইউনিয়নে নদী ভাঙ্গন একটি বড় প্রাকৃতিক আপদ হিসাবে পরিচিত। এটি প্রতি বছর বসতবাড়ি ও ফসলী জমি ভেঙ্গে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এটি সাধারনত আষাঢ় মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত অবকাঠামোসহ ক্ষতি সাধন করে থাকে।
- খরাঃ এলাকা থেকে জানা য়ায় যে, এলাকায় শুস্ক মৌসুমে খরা একটি আপদ যাহা প্রাকৃতিক সৃষ্টি। প্রতি বছর এই এলাকায় খরা ফসলী জমি সহ অন্যান্য জমির প্রচুর পরিমানে ফসলের ক্ষতিসহ সুপেয় খাবার পানির সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। খরা সাধারনত চৈত্র, বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- জলাবদ্ধতাঃ এলাকায় স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, উপজেলাটির অনেকাংশে ইউনিয়নগুলো নিচু হওয়ায় জলাবদ্ধতার সম্মুখিন হয়ে থাকে। এই উপজেলায় যে সব খাল ও ছড়া রয়েছে সে গুলো প্রায় ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢলের ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং ক্ষতি সাধন করে থাকে।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

উপজেলা জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্র. নং	জীবিকা	মাসের নাম											
		বৈশাখী	জৈষ্ঠ্য	আষাড়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	কৃষক												
২	মৎসজীবি												
৩	ব্যবসায়ী												
৪	ভটভটি,ভ্যান চালক												
৫	দিন মজুর												

২.১১ জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতাঃ

প্রধান জীবিকা সমূহ এবং আপদ/দুর্যোগ সমূহে কি কি সমস্যা সৃষ্টি করে তা নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলঃ

ক্র. নং	জীবিকা সমূহ	আপদ/দুর্যোগ সমূহ					
		বন্যা	পাহাড়ী ঢল	কাল বৈশাখী ঝড়	নদী ভাঙ্গন	খরা	জলাবদ্ধতা
১	কৃষি						
৩	প্রানী সম্পদ						
৪	ব্যবসায়ী						
২	মৎস্য						
৬	দিন মজুর						
৫	ভটভটি, ভ্যান চালক						

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননাঃ

(ক) উপজেলার চিহ্নিত আপদ দ্বারা কোন কোন খাত সমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হয় তার বিবরণঃ

পটিয়া উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের আপদসমূহ চিহ্নিতকরণ, বিপদাপন্ন খাত এবং এলাকাসমূহ নির্ধারণের পর আপদসমূহের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করণ ও তালিকা প্রস্তুতসহ বর্ননা নেয়া হয়েছে। কৃষক, মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ী এই তিনটি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে তিনটি দলে (প্রতি দলে ছয় জন করে) মোট ১৮ জন প্রতিনিধি নিয়ে পৃথকভাবে প্রতিটি দলের বর্ণনাকৃত ঝুঁকিসমূহের মূল্যায়ন করে অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকিসমূহের ওপর ভোটাভুটির মাধ্যমে ঝুঁকির অগ্রাধিকারকরণ করা হয়েছে। তিনটি দলের অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকিসমূহকে একত্রিত করে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার আলোকে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্তির ক্রমানুযায়ী ঝুঁকির তালিকা থেকে ঝুঁকি নিয়ে এবং তার কারণ বিশ্লেষণ করাসহ স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকিসমূহ নিম্নে দেখানো হয়েছে।

উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিত করণ

আপদ সমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান সমূহ					
	ফসল	মৎস সম্পদ	ঘরবাড়ী	রাস্তাঘাট	পয়ঃনিস্কাশন	স্বাস্থ্য
বন্যা						
খরা						
কাল বৈশাখী ঝড়						
পাহাড়ী ঢল						
নদী ভাঙ্গন						
জলাবদ্ধতা						

খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননাঃ

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
কৃষি	বন্যা	পটিয়া উপজেলায় ১৯৯১ সালেরমত বন্যা হলে খরনা ইউনিয়নে -১৭৩০ একর জমির মধ্যে প্রায় ১০২০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । কাচুয়াই ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি প্রায় ৩২০০ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায় ২০৬০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । ভাটিখাইন ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৩৩২৯ একর এর মধ্যে প্রায় ২১৫০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । ছনহরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৯৭৬ একর এর মধ্যে প্রায় ১৪৫০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । হাইদগাঁও ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৫৪৫১ একর এর মধ্যে প্রায় ৩১৮০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । কেলিশহর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৮১৬ একর এর মধ্যে প্রায় ১৩৯৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১২৩৯ একর এর মধ্যে প্রায় ৯৪০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । কোলাগাঁও ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৬৯২ একর এর মধ্যে প্রায় ১৪৮৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । জঙ্গালখাইন ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৪৭২ একর এর মধ্যে প্রায় ৭৯৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । চরলক্ষা ইউনিয়নে মোট ৩৭০৫ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায়-১৮৫০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । শিকলবাহা ইউনিয়নে মোট ৭১৭১ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায়-৪৩৫০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে । বরলিয়া ইউনিয়নে মোট

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		ফসলী জমির পরিমান প্রায় ৭১৭১ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায়-৪৩৫০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে । বড়উঠান ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায় ৩০৭১ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায়-১৫৭০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে । জুলধা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায় ১৭২০ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায়-১১০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে । কুসুমপুরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায় ২৪৭০ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায়-১২৫০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে । জিরি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায় ২৩১০ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায়-১৪০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে । দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায় ৮৪০ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায়-৫২৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে । ধলঘাট ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায় ২৫২০ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায়-১২৪০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে । শোভনদন্ডি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায় ৩২০০ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায়-১৯৮০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে । আশিয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায় ২০৩০ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায়-১১০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে । কাশিয়াইশ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায় ২৮৪২ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায়-১৭৯০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে ও চরপাথরঘাটা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায় ২০৪০ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায়-১২৯০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে ।
মৎস্য সম্পদ	বন্যা	পটিয়া উপজেলায় ১৯৯১ সালের মত বন্যা হলে খরনা ইউনিয়নে ২২৫ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৪২ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ২২০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । কাচুয়াই ইউনিয়নে ২০০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১২৬ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ১৬৮ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । ভাটিখাইন ইউনিয়নে ১৯৬ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১২৬ টি পুকুর ডুবে যায় এতে প্রায় ১২০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পর রোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । ছরহরা ইউনিয়নে ২৬৭ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৯০ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ২১০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । হাইদগাঁও ইউনিয়নে ১৭০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৩৪ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ১৭৫ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । কেলিশহর ইউনিয়নে ১৫০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৯২ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ৭৯ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে ২৫৫ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৬৮ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ১০৬ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । কোলাগাঁও ইউনিয়নে ২৬০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১২৭ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ১০০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । জঙ্গলখাইন ইউনিয়নে -২০৫ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১২০ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ৯২ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । চরপাথরঘাটা ইউনিয়নে -১৯২ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১০০ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ১১০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । শিকলবাহা ইউনিয়নে ২১০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১২৩টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ৯৮ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । বরলিয়া ইউনিয়নে ১৮২ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১২০ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ৮৮ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । বড়উঠান ইউনিয়নে ১২০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৯০টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ৭৬ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । জুলধা ইউনিয়নে ১৬৫ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৭৯ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ৫৮ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । কুসুমপুরা ইউনিয়নে ২১০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৪৮টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ১১০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । জিরি ইউনিয়নে ১২০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৮০টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ৭৩ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে ১৫০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৭৮টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ৬০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । ধলঘাট ইউনিয়নে ১২৫ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৯৬টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ১০০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		শোভনদন্ডি ইউনিয়নে ১০০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৮৫টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ৭৬ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । আশিয়া ইউনিয়নে ৯৬ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৬৮টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ৮৪ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ও কাশিয়াইশ ইউনিয়নে ১২০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৯৮টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ৯০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
স্বাস্থ্য	বন্যা	পটিয়া উপজেলায় বন্যা হলে চরপাথরঘাটা, ধলঘাট, কাশিয়াইশ, শিকলবাহা, চরলক্ষা, কোলাগাঁও, ভাটিখাইন, বরলিয়া ও ছরহরা ইউনিয়নে বেশি পরিমানে ক্ষতি করে থাকে এবং পানি বাহিত রোগ হয়ে মানব দেহের বিভিন্ন ক্ষতি সাধন করে থাকে । বন্যা হলে উক্ত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য সেবার কেন্দ্রগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি সাধিত হয় ।
রাস্তাঘাট	বন্যা	পটিয়া উপজেলায় ১৯৯১ সালের মত বন্যা হলে এলাকায় প্রায় ১১০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি প্রায় ৯৬ কিঃমিঃ রাস্তা (খরনা ইউনিয়নে প্রায় ৫ কিঃ মিঃ কাঁচা ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৪ কিঃমিঃ, কাচুয়াই ইউনিয়নে প্রায় ৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৫ কিঃমিঃ, ভাটিখাইন ইউনিয়নে ৫ কিঃ মিঃ কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৬ কিঃমিঃ, ছনহরা ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৬ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৩.৫ হাইদগাঁও ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৩ কিঃ মিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৪ কিঃমি, কেলিশহর ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৫ কিঃ মিঃ কাঁচা ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ২ কিঃমি, হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৫ কিঃ মিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৩ কিঃমি, কোলাগাঁও ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৪ কিঃ মিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায়৩.৫ কিঃমি, জঙ্গালখাইন ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৫ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৪ কিঃমিঃ, চরলক্ষা ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৫ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৩ কিঃমিঃ, চরপাথরঘাটা ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৪.৫ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৩.৫ কিঃমিঃ, শিকলবাহা ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৫ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৪ কিঃমিঃ, বরলিয়া ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৬ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৪ কিঃমিঃ, বড়উঠান ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৪.৫ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৩ কিঃমিঃ, জুলধা ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৫ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৪ কিঃমিঃ, কুসুমপুরা ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৬ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৫ কিঃমিঃ, জিরি ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৭ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৬ কিঃমিঃ, দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৫ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৪ কিঃমিঃ, ধলঘাট ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৭ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৫ কিঃমিঃ, শোভনদন্ডি ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৫ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৪ কিঃমিঃ, আশিয়া ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৬ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৩ কিঃমিঃ ও কাশিয়াইশ ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ৪ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা ৫ কিঃমিঃ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
ঘরবাড়ী	বন্যা	পটিয়া উপজেলাতে চরপাথরঘাটা, ধলঘাট, কাশিয়াইশ, শিকলবাহা, চরলক্ষা, কোলাগাঁও, ভাটিখাইন, বরলিয়া, জিরি, জঙ্গালখাইন ও ছরহরা ইউনিয়ন গুলোতে ঘড়বাড়ি বেশী পরিমানে ক্ষতি সাধন করে থাকে । বিশেষ করে কাঁচা ঘরবাড়িগুলো বেশী পরিমানে ক্ষতি করে থাকে । এই উপজেলাতে মোট কাঁচা ঘরবাড়ির পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৫৬৫২৪ টি । বন্যা হলে প্রায় সব কাঁচা ঘরবাড়ির বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।
পয়ঃনিস্কাশন	বন্যা	পটিয়া উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা প্রায় ৯৭৫০০ টি। এর মধ্যে পাকা পায়খানা প্রায়-৫৬৭৪২ টি এবং কাঁচা পায়খানা প্রায়-৫৬৫২৪ টি। মাঠ পর্যায়ের তথ্য মতে চরপাথরঘাটা, ধলঘাট, কাশিয়াইশ, শিকলবাহা, চরলক্ষা, কোলাগাঁও, ভাটিখাইন, বরলিয়া, জিরি, জঙ্গালখাইন ও ছরহরা ইউনিয়নগুলোতে বিভিন্ন দূর্যোগের সময়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।
কৃষি	পাহাড়ী ঢল	পটিয়া উপজেলায় বর্ষা মৌসুমে বড় ধরণের পাহাড়ী ঢল হলে ভাটিখাইন ইউনিয়ন প্রায় ৬৪২ একর ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয় । হাইদগাঁও ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলে প্রায় ৬৪০ একর ফসলী জমি ক্ষতি হয়ে থাকে । কেলিশহর ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলে প্রায় ৫৯০ একর ফসলী জমি ক্ষতি হয়ে থাকে । চরপাথরঘাটা ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলে প্রায় ৬৪৮ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে । শিকলবাহা ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলে প্রায় ৬৫০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে । ধলঘাট ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলে প্রায় ৬৪৫ একর জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাক । বড়উঠান ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলে প্রায় ৬৯০ একর জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে । শোভনদন্ডি ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলে প্রায় ৬৪২ একর জমির ফসল পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি হয়ে থাকে ও হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে প্রায় ৬৫০ একর জমির ফসল ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাক ।
ঘরবাড়ী	পাহাড়ী ঢল	পটিয়া উপজেলায় পাহাড় বিশিষ্ট উপজেলা না হলে কিছু কিছু ইউনিয়নে পাহাড় রয়েছে যা বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢল হলে প্রায় ১৬৫০০টি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে ।
		পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে মৎস্য সম্পদের ক্ষতি করে থাকে ।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
মৎস্য সম্পদ	পাহাড়ী ঢল	পাহাড়ী ঢল হলে ভাটিখাইন ইউনিয়নে ২৬৩০. টি পরিবারের ৬৯৭ জন মৎস্য জীবির মধ্যে প্রায় ৪৩০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। হাইদগাঁও ইউনিয়নে ৪১২০ টি পরিবারের ১২০৯ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৬৫৮. জন মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । চরপাথরঘাটা ইউনিয়নে ৮৫৯৭ টি পরিবারের ১৫৪৮ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৮৩২ জন মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । শিকলবাহা ইউনিয়নে ৯৪৪৫ টি পরিবারের ১৮৬৬ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৫৪৮ জন মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । ধলঘাট ইউনিয়নে ৩৯২১ টি পরিবারে ৯৮০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে ৩৩২ জন মৎস্যজীবির বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । বড়উঠান ইউনিয়নে ৬৯৩০ টি পরিবারের ১২৪৬ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৯২০ জন মৎস্যজীবির পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। শোভনদন্ডি ইউনিয়নে ৫০৫৭টি পরিবারের ১৬৫০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৪৫৫ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে ৫৭৪০টি পরিবারের ৯৭৬ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৪৩১ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। জুলধা ইউনিয়নে৪০৬০টি পরিবারের ৭৬০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৩২৮ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।
কৃষি	কাল বৈশাখী ঝড়	পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর কাল বৈশাখী ঝড়ে অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে। কাল বৈশাখী ঝড়ে খরনা ইউনিয়নে ১৭৩০ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৯৮ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। কাচুয়াই ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৩২০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৪০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন করে থাকে। ভাটিখাইন ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৩৩২৯ একর এর মধ্যে প্রায় ২৮০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে। ছনহরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৯৭৬ একর এর মধ্যে প্রায় ২৯৪ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি সাধন করে থাকে হাইদগাঁও ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৫৪৫১ একর এর মধ্যে প্রায় ৩০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে। কেলিশহর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৮১৬ একর এর মধ্যে প্রায় ২৯০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি সাধন করে থাকে। হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১২৩৯ একর এর মধ্যে প্রায় ১৯০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে। কোলাগাঁও ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৬৯২ একর এর মধ্যে প্রায় ২৮৬ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। জঙ্গলখাইন ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৪৭২ একর এর মধ্যে প্রায় ১৮০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন করে থাকে। চরলক্ষা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৭০৫ একর এর মধ্যে প্রায় ৩৪৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন করে থাকে। শিকলবাহা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৭১৭১ একর এর মধ্যে প্রায় ৩২০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি হয়ে থাকে। বরলিয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৯৩৮ একর এর মধ্যে প্রায় ২৭০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে। বড়উঠান ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩০৭১ একর এর মধ্যে প্রায় ২৯৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে। জুলধা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৭২০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৭০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে। কুসুমপুরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৪৭০ একর এর মধ্যে প্রায় ৩০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে। জিরি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৩১০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৮৬ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে। দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৮৪০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৬০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে। ধলঘাট ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৫২০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৮০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে। শোভনদন্ডি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩২০০ একর এর মধ্যে প্রায় ৩৭০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে। আশিয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৯০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৭০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে ও কাশিয়াইশ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৮৪২ একর এর মধ্যে প্রায় ২৯০ একর জমির আমন,

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে ।
ঘরবাড়ী	কাল বৈশাখী ঝড়	পটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নে প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এ উপজেলাটি কণফুলী নদীর তীরবতী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এই উপজেলায় সকল ইউনিয়নে মোট কাঁচা ঘরবাড়ীর সংখ্যা প্রায় ৫৬৫২৪ টি পরিবারে । কাল বৈশাখী ঝড়ে এতে প্রায় ৩২৪৯০টি কাঁচা ঘরবাড়ির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
কৃষি	নদী ভাঙ্গন	পটিয়া উপজেলায় কণফুলী নদী প্রবাহিত হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে কিছু ইউনিয়ন কিছু ইউনিয়নে ৫৩৪০ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ২২৩০ জমির ফসল ও জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় । তাই পটিয়া উপজেলায় নদী ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা জরুরী ।
মৎস্য সম্পদ	নদী ভাঙ্গন	পটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নের কিচু ইউনিয়নগুলোতে প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে মৎস্যখাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে প্রায় ১২৫০ টি মৎস্য খামারে মৎস্য চাষীদের নদী ভাঙ্গানের কবলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে । তাই মৎস্য সম্পদকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা অতিব জরুরী ।
ঘরবাড়ী	নদী ভাঙ্গন	পটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নের কিছু ইউনিয়নগুলোতে বর্ষা মৌসুমে ১৬৫০০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৮৫০০ টি পরিবার নদী ভাঙ্গানের কবলে পড়ে যা মারাত্ব ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয় যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে ।
কৃষি	খরা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চট্টগ্রাম জেলার পুটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নে প্রায় প্রতি বছরই খরার কবলে পড়ে থাকে । প্রচন্ড খরার ফলে খরনা ইউনিয়নে ১৭৩০ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৯৮ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । কাচুয়াই ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৩২০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৭০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন করে থাকে । ভাটিখাইন ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৩৩২৯ একর জমির মধ্যে প্রায় ৩০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে । ছনহরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৯৭৬ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৮০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি সাধন করে থাকে । হাইদগাঁও ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৫৪৫১ একর জমির মধ্যে প্রায় ৩৪০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে । কেলিশহর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৮১৬ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৭৬ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি সাধন করে থাকে । হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১২৩৯ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৫০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে । কোলাগাঁও ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ১৬৯২ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৮০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । ফহেপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৮০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৩৬ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন করে থাকে । জঙ্গলখাইন ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়- ১৪৭২ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৮০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন করে থাকে । চরলক্ষা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৭০৫ একর জমির মধ্যে প্রায় ৩১০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি হয়ে থাকে । শিকলবাহা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৭১৭১ একর জমির মধ্যে প্রায় ৩৯০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে । বরলিয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৯৩৮ একর জমির মধ্যে প্রায় ২২৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে । বড়উঠান ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩০৭১ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৯৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে । জুলধা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-১৭২০একর জমির মধ্যে প্রায় ২২০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে । কুসুমপুরা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৪৭০ একর জমির মধ্যে প্রায় ১২৫০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে । জিরি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৩১০ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৬০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে । দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৮৪০ একর জমির মধ্যে প্রায় ১৭০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে । ধলঘাট ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৫২০ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৭৬ একর

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে। শোভনদন্ডি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩২০০ একর জমির মধ্যে প্রায় ৩০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে। আশিয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২০৩০ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৮০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে ও কাশিয়াইশ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৮৪২ একর জমির মধ্যে প্রায় ২০৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে।
কৃষি	জলাবদ্ধতা	পটিয়া উপজেলাটি কর্ণফুলী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে থাকে। জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে চরলক্ষা ইউনিয়নে মোট ২৭৬০ একর জমির মধ্যে প্রায় ১১৫ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে। জুলধা ইউনিয়নে মোট ১৭২০ একর জমির মধ্যে প্রায় ১০০ একর জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে। বড়উঠান ইউনিয়নে মোট ৩০৭১ একর জমির মধ্যে প্রায় ৯৭ একর জমির ফসল জলাবদ্ধতায় ক্ষতি হয়ে থাকে। শিকলবাহা ইউনিয়নে মোট ৭১৭১ একর জমির মধ্যে প্রায় ৩২০ একর জমির ফসল জলাবদ্ধতায় ক্ষতি হয়ে থাকে। হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে মোট ১২৩৯ একর জমির মধ্যে প্রায় ১১০ একর জমির ফসল জলাবদ্ধতায় ক্ষতি হয়ে থাকে। ধলঘাট ইউনিয়নে মোট ২৫২০ একর জমির মধ্যে প্রায় ২০০ একর জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে। ভাটিখাইন ইউনিয়নে মোট ৩৩২৯ একর জমির মধ্যে প্রায় ১৯০ একর জমির ফসল জলাবদ্ধতায় ক্ষতি হয়ে থাকে ও জিরি ইউনিয়নে মোট ২৩১০ একর জমির মধ্যে প্রায় ২০০ একর জমির ফসল জলাবদ্ধতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। জলবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে ভবিষ্যতে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া জরুরী।
মৎস্য সম্পদ	জলাবদ্ধতা	পটিয়া উপজেলাটি কর্ণফুলী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। জলাবদ্ধতার ফলে চরলক্ষা ইউনিয়নে মোট ৩২০টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১১০ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে। জুলধা ইউনিয়নে মোট ১৬৫ পুকুরের মধ্যে প্রায় ৮৫ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে। বড়উঠান ইউনিয়নে মোট ১২০টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৫৮ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে। শিকলবাহা ইউনিয়নে মোট ২১০টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৮৬ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে। হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে মোট ২৫৫টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৩২ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে। ধলঘাট ইউনিয়নে মোট ১২৫টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৭৪ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে। ভাটিখাইন ইউনিয়নে মোট ১৯৬টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৬৫টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে ও জিরি ইউনিয়নে মোট ১২০টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৬২ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে।
রাস্তাঘাট	জলাবদ্ধতা	পটিয়া উপজেলাটি কণফুলী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে থাকে। চরপাথরঘাটা ইউনিয়নে মোট ১৫.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ৮ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে। শিকলবাহা ইউনিয়নে মোট ৪.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ৪কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে। ধলঘাট ইউনিয়নে মোট ৯ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ৫কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে। চরলক্ষা ইউনিয়নে মোট ২৩ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ১৭ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে। কোলাগাঁও ইউনিয়নে মোট ১৪.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ৯কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে। হাইদগাঁও ইউনিয়নে মোট ৪.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ৪কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে। কেলিশহর ইউনিয়নে মোট ১০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ৫কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে। জুলধা ইউনিয়নে মোট ১৩.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ৮কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে। জিরি ইউনিয়নে মোট ৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ৪কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে। ভাটিখাইন ইউনিয়নে মোট ১৪.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ৯কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে ও হাবলিাসদ্বীপ ইউনিয়নে মোট ১৯.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ১৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাবঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কোন কোন খাত সমূহ কি কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা চিহ্নিত করে বিস্তারিত বর্ন্যনা দিতে হবে ।

খাত সমূহ	আপদ	বর্ণনা
কৃষি	বন্যা	পটিয়া উপজেলায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে। এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতি করে থাকে । বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যায় । বন্যা হলে পটিয়া উপজেলায় প্রায় ১২১৪০ একর ফসলি জমি প্লাবিত হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
কৃষি	খরা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই খরার কবলে পড়ে থাকে । প্রচন্ড খরার ফলে এই উপজেলায় প্রায় ৬৫৭০ জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিনষ্ট করে থাকে ।
কৃষি	কাল বৈশাখী ঝড়	পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর কাল বৈশাখী ঝড়ে অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে । কাল বৈশাখী ঝড়ে এই উপজেলায় প্রায় ৫৭৫০ একর জমির ফসল ক্ষয়-ক্ষতি করে থাকে ।
কৃষি	পাহাড়ী ঢল	পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে এই উপজেলায় কৃষি ফসলের ব্যাপক পরিমানে ক্ষতি হয়ে থাকে । বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ৬৪২০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে ।
কৃষি	নদী ভাঙ্গন	পটিয়া উপজেলায় বষা মৌসুমে কিছু ইউনিয়নগুলোতে বেশী পরিমানে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গানের কবলে প্রায় ৫৩৪০ একর ফসলী জমি নদী ভাঙ্গানে ক্ষতি হয় এবং অবকাঠামোসহ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় ।
কৃষি	জলাবদ্ধতা	পটিয়া উপজেলাটি কণফুলী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । ফলে এই উপজেলায় জলাবদ্ধতায় প্রায় ৪৩০৫ একর জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
মৎস্য সম্পদ	বন্যা	পটিয়া উপজেলায় ১৯৯১ সালের মত বন্যা হলে এই উপজেলায় প্রায় ১২৫০টি পুকুরের মাছ ভেসে যায় এবং এর সাথে জরিত প্রায় ২৪৫০ জন মৎস্যজীবি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে ।
মৎস্য সম্পদ	পাহাড়ী ঢল	পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে প্রায় ২০৭০ জন মৎস্যজীবি তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে ।
মৎস্য সম্পদ	নদী ভাঙ্গন	পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে মৎস্য খাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গানে প্রায় ১৬৫০০ টি পরিবারের প্রায় ১২৭০ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।
মৎস্য সম্পদ	জলাবদ্ধতা	পটিয়া উপজেলাটি কর্ণফুলী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে প্রায় ৯৬৫ টি পুকুরের মাছ ভেসে যায় ফলে মৎস্যজীবি লোকেদের জীবন ধারণ করা কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে ।
ঘরবাড়ি	বন্যায়	পটিয়া উপজেলাতে বন্যায় বেশী পরিমানে ঘরবাড়ি ক্ষতি সাধন করে থাকে । বিশেষ করে কাঁচা ঘরবাড়িগুলো বেশী পরিমানে ক্ষতি করে থাকে । এই উপজেলাতে মোট কাঁচা ঘরবাড়ির পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৫৬৫২৪ টি । বন্যা হলে প্রায় সব কাঁচা ঘরবাড়ির বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।
ঘরবাড়ি	পাহাড়ী ঢল	পটিয়া উপজেলাটি পাহাড়ী এলাকা হিসাবে পরিচিত না হলেও এই উপজেলায় বেশ কিছু ইউনিয়নেই পাহাড় রয়েছে । এ অবস্থায় প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢলে এলাকায় ঘরবাড়ী নষ্ট হয় । এই উপজেলায় মোট পরিবারের সংখ্যা ১,০১,৯৬৮টি এর মধ্যে ৫৬৫২৪ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি পাহাড়ী ঢলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
ঘরবাড়ি	কাল বৈশাখী ঝড়	পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এ উপজেলাটি কর্ণফুলী নদীর তীরবতী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এই উপজেলায় সকল ইউনিয়নে মোট কাঁচা ঘরবাড়ীর সংখ্যা প্রায় ৫৬৫২৪ টি পরিবারে । কাল বৈশাখী ঝড়ে এতে প্রায় ২৫৪০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
ঘরবাড়ি	নদী ভাঙ্গন	পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে ঘরবাড়ি নদী

খাত সমূহ	আপদ	বর্ণনা
		গর্ভে বিলীন হয়ে সহায় সম্বলনহীন হয়ে পড়ে ফলে মারাত্বক ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে পড়ে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গনে প্রায় ১৬৫০০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১২৭০ টি পরিবার নদী ভাঙ্গনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।
রাস্তাঘাট	বন্যা	পটিয়া উপজেলায় ১৯৯১ সালের মত বন্যা হলে এলাকায় প্রায় ১১০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৯৬ কিঃমিঃ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
রাস্তাঘাট	জলাবদ্ধতা	পটিয়া উপজেলাটি কর্ণফুলী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে থাকে । জলাবদ্ধতায় প্রায় ৯২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও ৮৮ কিঃমিঃ এইচবিবি রাস্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
পয়ঃনিস্কাশন	বন্যা	পটিয়া উপজেলায় একটি দুর্যোগ প্রবন উপজেলা হিসাবে পরিচিত । তাই এই উপজেলায় বন্যা হলে পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে ফলে বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা ৯৭৫০০টি এর মধ্যে পাকা পায়খানা ৫৬৭৪২ টি এবং কাঁচা পায়খানা ৫৬৫২৪ টি । কিন্তু বন্যার সময় কাঁচা পায়খানাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।
স্বাস্থ্য	বন্যা	পটিয়া উপজেলায় বন্যা হলে পানি বাহিত রোগ হয়ে মানব দেহের ক্ষতি সাধন করে থাকে । বন্যা হলে প্রায় ৬ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারণ সমুহ চিহিতকরণঃ

ঝুঁকির বর্ননা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত
খাতঃ কৃষি আপদঃ বন্যা পটিয়া উপজেলায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে। এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতি করে থাকে । বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যায় । বন্যা হলে পটিয়া উপজেলায় প্রায় ১২১৪০ একর ফসলি জমি প্লাবিত হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে না পারার কারনে ২.বন্যার সতকবার্তা সময়মত না পৌঁছানোর কারণে । ৩. নদীর লবণ পানি এলাকার খালগুলো দিয়ে সরাসরি জমিতে প্রবেশ করার কারণে।	১.জোয়ারের পানি বেশি পরিমানে হওয়ায় ২.প্রয়োজন মোতাবেক নদী ও খালের সংযোগ স্থলে স্লুইসগেট না থাকা	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকা ২.চাহিদা অনুয়ায়ী দাতা গোষ্টির সহযোগীতা কম ৩.এলাকার জনগন অসচেতন হওয়া
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ বন্যা পটিয়া উপজেলায় ১৯৯১ সালের মত বন্যা হলে এই উপজেলায় প্রায় ১২৫০ পুকুরের মাছ ভেসে যায় এবং এর সাথে জরিত প্রায় ২৪৫০ জন মৎস্যজীবি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১. শ্রীমাই খালের পাড়ে গাছ না থাকা ২. বেড়ীবাঁধ গুলো দুর্বল হওয়া ৩. নদীতে পানির চাপ বৃদ্ধি পাওয়া	১. শ্রীমাই খালের নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় ২. পলিমাটি পড়ে গভীরতা কমে যাওয়া	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগীতার অভাব ২. সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে কোন উদ্যোগ না নেওয়া ।
খাতঃ ঘরবাড়ি আপদঃ বন্যা পটিয়া উপজেলাতে বন্যায় বেশী পরিমানে ঘরবাড়ি ক্ষতি সাধন করে থাকে । বিশেষ করে কাঁচা ঘরবাড়িগুলো বেশী পরিমানে ক্ষতি করে থাকে । এই উপজেলাতে প্রায় ৩৬৭০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ির বন্যায় বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১. ঘরবাড়িগুলো মাটি ও বাঁশের তৈরীর এর কারণ ২. নদীর বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ৩. গ্রীন হাইজ ইফেক্টের ৪. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া ৫. জলবায়ু পরিবর্তন	১. শক্ত ঘরবাড়ি তৈরী না করা ২.পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকার কারণ ৩.সামাজিক বনায়নের পরিল্পনা না থাকার ৪.কালবৈশাখী সহনশীল গাছপালা না থাকার ৫.কল-কারখানা ও পরিবহনের কালো ধোয়ার কারণে। ৬.কালবৈশাখীর পূর্বাভাস না পাওয়ার	১. বন্যা মোকাবেলায় মজবুত ঘরবাড়ি তৈরী না করা ২. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পূর্বাভাস প্রদান না করা ৩. সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালার অভাব।

খাতঃ রাস্তাঘাট আপদঃ বন্যা পটিয়া উপজেলায় ১৯৯১ সালে মত বন্যা হলে প্রায় ১১০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি প্রায় ৯৬কিঃমিঃ রাস্তা ঘাট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	১. রাস্তাঘাট শক্ত করে তৈরী না করার কারণ ২. উপজেলা বেশীর ভাগ রাস্তা কাঁচা ও এইববি রাস্তা হওয়ার ফলে	১. রাস্তাঘাট উঁচু না করা ২. রাস্তার পাড় শক্ত করে তৈরী না করা	১. স্থানীয় সরকারের সুদৃষ্টি না থাকা ২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এ বিষয়ে পদক্ষেপ না নেয়া
খাতঃ পয়ঃনিস্কাশন আপদঃ বন্যা পটিয়া উপজেলায় একটি দুর্যোগ প্রবন উপজেলা হিসাবে পরিচিত। তাই এই উপজেলায় বন্যা হলে পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে ফলে বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই উপজেলায় প্রায় ৩৮৭০০ টি কাঁচা পায়খানার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পায়খানাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।	১. স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার না করা ২. বন্যা লেভেলের উপরে পায়খানা স্থাপন না করা	১. লোকজন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়	১. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর সুদৃষ্টির অভাব
খাতঃ স্বাস্থ্য আপদঃ বন্যা পটিয়া উপজেলায় বন্যা হলে পানি বাহিত রোগ হয়ে মানব দেহের ক্ষতি সাধন করে থাকে। বন্যা হলে প্রায় ৬ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়।	১. এলাকার জনগণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়	১. পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র না থাকা	১. সরকারী পদক্ষেপের অভাব ২. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর সুদৃষ্টি না থাকা
খাতঃ কৃষি আপদঃ পাহাড়ী ঢল পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে। পাহাড়ী ঢল হলে এই উপজেলায় কৃষি ফসলের ব্যাপক পরিমানে ক্ষতি হয়ে থাকে। বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ৬৪২০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে।	১. পাহাড়ী ঢল সম্পর্কে এলাকাবসী সচেতন না থাকা ২. ফসলী জমি গুলো পাহাড় ঘেসে হওয়া	১. পানি সহনশীল ফসলের চাষাবাদ না থাকা ২. কৃষকদের প্রশিক্ষণ না থাকা	১.কৃষকদেরকে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা না করা ২.পাহাড় কাটা সম্পর্কে সরকারী নীতিমালা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ পাহাড়ী ঢল পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে। পাহাড়ী ঢল হলে প্রায় ২০৭০ জন মৎস্যজীবি তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে।	১. পাহাড়ী ঢল সম্পর্কে এলাকার লোকজনদের সচেতন না করা ২. অধিকাংশ মানুষ দরীদ্র	১. পুকুর পাড় শক্ত ও উঁচু না করা	১. জেলা মৎস্য সম্পদ অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থাকা ২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সক্রিয় নয়
খাতঃ ঘরবাড়ি আপদঃ পাহাড়ী ঢল পটিয়া উপজেলাটি পাহাড়ী এলাকা হিসাবে পরিচিত না হলেও এই উপজেলায় বেশ কিছু ইউনিয়নেই পাহাড় রয়েছে। এ অবস্থায় প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢলে এলাকায় ঘরবাড়ী নষ্ট হয়। এই উপজেলায় মোট পরিবারের সংখ্যা .... টি এর মধ্যে .... টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি পাহাড়ী ঢলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে।	১. পাহাড়ের ঘরবাড়ি গুলো মজবুত করে তৈরী না করা	১. পাহাড় ধস সম্পর্কে পাহাড়ী বসবাসরত জনগণকে সচেতন না হওয়া	১. বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ে বসবাসরত লোকদেরকে অন্যত্র স্থানান্তর না করা ২. স্থানীয় প্রশাসন এ ব্যাপারে সক্রিয় না থাকা

খাতঃ কৃষি আপদঃ কাল বৈশাখী ঝড় পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর কাল বৈশাখী ঝড়ে অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে । কাল বৈশাখী ঝড়ে এই উপজেলায় প্রায় ৫৭৫০ একর জমির ফসল আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতি করে থাকে ।	১. বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২. গ্রীন হাইজ ইফেক্টের ফলে ৩. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া ৪. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে	১.কালবৈশাখীর পূর্বাভাস না পাওয়ার কারণে ২. পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকার ৩. সামাজিক বনায়নের পরিল্পনা না থাকা	১. কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থাকা ২. কৃষি গবেষনা কেন্দ্র না থাকায় ৩. কৃষকদের প্রশিক্ষণের অভাব ৪. সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালার অভাব।
খাতঃ ঘরবাড়ি আপদঃ কাল বৈশাখী ঝড় পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এ উপজেলাটি কর্ণফুলী নদীর তীরবতী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এই উপজেলায় সকল ইউনিয়নে মোট কাঁচা ঘরবাড়ীর সংখ্যা প্রায় ৫৬৫২৪ টি পরিবারে । কাল বৈশাখী ঝড়ে এতে প্রায় ২২৩৯০ টি কাঁচা ঘরবাড়ির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. ঘূর্ণিঝড় সহনশীল ঘরবাড়ি তৈরী না করা	১. ঘূর্ণিঝড় পূর্ব সতর্কতা না দেয়া	১. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া ২. জলবায়ু পরিবর্তন এর কারণে
খাতঃ কৃষি আপদঃ নদী ভাঙ্গন পটিয়া উপজেলায় বর্ষা মৌসুমে কিছু ইউনিয়ন গুলোতে বেশী পরিমানে শ্রীমাই খালে ভাঙ্গন হয়ে থাকে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গনের কবলে প্রায় ৫৩৪০ একর ফসলী জমি নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হয় ।	১. শ্রীমাই খালের পানির চাপ বৃদ্ধি পাওয়া ২. শ্রীমাই খালের পাড়ে গাছ না থাকা	১. শ্রীমাই খালের নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় ২. পলিমাটি পড়ে গভীরতা কমে যাওয়া	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগীতার অভাব ২.সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে কোন উদ্যোগ না নেওয়া ।
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ নদী ভাঙ্গন পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে ভাঙ্গন হয়ে থাকে । ভাঙ্গন হলে মৎস্য খাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় ভাঙ্গনে প্রায় ১৬৫০০ টি পরিবারের ২০৬০ জন মৎস্য জীবির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১. পুকুর গুলো নদী সংলগ্ন হওয়ার কারণ ২. পুকুর পাড় শক্ত ও উঁচু না করা	১. বেড়ীবাঁধ মজবুত করে তৈরী না করা ২. মৎস্য চাষীরা এ ব্যাপারে সচেতন না হওয়া	১. মৎস্য অধিদপ্তরের সুদৃষ্টির অভাব ২.সরকারীভাবে ভাঙ্গন রোধে কোন উদ্যোগ না নেওয়া
খাতঃ ঘরবাড়ি আপদঃ নদী ভাঙ্গন পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে শ্রীমাই খালে ভাঙ্গন হয়ে থাকে । ভাঙ্গন হলে ঘরবাড়ি বিলীন হয়ে সহায় সম্বলনহীন হয়ে পড়ে ফলে মারাত্বক ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে পড়ে । এই উপজেলায় শ্রীমাই খালের ভাঙ্গনে প্রায় ১৬৫০০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১০৫০০ টি পরিবার ভাঙ্গনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১. বেরী বাঁধ না থাকা ২. শ্রীমাই খালে বর্ষাকালে পানির চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে	১.শ্রীমাই খালের নাব্যতা কমে যাওয়া ২.পলি মাটি পড়ে নদী ভরাট হয়ে যাওয়া	১. সরকারীভাবে ভাঙ্গন রোধে কোন উদ্যোগ না নেওয়া ২. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুদৃষ্টি না থাকা
খাতঃ কৃষিখাত আপদঃ খরা জলবাযু পরিবর্তনের ফলে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই খরার কবলে পড়ে থাকে । প্রচন্ড খরার ফলে এই উপজেলায় প্রায়	১. সময়মত বৃষ্টি না হওয়া ২. পর্যাপ্ত বড় বড় গাছপালা না থাকা ৩. জলবায়ু পরিবর্তণ হওয়ার কারণে।	১. খাল ও ছড়াগুলোতে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা না করা	১. কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থাকা ২. খরা সহনশীল ধান জাতের উদ্ধাবন না করা

৬৫৭০ জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিনষ্ট করে থাকে ।			
খাতঃ কৃষি আপদঃ জলাবদ্ধতা পটিয়া উপজেলাটি কর্ণফুলী নদীর নিকট বতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । ফলে এই উপজেলায় জলাবদ্ধতায় প্রায় ৪৩০৫ একর জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. কৃষি জমি নীচু অঞ্চলে হওয়া ২. দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা না করা	১. দুর্যোগ সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন না করা	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকা ২. দাতা গোষ্টির সহযোগীতা কম থাকা।
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ জলাবদ্ধতা পটিয়া উপজেলাটি কর্ণফুলী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে প্রায় ৩৮৩৩ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৯৬৫ টি পুকুরের মাছ ভেসে যায় ফলে মৎস্যজীবি লোকেদের জীবন ধারণ করা কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে ।	১. মৎস্য চাষীরা এ ব্যাপারে সচেতন না হওয়া	১. মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে পরামর্শ কেন্দ্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক না থাকা	১. জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের কোন পদক্ষেপ নেওয়া
খাতঃ রাস্তাঘাট আপদঃ জলাবদ্ধতা পটিয়া উপজেলাটি কর্ণফুলী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে থাকে । জলাবদ্ধতায় ১১০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও ৯৬ কিঃমিঃ এইচবিবি রাস্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. রাস্তাঘাট শক্ত করে তৈরী না করার কারণ ২. দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করা	১. রাস্তা পাড় উঁচু না করা ২. রাস্তার দুধারে পর্যাপ্ত পরিমান গাছপালা না থাকা	১. সরকারিভাবে খাল ও নদী পূণ: খননের কোন উদ্যোগ না থাকা

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণঃ

আপদ ও ঝুঁকি সমূহ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
খাতঃ কৃষি আপদঃ বন্যা পটিয়া উপজেলায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে। এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতি করে থাকে । বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যায় । বন্যা হলে পটিয়া উপজেলায় প্রায় ১২১৪০ একর ফসলি জমি প্লাবিত হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা ২.বন্যার সতকবার্তা সময়মত পৌঁছানো ৩. নদীর লবণ পানি এলাকার খালগুলো দিয়ে সরাসরি জমিতে প্রবেশ করার কারণে।	১.জোয়ারের পানি বেশি পরিমানে হওয়ায় ২.প্রয়োজন মোতাবেক নদী ও খালের সংযোগ স্থলে স্লুইসগেট না থাকা	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ২. চাহিদা অনুয়ায়ী দাতা গোষ্টির সহযোগীতা বাড়াতে হবে ৩. এলাকার জনগন বেশী সচেতন হতে হবে
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ বন্যা পটিয়া উপজেলায় ১৯৯১ সালের মত বন্যা হলে এই উপজেলায় প্রায় ১২৫০ পুকুরের মাছ ভেসে যায় এবং এর সাথে জরিত প্রায় ২৪৫০ জন মৎস্যজীবি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১. নদীর পাড়ে গাছ লাগানো ব্যবস্থা করা ২. বেড়ীবাঁধ গুলো শক্ত করে তৈরী করা ৩. পুকুরের পাড় উঁচু করা	১. এলাকার খাল ও ছড়া গুলো খনন কাজ করা ২. পলিমাটি পড়ে গভীরতা কমে যাওয়া	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগীতা হাত বাড়াতে হবে ২. সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গান রোধে কোন উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে
খাতঃ ঘরবাড়ি আপদঃ বন্যা পটিয়া উপজেলাতে বন্যায় বেশী পরিমানে ঘরবাড়ি ক্ষতি সাধন করে থাকে । বিশেষ করে কাঁচা ঘরবাড়িগুলো বেশী পরিমানে ক্ষতি করে থাকে । এই উপজেলাতে প্রয়ি ১৪৫০০ পরিবারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১.ঘরবাড়িগুলির বসত ভিটা উচু করতে হবে ২. রাস্তাগুলি উচু করতে হবে ৩. কাঁচাঘরবাড়ি গুলো শক্ত করে নিমান করতে হবে ৪. স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে	১. ঘরবাড়িগুলি দুর্যোগ সহনশীল করে নির্মান করতে হবে ২. রাস্তার দুপাশে গাছ লাগাতে হবে	১.সরকারী/বেসরকারীভাবে বৃক্ষ রোপন অভিযান চালু রাখতে হবে ২.স্থানীয় সরকার প্রকৌশলীর সুদৃষ্টি রাখতে হবে
খাতঃ রাস্তাঘাট আপদঃ বন্যা এই উপজেলায় ১৯৯১ সালে মত বন্যা হলে প্রায় ১১০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি প্রায় ৯৬কিঃমিঃ রাস্তা ঘাট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।	১. রাস্তাঘাট শক্ত করে তৈরী করা	১. রাস্তাঘাট উঁচু করা ২. রাস্তার পাড় শক্ত ও মজবুত করে করে তৈরী করা	১. ঝুঁকি ও আপদ ভিত্তিক অবকাঠামো তৈরীর বিধিমালা প্রনয়ন করা আবশ্যক ২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া
খাতঃ পয়ঃনিস্কাশন আপদঃ বন্যা পটিয়া উপজেলায় একটি দুর্যোগ প্রবন উপজেলা হিসাবে পরিচিত । তাই এই উপজেলায় বন্যা হলে পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে ফলে বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় ২২ টি ইউনয়নে প্রায় ৪০৬০০ টি কাঁচা পায়খান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১. স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিত করা ২. বন্যা লেভেলের উপরে পায়খানা স্থাপন করার তাগিত দেয়া	১. লোকজন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা	১. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর সুদৃষ্টির অভাব

আপদ ও ঝুঁকি সমূহ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
খাতঃ স্বাস্থ্য আপদঃ বন্যা পটিয়া উপজেলায় বন্যা হলে পানি বাহিত রোগ হয়ে মানব দেহের ক্ষতি সাধন করে থাকে । বন্যা হলে প্রায় ৬ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় ।	১. এলাকার জনগণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা	১. পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র চালু করা	১. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর সুদৃষ্টি থাকা জরুরী ২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সুদৃষ্টি দিতে হবে
খাতঃ কৃষি আপদঃ পাহাড়ী ঢল পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে এই উপজেলায় কৃষি ফসলের ব্যাপক পরিমানে ক্ষতি হয়ে থাকে । বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ৬৪২০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. পাহাড়ী ঢল সম্পর্কে এলাকাবসী কে সচেতন করতে হবে ২. পাহাড় ধ্বসে যাওয়া সম্পর্কে এলাকাবাসী আরো বেশী সচেতন হতে হবে ৩. পাহাড় থেকে চোরাই ভাবে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে	১. পানি সহনশীল ফসলের চাষাবাদ শুরু করতে হবে ২. কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে ৩. পাহাড়ে সরকারী/ বেসরকারীভাবে বেশী বেশী গাছ লাগানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে	১. উপজেলা পর্যায়ে কৃষি অফিসের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ২. কৃষকদেরকে প্রশিক্ষনের জন্য সরকারী ভাবে ব্যবস্থা করতে হবে ৩. পাহাড় কাটা সম্পর্কে সরকারী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ পাহাড়ী ঢল পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে প্রায় ২০৭০ জন মৎস্যজীবি তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে ।	১. পাহাড়ী ঢল সম্পর্কে এলাকার লোকজনদের সচেতন করা	১. পুকুর পাড় শক্ত ও উঁচু করা	১. জেলা মৎস্য সম্পদ অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি থাকা ২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সক্রিয় করা
খাতঃ ঘরবাড়ি আপদঃ পাহাড়ী ঢল পটিয়া উপজেলাটি পাহাড়ী এলাকা হিসাবে পরিচিত না হলেও এই উপজেলায় বেশ কিছু ইউনিয়নেই পাহাড় রয়েছে । এ অবস্থায় প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢলে এলাকায় ঘরবাড়ী নষ্ট হয় । এই উপজেলায় ২২ টি ইউনয়নে প্রায় ১৪৯০০ টি পরিবার পাহাড়ী ঢলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. পাহাড়ের ঘরবাড়ি গুলো মজবুত করে তৈরী করা	১. পাহাড় ধস সম্পর্কে পাহাড়ী বসবাসরত জনগণকে সচেতন করা	১. বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ে বসবাসরত লোকদেরকে অন্যত্র স্থানান্তর করা ২. স্থানীয় প্রশাসন এ ব্যাপারে সক্রিয় থাকা
খাতঃ কৃষি আপদঃ কাল বৈশাখী ঝড় পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর কাল বৈশাখী ঝড়ে অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে । কাল বৈশাখী ঝড়ে এই উপজেলায় প্রায় ৫৭৫০ একর জমির ফসল ক্ষয়-ক্ষতি করে থাকে ।	১. বৃক্ষরোপন অভিযান কর্মসূচী গ্রহন করা ২. সামাজিক বনায়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা	১.কালবৈশাখীর পূর্বাভাস প্রদান করা ২. সাইক্লোন সেন্টার সক্রিয় রাখা	১. কৃষি অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা ২. কৃষি গবেষনা কেন্দ্র স্থাপন করা ৩. কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
খাতঃ ঘরবাড়ি আপদঃ কাল বৈশাখী ঝড়	১. ঘূর্ণিঝড় সহনশীল ঘরবাড়ি তৈরী করা	১. ঘূর্ণিঝড় পূর্ব সতর্কতা প্রদান করা	১. সামাজিক বনায়নে প্রতি গুরুত্ব দেয়া

আপদ ও ঝুঁকি সমূহ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এ উপজেলাটি কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এই উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নের প্রায় ৩৪৮০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ীর কাল বৈশাখী ঝড়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।			২. জলবায়ু পরিবর্তন এর তাৎপর্য জনসম্মুখে তুলে ধরা
খাতঃ কৃষি আপদঃ নদী ভাঙ্গন পটিয়া উপজেলায় বর্ষা মৌসুমে কিছু ইউনিয়ন গুলোতে বেশী পরিমানে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গানের কবলে প্রায় ৫৩৪০ একর ফসলী জমি নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হয় ।	১. কর্ণফুলী নদী ও শ্রীমাই খালের প্রবাহমানতা হ্রাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া ২. শ্রীমাই খালের পাড়ে বেশী করে গাছ লাগানো	১. নদী, খাল ও ছড়া খননের ব্যবস্থা করা ২. পলিমাটি অপসারণের ব্যবস্থা করা	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগীতা বৃদ্ধি করা ২.সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে উদ্যোগ গ্রহন করা
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ নদী ভাঙ্গন পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে শ্রীমাই খাল এ ভাঙ্গন হয়ে থাকে । ভাঙ্গন হলে মৎস্যখাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় ভাঙ্গনে প্রায় ১৬৫০০ টি পরিবারের ১০৫০০ জন মৎস্য জীবির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১. পরিকল্পিতভাবে মৎস্য চাষ করতে হবে ২. পুকুর পাড় শক্ত ও উঁচু করা	১. বেড়ীবাঁধ মজবুত করা ২. মৎস্য চাষীরা এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া	১. মৎস্য অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি থাকতে হবে ২.সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে উদ্যোগ গ্রহন করা
খাতঃ ঘরবাড়ি আপদঃ নদী ভাঙ্গন পটিয়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে ঘরবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে সহায় সম্বলনহীন হয়ে পড়ে ফলে মারাত্বক ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে পড়ে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গনে প্রায় ১৬৫০০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৪৭০০ টি পরিবার নদী ভাঙ্গনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১. বেরী বাঁধ ও সুইচ গেইটের ব্যবস্থা করা ২. নদীতে ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা	১. শ্রীমাই খাল এর নাব্যতা কমে যাওয়া ২.নদীর পলি মাটি অপসারণের ব্যবস্থা করা	১. সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে উদ্যোগ নেওয়া ২. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুদৃষ্টি রাখা
খাতঃ কৃষিখাত আপদঃ খরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় ২২টি ইউনিয়নে প্রায় প্রতি বছরই খরার কবলে পড়ে থাকে । প্রচন্ড খরার ফলে এই উপজেলায় প্রায় ৫৬৭০ জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিনষ্ট করে থাকে ।	১. বৃক্ষ রোপন অভিযান কর্মসূচী হাতে নেয়া ২. খরা সহনশীল কৃষি ফসল উদ্ধাবন করা	১. খাল ও ছড়াগুলোতে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা	১. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি থাকা
খাতঃ কৃষি আপদঃ জলাবদ্ধতা পটিয়া উপজেলাটি কর্ণফুলী নদীর নিকটবর্তী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । ফলে এই	১. কৃষি জমি উঁচু করণ ২. দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা	১. দুর্যোগ সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করা	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করা ২. দাতা গোষ্টির সহযোগীতা বাড়ানো

আপদ ও ঝুঁকি সমূহ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
উপজেলায় জলাবদ্ধতায় প্রায় ৪৩০৫ একর জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।			
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ জলাবদ্ধতা পটিয়া উপজেলাটি কর্ণফুলী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে প্রায় ৩৮৩৩ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৯৬৫ টি পুকুরের মাছ ভেসে যায় ফলে মৎস্যজীবি লোকেদের জীবন ধারণ করা কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে ।	১. মৎস্য চাষীরা এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে ২. দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা	১. মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা	১. জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের সঠিক দায়িত্ব পালন করা
খাতঃ রাস্তাঘাট আপদঃ জলাবদ্ধতা পটিয়া উপজেলাটি কর্ণফুলী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে থাকে । জলাবদ্ধতায় ১১০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও ৯৬ কিঃমিঃ এইচবিবি রাস্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে	১. রাস্তাঘাট শক্ত করে তৈরী করা ২. দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা	১. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা	১. সরকারিভাবে খাল ও নদী পূণ: খননের উদ্যোগ গ্রহন কারা ২. স্থানীয় প্রশাসন এ ব্যাপারে সক্রিয় ভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ

ক্র. নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
১	প্রশিকা	শিক্ষা,স্বাস্থ্য,ঝুকি হ্রাস, ও ক্ষুদ্র ঋণ	৯৩০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
২	আশা	স্যানিটেশন , সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ	১০৩০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৩	ব্র্যাক	নারী উন্নয়ন,শিক্ষা,স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ঋণ ও ঝুকি হ্রাস	২৭৫০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৪	ব্লাস্ট	স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ঋণ ও সচেতনতা	১১২০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৫	কারিতাস	ক্ষুদ্র ঋণ, সচেতনতা	৮৯০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৬	টি এম এস এস	নারী উন্নয়ন, শিক্ষা,সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	১৫৩০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৭	ব্যুরো বাংলাদেশ	ক্ষুদ্র ঋণ, সচেতনতা	৬৪০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৮	ঘরনী	শিক্ষা ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২১১২ জন	৩ বছর মেয়াদী
৯	নাস	সচেতনতা, ঝুকি হ্রাস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৬৫০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১০	প্লান বাংলাদেশ	শিক্ষা,দূযোগ, ঝুঁকি হ্রাস ও সচেতনতা	৭৫০০ জন	৫ বছর মেয়াদী
১১	গ্রামীন ব্যাংক	ক্ষুদ্র ঋণ ও সচেতনতামূলক	১১৬০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১২	আলমা	স্বাস্থ্য, সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৭৯০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৩	বিশাব	ক্ষুদ্র ঋণ, সচেতনতা	৬৭৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৪	ঘাসফুল	শিক্ষা, সচেতনতা, প্রযক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র ঋণ	৭৮০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৫	বর্ণালী	স্বাস্থ্য, সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৬৯৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৬	উদ্দীপন	স্বাস্থ্য, সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৯৮৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৭	প্রত্যাশী	দূর্যোগ, প্রতিবন্ধি ও ক্ষুদ্র ঋণ	১০২০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৮	মমতা	স্বাস্থ্য, সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৭৬০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৯	নওজোয়ান	ক্ষুদ্র ঋণ, সচেতনতা	৩৭৬ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
২০	নিশকৃতি	স্যানিটেশন , সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ	৬৪০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
২১	নারী জাগরণ সংস্থা	নারী উন্নয়ন, শিক্ষা ও সচেতনতা	৮৪০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
২২	সূর্য্য হাসি	ক্ষুদ্র ঋণ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম	৫০০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী

৩. ৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনাঃ

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	স্থানীয় বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ	১৭৬ টি	১,৭৬,০০০/--	গ্রাম, ওয়াড , ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	সমন্বয়ের মাধ্যমে				কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে সার্বিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে জনগণকে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
২	ওয়াড পর্যায়ে দল গঠন	১৯৮ টি	৭,৯২,০০০/-	গ্রাম ও ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৩	স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা/ আপদের আগাম সংবাদ প্রচারে লক্ষ্যে পরিকল্পনা	১৯৮ টি	৪,৯৫,০০০/--	গ্রাম ও ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৪	বন্যাঘটিত আপদের আগাম বার্তা প্রচার	১৯৮ টি	৯৭,৫০০/-	গ্রাম,ওয়াড , ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৫	স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনা	২২ টি	২২,০০,০০০/-	গ্রাম, ওয়াড , ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৬	মহড়ার কার্যক্রম পরিচালনা	৪৪ টি	৬,২০,০০০/-	গ্রাম ও ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৭	দুযোর্গে পূর্বে সর্তকবার্তা ও জরুরী সর্তক বার্তা প্রচার	৪৪ টি	৪,০০,০০০/-	গ্রাম ও ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৮	দুযোর্গ, প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৪৪ টি	২,২০,০০০/-	গ্রাম ও ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৯	শুকনা খাবার, ঔষধ সংগ্রহ সহ প্রস্তত রাখা	শুকনো খাবার -১৮ টন চাল/ডাল-১৫ টন	২৫,৫০,০০০/-	গ্রাম,ওয়াড , ইউপি	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল					
১০	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়া	প্রায় ২০০ টি স্কুলে	৬,৫০,০০০/-	স্কুলে	ফেব্রুয়ারী- এপ্রিল					

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীনঃ

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	শুকনো খাবার বিতরণ করা	শুকনা খাবার ১০ টন, চাল,ডাল ১২ টন	১৫,৫০,০০০	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন	সমন্বয়ের মাধ্যমে				দুর্যোগ কালীন সময়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। দ্রুত পুণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।
২	বিশুদ্ধ খাবার পানি ও পায়খানার ব্যবস্থা করা।	প্রায় ৫৫০০০ পরিবার	৮,৫০,০০০	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন					
৩	আক্রান্তদের আশ্রয়কেন্দ্রে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়া	৪৫,০০০ পরিবার	৯,০০,০০০	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন					
৪	নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধির জন্য জরুরীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে ও উঁচু স্থানে নেয়ার ব্যবস্থা করা।	৮৮ টি	৫,৭৫,০০০/-	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন					
৫	আহত ব্যাক্তিদের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	-	-	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন					
৬	সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা	-	-	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন					

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তীঃ

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা	১৭৬ টি	১০,৫০,০০০/-	উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	সমন্বয়ের মাধ্যমে				দ্রুত পুণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রমগুলো বাসত্মবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে।
২	জরুরীভাবে ধবংসাবশেষ পরিষ্কার করা	১৭৬টি	১২,৫০,০০০/-	দুর্যোগ সংঘঠিত এলাকায়	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে					
৩	দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা	১৭৬ টি	-	দুর্যোগ সংঘঠিত এলাকায়	ঐ					
৪	জরুরী পূণর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা	৪৭০০০	৮,৪০,০০০/	দুর্যোগ সংঘঠিত এলাকায়	ঐ					
৫	সামাজিকভাবে নিরাপত্তার পুন:প্রতিষ্ঠা করা	-	-	উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে	ঐ					

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে / ঝুঁকি হ্রাস সময়েঃ

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	বেড়ীবাঁধ মেরামত ও নির্মান	২১কিঃমিঃ	প্রতি কিঃমিঃ ৩৪ লক্ষ	১. কাচুয়াই ইউনিয়নঃ ২ টি বেড়ী বাঁধ ১) ১, ৩, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের শ্রীমাই খাল হতে পাইক পাড়া পর্যন্ত প্রায় ৬ কিঃমিঃ ২) ৫, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে এজাহার মিয়ার বাড়ী হতে আহম্মদ কবির চেয়ারম্যানের বাড়ী পযন্ত লম্বা প্রায় ৫ কিঃমিঃ ২. ভাটিখাইন ইউনিয়নঃ ১টি বেড়ী বাঁধ ১) ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডের ঝর্ণা পাড়া স্টীল ব্রীজ হতে চানখালী পর্যন্ত- লম্বা প্রায় ৪.৫ কিঃমিঃ ৩.ছনহরা ইউনিয়নঃ ১টি বেড়ী বাঁধ ১) ১ ও ৩ নং ওয়ার্ডের টোগের কুনী হতে পিপি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পযন্ত লম্বা প্রায় - ৩ কিঃমিঃ ৪. হাইদগাঁও ইউনিয়নঃ ১টি বেড়ী বাঁধ ১) ২, ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ডের দত্ত বাড়ী হতে বৌদ্ধ পাড়া পযন্ত লম্বা প্রায় ১. ৫ কিঃমিঃ ৫. চরপাথরঘাটা ইউনিয়নঃ ১টি বেড়ী বাঁধ ১) ৩, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের চরপাথরঘাটা বেড়ী বাঁধ পর্যন্ত লম্বা প্রায় ৪ কিঃমিঃ ৬. জুলধা ইউনিয়নঃ ১টি বেড়ী বাঁধ ১) ৩ ও ৭ নং ওয়ার্ডের জুলধা বেড়ী বাঁধ রয়েছে লম্বা প্রায় -৩ কিঃমিঃ	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	সমন্বয়ের মাধ্যমে				দ্রুত পুণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে। স্বাভাবিক সময়ে কার্যক্রমগুলো বাসত্মবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে।

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
২	সুইচ গেইট মেরামত	৩ টি	প্রতি সুইচ গেইট ৬৪ লক্ষ করে	১) ছনহরা ইউনিয়নঃ ১টি সুইচ গেইট ১) ৯ নং ওয়ার্ডের চতুরাখালী খালের উপরে ২) জিরি ইউনিয়নঃ ২ টি সুইচ গেইট ১) ৩ নং ওয়ার্ডে শিকলবাহা খালের উপরে ১টি । ২) ৭ নং ওয়ার্ডে শিকলবাহা খালের উপরে ১ টি						
৩	খাল খনন	৫০ টি খালের মধ্যে কমপক্ষে ২২টি খাল খননের কাজ করতে হবে	প্রতিটি ১ কোটি	১) খরনা ইউনিয়নঃ ১ টি খাল রয়েছে ১) ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে খরনা খাল অবস্থিত । ২) কচুয়াই ইউনিয়নঃ ২ টি খাল রয়েছে ১) ১, ৩, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে শ্রীমাই খাল রয়েছে যা লম্বায় প্রায় ৮ কিঃমিঃ ও ২) ৫, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে খরনা খাল রয়েছে যা লম্বায় প্রায় ৫ কিঃমিঃ । ৩) ভাটিখাইন ইউনিয়নঃ ৫ টি খাল রয়েছে ১) ১, ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে চানখালী খাল রয়েছে যা লম্বায় প্রায় ৩ কিঃমিঃ ২) ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে শ্রীমাই খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ৪ কিঃমিঃ ৩) ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে বগাছড়া খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ৩ কিঃমিঃ ৪) ১ ও ৩ নং ওয়ার্ডে বাকখালী খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ২ কিঃমিঃ ও ৫) ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে মরা খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ৩ কিঃমিঃ। ৪) ছনহারা ইউনিয়নঃ ৩ টি খাল রয়েছে						

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				১) ৩, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে পরম আল্লাহ খাল রয়েছে যা লম্বায় প্রায় ২.৫ কিঃমিঃ ২) ১, ২ ও ৮ নং ওয়ার্ডে যোগীর খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ২ কিঃমিঃ ও ৩) ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে রেইদা খালী খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ১.৫ কিঃমিঃ । ৫) হাইদগাঁও ইউনিয়নঃ ১ টি খাল রয়েছে ১) ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে মরা খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ২ কিঃমিঃ । ৬) কেলিশহর ইউনিয়নঃ ২টি খাল রয়েছে ১) ২, ৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে নাগড়া খাল রয়েছে ও ২) ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে সোনাইছড়ি খাল রয়েছে । ৭) হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নঃ ৪ টি খাল রয়েছে । ১) ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি বোয়ালিয়া খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ৬ কিঃমিঃ ২) ১, ২, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি চাঁনখালী খাল রয়েছেযা লম্বা প্রায় ৩ কিঃমিঃ ও ৩) ২, ৩ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি ব্রক্ষ্মচারী খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ৪ কিঃমিঃ । ৮) কোলাগাঁও ইউনিয়নঃ মোট ৩ টি খাল রয়েছে । ১) ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে তেরী রয়েছে যা লম্বায় প্রায় ১কিঃমিঃ					

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				২) ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে পলু খাল রয়েছে যা লম্বায় প্রায় ৩ কিঃমিঃ ও ৩) ৫, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে গরু খাল রয়েছে যা লম্বায় প্রায় ৩ কিঃমিঃ । ৯) জঙ্গলখাইন ইউনিয়নঃ মোট ৩টি খাল রয়েছে । ১) ১, ২, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি আলম খাল ২) ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি কাজির খাল ও ৩) ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি চৌধুরী খাল রয়েছে । ১০) চরলক্ষা ইউনিয়নঃ মোট ৩ টি খাল রয়েছে । ১) ২, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি শিকলবাহা খাল ২) ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি কেয়াছ নগর খাল ও ৩) ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি ডাঙ্গার চর খাল রয়েছে । ১১) চরপাথরঘাটা ইউনিয়নঃ মোট ২ টি খাল রয়েছে ১) ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ও ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি রয়া খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ৯ কিঃমিঃ । ১২) শিকলবাহা ইউনিয়নঃ মোট ৩ টি খাল রয়েছে ১) ১, ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে শিকলবাহা					

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				খাল ২) ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে জুলধা খাল ও ৩) ৯ নং ওয়ার্ডে চরলক্ষা খাল রয়েছে। ১৩) বড়লিয়া ইউনিয়নঃ ৪ টি খাল রয়েছে ১) ১, ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে কাজির খাল রয়েছে ২) ৯ নং ওয়ার্ডে কাটাখাল রয়েছে ৩) ৮ নং ওয়ার্ডে কালা কাজির খাল রয়েছে ও ৪) ৩ নং ওয়ার্ডে বধুপুরা খাল রয়েছে। ১৪) বড়উঠান ইউনিয়নঃ ১টি খাল রয়েছে ১) ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে তেল্লা পাড়া খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ২ কিঃমিঃ। ১৫) জুলধা ইউনিয়নঃ ৩ টি খাল রয়েছে। ১) ১, ২, ও ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি হাকিম খাল রয়েছে ২) ২, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি গঙ্গা খাল রয়েছে এবং ৩) ৩ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ডোনা খাল রয়েছে। ১৬) কুসুমপুরা ইউনিয়নঃ ১ টি খাল রয়েছে ১) ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১টি টি গরুলোডা রয়েছে। ১৭) জিরি ইউনিয়নঃ ১ টি খাল রয়েছে। ১) ২, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত।					

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				১৮) দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নঃ ২ টি খাল রয়েছে। ১) ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি চান খালি খাল রয়েছে ও ২) ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে কৃষ্ণখালী খাল রয়েছে। ১৯) ধল ঘাট ইউনিয়নঃ ২ টি খাল রয়েছে ১) ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি চান খালি খাল রয়েছে ও ২) ৩ ও ৭ নং ওয়ার্ডে হারজি খাল রয়েছে ২০) শোভনদন্ডি ইউনিয়নঃ ২ টি খাল রয়েছে। ১) ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি কাজির খাল রয়েছে ২) ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে কৈয়ার খাল রয়েছে। ২১) আশিয়া ইউনিয়নঃ ৩ টি খাল রয়েছে ১) ১, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি চানখালী খাল রয়েছে ২) ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে আশিয়া খাল রয়েছে ও ৩) ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ব্রাক্ষ্মন খাল রয়েছে। ২২) কাশিয়াইশ ইউনিয়নঃ ৬ টি খাল রয়েছে। ১) ১, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে ১ টি গরুলুট খাল রয়েছে					

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				২) ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি বচানখালী খাল রয়েছে ৩) ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি হরিদ খালী খাল রয়েছে ৪) ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি দারেক খাল রয়েছ ৫), ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি রাখাইন খাল রয়েচে ও ৬) ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি বসুর খাল রয়েছে খাল রয়েছে।					
৫	রাস্তাঘাট মেরামত ও সোলিং করা	কাঁচা ১৫৩কিঃমিঃ ও আধা পাকা ১৮৪ কিঃমিঃ	প্রতি কিঃমিঃ ১৮ লক্ষ	খরনা ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তা ৪ কিঃমিঃ (৫, ৬ ৮ ও ৯) ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৩ কিঃমিঃ(১, ২, ৪, ৫ ও ৬) নং ওয়ার্ড গুলো মেরামত ও সোলিং করা কাচুয়াই ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তা প্রায় ৬ কিঃমিঃ (১, ২, ৩, ৪ ও ৫) ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৪ কিঃমিঃ (২, ৪, ৫ ও ৭) নং ওয়ার্ডগুলো মেরামত ও সোলিং করা ভাটিখাইন ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ১৪.৫ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৫ কিঃমিঃ- ৪, ৫, ৬, ও ৮ নং ওয়ার্ডে ছনহরা ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ৩.৫ কিঃমিঃ- ৭ ও ৮ নং	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে				

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ১৯ কিঃমিঃ- ১, ২, ৪, ৫ ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে হাইদগাঁও ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ৪.৫ কিঃমিঃ- ৪, ৮ ও ৯ ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ১৭ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে কেলিশহর ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ১০ কিঃমিঃ- ১, ৩, ৪, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ১১.৫কিঃমিঃ- ২, ৩, ৪, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ১৩ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ১৬ কিঃমিঃ- ১, ২, ৪, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে কোলাগাঁও ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ১২ কিঃমিঃ- ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ১৫ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে জঙ্গালখাইন ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ১২ কিঃমিঃ- ১, ৩, ৫, ৬					

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ১০কিঃমিঃ- ১, ২, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে চরলক্ষা ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ১৬ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৭ কিঃমিঃ-১, ৪, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে চরপাথরঘাটা ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ৮ কিঃমিঃ- ৩, ৪, ৫, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৫ কিঃমিঃ- ২, ৪, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে শিকলবাহা ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ৪.৫ কিঃমিঃ- ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৬.৫ কিঃমিঃ- ২, ৩, ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডে বরলিয়া ইউনিয়নঃ ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৮ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে বড়উটান ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ৯ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩ ও ৭					

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৯ কিঃমিঃ- ১, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে জুলধা ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ৮ কিঃমিঃ- ১, ২, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৭ কিঃমিঃ- ২, ৩, ৫, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে কুসুমপুরা ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ৫ কিঃমিঃ- ২, ৪, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৪ কিঃমিঃ- ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে জিরি ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ৪ কিঃমিঃ- ১, ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৮ কিঃমিঃ- ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ৫ কিঃমিঃ- ১, ৩, ৪, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৫.৫ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ধলঘাট ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ৮ কিঃমিঃ- ১, ৪, ৬, ৭ ও					

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				৯ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৬ কিঃমিঃ- ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে শোভনদন্ডি ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ৩ কিঃমিঃ- ১, ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৫.৫ কিঃমিঃ-৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে আশিয়া ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ২ কিঃমিঃ- ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৭ কিঃমিঃ-১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ডে কাশিয়াইশ ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ২ কিঃমিঃ- ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৬ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৬ ,৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে					
৬	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করা	-	-	উপজেলা ইউনিয়ন	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					
৭	আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান করা	২২ টি	প্রতিটি ১.৫০ কোটি	প্রতি ইউনিয়নে ১টি করে	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					
৮	কালভার্ট নির্মান	১১৬ টি	প্রতিটি ২ লক্ষ ৪০ হাজার	খরনা ইউনিয়নঃ মোট ৭ টি ১) ১ নং ওয়ার্ডে ২ টি ২) ২ নং ওয়ার্ডে ২ টি ৩) ৬ নং ওয়ার্ডে ২ টি ৪) ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				কাচুয়াই ইউনিয়নঃ মোট ৯ টি ১) ১ নং ওয়ার্ডে ২ টি ২) ২ নং ওয়ার্ডে ৩ টি ৩) ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ৪) ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ভাটিখাইন ইউনিয়নঃ মোট ৭ টি ১) ২, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ২) ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ২ টি ৩) ৭ নং ওয়ার্ডে ২ টি ছনহরা ইউনিয়নঃ মোট ৯ টি ১) ১ ও ৩ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ২) ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৩ টি ৩) ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি হাইদগাঁও ইউনিয়নঃ মোট ৭ টি ১) ১ ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে ৩ টি ২) ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি কেলিশহর ইউনিয়নঃ মোট ৮ টি ১) ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে ৫ টি ২) ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নঃ মোট ৮ টি ১) ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে ৬ টি ২) ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি জঙ্গালখাইন ইউনিয়নঃ মোট ৭ টি ১) ১, ২, ৩, ৪, ৫ নং ওয়ার্ডে ৫ টি					

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				২) ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২ টি চরলক্ষা ইউনিয়নঃ মোট ৭ টি ১) ১, ২, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ২) ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি চরপাথরঘাটা ইউনিয়নঃ মোট ৮ টি ১) ১, ২, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৫ টি ২) ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি শিকলবাহা ইউনিয়নঃ মোট ১০ টি ১) ১, ২, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৭ টি ২) ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি জিরি ইউনিয়নঃ মোট ৭ টি ১) ১, ২, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ২) ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি কাশিয়াইশ ইউনিয়নঃ মোট ৯ টি ১) ১, ২, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৬ টি ২) ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি বড়উঠান ইউনিয়নঃ মোট ৭ টি ১) ১, ২, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ২) ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি ধলঘাট ইউনিয়নঃ মোট ৬ টি ১) ১, ২ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৩ টি ২) ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি					
৯	মাটির কিল্লা নির্মান	৪৪ টি	প্রতিটি ৮০ লক্ষ	প্রতি ইউনিয়নে ২ টি করে	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১০	স্যানিটেশন	২২,৮০০ টি	প্রতিটি ২০ হাজার	গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউপি	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					
১১	রেইন ওয়াটার (হাঃ ফিল্টার)	৮০০০ টি	প্রতিটি ৯০ হাজার	গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউপি	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					
১২	বৃক্ষ রোপন	২৫০ কিঃমিঃ	প্রতি কিঃমিঃ ২৫ হাজার	গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউপি	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					
১৩	দুর্যোগ সহনশীল ফসল	৫৫০০০ জন	মোট ১.৫০ কোটি	উপজেলায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					
১৪	দুর্যোগ ও আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (স্বেচ্ছাসেবক)	১২০০ জন	৬ লক্ষ টাকা	উপজেলায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

পটিয়া উপজেলায় দুর্যোগকালে একটি জরুরী অপারেশন সেন্টার গঠন করা হয়। উক্ত সেন্টার দুর্যোগ কালে সাড়া প্রদানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ও সাথে সাথে সমন্বয় প্রদান করে থাকে । জরুরী অপারেশন সেন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। উক্ত সময়ে ঐ সেন্টার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ পরীক্ষণ, পরিদর্শন ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে ।

জরুরী অপারেশন সেন্টার টি উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার কার্যালয়ে করা হয় । ঐ সেন্টারে একটি অপারেশন সেন্টার, ১ টি একটি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগ সেল থাকে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বরের তালিকা নিম্নে দেয়া হলঃ

(ক) উপজেলা পর্যায়ঃ

ক্রমিক নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা / কর্মচারীর নাম	পদবী	মোবাইল নং
০১	মোজাফর আহম্মদ টিপু	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯-৩১৬৮৪০
০২	মোঃ রোকেয়া পারভীন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৮-১৮৬৮৭১
০৩	হারুন অর রশিদ	সদস্য	০১৭৩৩-৯৩৯৫৮৫
০৪	এয়ার মোহাম্মদ পেয়ারু	সদস্য	০১৮১৭-৭২১১৪১
০৫	আফরোজা বেগম জলি	সদস্য	০১৮৩১-৩১৬৮৪০

(খ) ইউনিয়ন পর্যায়ে জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

খরনা ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ মফজল আহম্মদ চৌধূরী	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৯-১৭০৬৬৭
২	মোঃ জামাল উদ্দিন	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮৩৫-০৫৮২৮৫
৩	সামছুল আলম	মেম্বার	সদস্য	০১৮১২-৮৬৫৮৩৪
৪	মোঃ আবদুল মালেক	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৯-২৮৯০৩৩
৫	আখী দাশ	মেম্বার	সদস্য	০১৮১২-৭১৬৫১৯

কচুয়াই ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ খলিলুর রহমান বাবু	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১২-৮২৪৭৮২
২	মোঃ মিল্টন চৌধূরী	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৫-৩৭০৬৬২
৩	সাজেদা বেগম সাজু	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৩-১৪৫১০৩
৪	মোঃ মোরশেদ ফারুকী	মেম্বার	সদস্য	-
৫	মোঃ সাইফুল ইসলাম	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৯-১৭২৭০৭

ভাটিখাইন ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ মাহবুবুল আলম	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৯-৮২৮৭৯৯
২	পরিতোষ সেন	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮২৩-৭৩২৩৭১
৩	শাহানাজ ফরিদ	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৬-৫১৮৫৭৭
৪	আজম খান তালুকদার	মেম্বার	সদস্য	০১৮২৩-৩১৮৬৫৫
৫	লেদু মিয়া	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৮-৮১৬৯১৭

ছনহারা ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
১	আলহাজ্ব মোঃ কামাল উদ্দিন	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৭-২১২৩৪৮
২	সুজন বড়ুয়া	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৮-১২৫৮৫০
৩	মোঃ হারুন রশিদ সিকদার	মেম্বার	সদস্য	০১৮২৯-৪৯২৬৬০
৪	মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৮-৭৩৭৮৮৭
৫	স্বপ্না চৌধুরী	মেম্বার	সদস্য	০১৮২০-৮৫৩৮১৪

হাইদগাঁও ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ মহউদ্দিন	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৮-৯১৭৮০১
২	উজ্জল দাস	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৪-৩১৭৩২০
৩	সেলিনা আক্তার	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৪-৮৯৪৩০৩
৪	রনজিত চৌধুরী	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৭-৭৬২৫৬০
৫	সামছুল আলম	মেম্বার	সদস্য	০১৮২৬-৫৫৬৭০৫

কেলিশহর ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ জসিম উদ্দিন	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৯-৮০২৩৭৯
২	সৈয়দ আহম্মেদ চৌধুরী	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	-
৩	শিখা দে	মেম্বার	সদস্য	০১৮১১-৬৮৬৭৫০
৪	মোঃ ইসমাইল	মেম্বার	সদস্য	০১৮২১-৪৫০১৬৮
৫	পুলক দে	মেম্বার	সদস্য	০১৭১৩-৬১৫৩৯৩

হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ শফিকুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮২৭-৯২০৬২৫
২	মোঃ আঃ কাইয়ুম চৌধুরী	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৯-১৭৯৩১৯
৩	রেহেনা আক্তার	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৮-৭৭৪৩৬৮
৪	মোঃ মোতালেব	মেম্বার	সদস্য	০১৮১২-০৭৪৭৪৬
৫	মোঃ ইদ্রিস আলী	মেম্বার	সদস্য	০১৮২৩-৫২১৫৫৫
৬	দোলন দত্ত	মেম্বার	সদস্য	০১৮২৮-৫৬৬৬১৩

কোলাগাঁও ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
১	হাজী মোঃ সামছুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১১-৭১০০৪৫
২	মোঃ ইদ্রিস	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৯১১-০১৮৪৫৮
৩	নাসিম আক্তার	মেম্বার	সদস্য	০১৮২৪-৬৯৯১৪৬
৪	হাবিবুর রহমান	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৭-৭৩৫৪১৯
৫	মোঃ শরিফ	মেম্বার	সদসী	০১৭১০-৮৪২১৭৩

জঙ্গালখাইন ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
১	আলহাজ্ব শাহাদাত হোসেন	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৭-৭২৩০৫৬
২	নয়ন ভট্টাচার্য	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৮-৫৫২৮৪৮
৩	মিসেস নার্গিস আক্তার	মেম্বার	সদস্য	০১৮১১-৬২৬৪৯৪
৪	মোঃ শাহাদত হোসেন সবুজ	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৭-২৬৬০১৩
৫	হাজী মোঃ আলাউদ্দিন	মেম্বার	সদস্য	-

চরলক্ষা ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
১	আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১৭-৮৯৪৯৭৫
২	দিলিপ কুমার বিশ্বাস	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	-
৩	সানোয়ারা বেগম	মেম্বার	সদস্য	০১৮২১-৫৩৪৫৬৭
৪	মোঃ জসিম উদ্দিন	মেম্বার	সদস্য	০১৮২৮-৭৭২১৯০
৫	মোঃ আলমগীর	মেম্বার	সদস্য	০১৮২৪-৯১৫৯৮২

চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র.নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
১	হাজী সাবের আহম্মদ	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১৩-১২০৮৯৯
২	খুরশিদ আলম চৌধুরী	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৯২১-৫২০৯১১
৩	মোঃ জাহাঙ্গীর পাটোয়ারী	মেম্বার	সদস্য	০১৮১২-৯০৯১৬০
৪	আলেয়া বেগম	মেম্বার	সদস্য	০১৮২৩-৯৪৮০১০
৫	মোঃ খায়ের আহম্মদ	মেম্বার	সদস্য	০১৬৮০-৮০৮৮৪২

শিকলবাহা ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	পদবী	মোবাইল নং
১	আবুল কালাম বকুল	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৯-৩৬৬৮২৩
২	প্রনব পাল	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৭-৭৭০৭০০
৩	মিসেস রেহেনা আক্তার	মেম্বার	সদস্য	০১৮৩৪-২১২৩৭৮
৪	মোঃ আরশাদ আলী	মেম্বার	সদস্য	০১৮২২-৫৩৪৬৮৪
৫	তৈয়ব আলম অঙ্কুর	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৯-৬২২৯৬৪

বড়লিয়া ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ শাহীন ইসলাম	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮২৭-৩৯৩৪৭৭
২	তিলক কান্তি দাস	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৪-৮০৪১৫৯
৩	অনিমা বড়ুয়া	মেম্বার	সদস্য	০১৮১২৮-০৪৭৬৩০
৪	নুরুল কবির চৌধুরী	মেম্বার	সদস্য	০১৮২৩-৯২৩৩৪০
৫	প্রদ্যুৎ চৌধুরী	মেম্বার	সদস্য	০১৭১১-৩৭৫৬৮৬

বড়উঠান ইউনিয়নেরজরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ দিদারুল আলম	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১৭-১৩৩০৩০
২	মোঃ আজগর আলী	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১২-৫০৫২২১
৩	নাজমুন নাহার	মেম্বার	সদস্য	০১৭৮৯-৭৬৪৭২১
৪	এমদাদুল হক চৌধুরী	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৯-৬২৬০৪৪
৫	মোঃ নাছির উদ্দিন	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৪-৩০৯৫৩৭

জুলধা ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ নুরুল হক	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৭-৭১৬১৪৪
২	সমীর ধর	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৮-৪৬৬৯২৯
৩	রত্না দত্ত	মেম্বার	সদস্য	০১৮১২-৫৭৯২৭৫
৪	ছালেহ আহম্মদ	মেম্বার	সদস্য	০১৮১২-৪৯৮৪৫২
৫	সাহাবুদ্দিন	মেম্বার	সদস্য	০১৮২০-০৬১১২৫

কুসুমপুরা ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	পদবী	মোবাইল নং
১	রেজাউল করিম নেচার	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৫-৯৪৪৮৮১
২	মোঃ শাহ আলম	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৬-১৩০০৩৭
৩	ছকিনা বেগম	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৫-৮৫৪১৯৯
৪	শাহানা আক্তার	মেম্বার	সদস্য	০১৮২৫-১৩২০৭৩
৫	মোঃ সেলিম	মেম্বার	সদস্য	০১৮১২-৪৯৩২১২

জিরি ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ আবুল কালাম	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৭-২০১৩০৯
২	মোঃ আব্দুল মান্নান	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৩-৪০৫৭২০
৩	কল্যান মজুমদার	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৮-৮২৫৭৮৯
৪	মোঃ বাদশা	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৯-৫০৯৮২৩
৫	মোঃ হাসান	মেম্বার	সদস্য	০১৮২৯-৫০৮২৩৫

দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	পদবী	মোবাইল নং
১	মুহাম্মদ সৈয়দ	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৯-১৭৮৭৩৭
২		সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	
৩	আশুতোষ দাস	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৫-১৪৩৭১৭
৪	ইরছানা নাসরিন	মেম্বার	সদস্য	০১৮২০-২৭৬৯৩৭
৫	নাজিম উদ্দিন	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৯-৩৮১৮৫৯

ধল ঘাট ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ সালামত উল্লাহ	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৯-৩২৬৭৯৩
২	দিদারুল আলম	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৮-৬৮৪৪২৪
৩	পারভীন আক্তার	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৮-১৩৮৭২১
৪	শফিউল আলম	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৯-৩৫২৪৫০
৫	মোঃ সাইফুল	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৩-২৪৭৮৬৩

শোভনদন্ডি ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ এহছানুল	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৮-৭৬৫৪৩৪
২	মঞ্জুর আলম	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৫-৬২৫৯৬০
৩	মরিয়ম বেগম	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৮-৩৫৫২৬৬
৪	জামাল আহম্মদ	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৩-১৩৯৯৬০
৫	বাবুল কান্তি চৌধুরী	মেম্বার	সদস্য	০১৮২৪-৪২২৫৮৪

আশিয়া ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ হাসেম	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৯-৬৩৭২০০
২	মোঃ ফারুক	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮২২-৯৩৭৪৩৮
৩	ডেজি আক্তার	মেম্বার	সদস্য	০১৮১১-৮২২৬৯৫
৪	মোঃ বেলাল	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৩-৯৬৫৫৭০
৫	মোঃ এয়াকুব	মেম্বার	সদস্য	০১৮২০-১৭০৮৩০

কাশিয়াইশ ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ আবুল কাসেম	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৯-৩২০৫০৭
২	মোঃ নজরুল ইসলাম	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৯-৬১৬৪১৫
৩	সাবিনা ইয়াসমিন	মেম্বার	সদস্য	০১৯৫১-০৫১৭০৪
৪	নাজিম উদ্দিন	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৫-৫২০১৩৪
৫	মোঃ রহিম উদ্দিন	মেম্বার	সদস্য	০১৮৪০-০৮০৩৫৮

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনাঃ

দুর্যোগ কালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুম গঠন করা হয়। যেখানে একটি রেজিষ্টার থাকে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব পালন / গ্রহন করবে তা উল্লেখ থাকে এবং দায়িত্ব সময়ে কি কি সংবাদ পাওয়া গেল ও কি কি সংবাদ কোথায়, কার নিকট প্রেরন করা হলো তা লিপিবদ্ধ করা হয়। উক্ত কন্ট্রোল রুমে একটি ইউনিয়ন ভিত্তিক (এল জি ই ডি) ম্যাপ থাকে। উক্ত ম্যাপে ইউনিয়নের অবস্থান বিভিন্ন জায়গায়, যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ আছে।

দুর্যোগ সংগঠনের পরপরই উপজেলা কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুমে পালা ক্রমে ৩ জন করে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করে এবং সাথে উক্ত সেন্টারে একজন পুলিশ ও উপস্থিত থাকে। উপজেলায় দায়িত্বশীল ব্যক্তি বর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থেকে রুমে ৩ জন করে মোট ৩ টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবরিাত্রি (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করে । যোগাযোগ রুম থেকে সার্বক্ষণিক জেলা ও ইউনিয়নে পর্যায়ে ফোন/ মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগা করা হয়।

দুর্যোগের পরপরই ঐ ম্যাপে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা চিহ্নিত করা হয় । বিশেষ উল্লেখ্য যে, কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে তেমন কোন সরঞ্জাম নাই । যেমনঃ- বড় টর্চ লাইট, গামবুট, লাইফ জেকেট ও রেইনকোট ইত্যাদি ।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনাঃ

ক্র. নং	কাজ	একক	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্য করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১	স্বেচ্ছা সেবকদের প্রস্তুত রাখা	জন	২২ টি ইউনিয়নে মোট ৬৬০০	ফেব্রুয়ারী - মার্চ মাসে	ইউপি চেয়ারম্যান	UzDM C ও বেসরকারী সংস্থা এবং জনগোষ্ঠি	প্রশিক্ষণ প্রদান ও সরঞ্জাম সরবরাহ	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
২	সতর্কবার্তা প্রচার	জন সংখ্যা	২২ টি ইউনিয়নে ১০০%	সতর্ক বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	গ্রাম পুলিশ ও গ্রামের লোকজন	সাইরেন ও ড্রাম বাজিয়ে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
৩	গাড়ী/ভ্যান প্রস্তুত রাখা	সংখ্যা	২২ টি ইউনিয়নে ২২০ টি	সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি	UP সদস্য	গাড়ী ও ভ্যান চালকের সাথে আলোচনা করে তাদের ফোন নং সংরক্ষণ করা	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
৪	উদ্ধার কাজ পরিচলান করা	জন সংখ্যা	৩৬০০ জন	সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির লোকজন	উদ্ধার কাজ করতে পারে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করা এবং জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ ব্যবহার করে	UzDM C ও UDM C দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি
৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	সংখ্যা	২২ টি ইউনিয়নে ২২টি দল	সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির লোকজন	স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগযোগ রাখা	উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬	জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	ওষুধ	১০০০ জন	দুর্যোগের পূর্বে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির লোকজন	স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগযোগ রাখা	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৭	শুকনা খাবার, ডাল/চাল, গৃহ নির্মান উপকরণ	শুকনা খাবার মোট ১৫ টন		দুর্যোগের পূর্বে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।	স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	কমিউনিটি ওযে সকল সংস্থা যারা খাবার দিতে পারে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও ফোন নং সংগ্রহ করে	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৮	গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	ঔষধ (জন)	৮৮০০ টি	দুর্যোগের পূর্বে ও পরে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি	কমিউনিটির জনগণ	ইউনিয়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা
৯	আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	সংখ্যা	২২ টি	দুর্যোগের পূর্বে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	সরাসরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান করা	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১০	মহড়ার আয়োজন করা	সংখ্যা	৪৪	দুর্যোগের পূর্বে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	যে সব এলাকায় বেশী দুর্যোগ সে সব এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দল মহড়া করা	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১১	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করা	রুম	২২ টি	দুর্যোগের পূর্বে	-	-	কন্ট্রোল রম্নমের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্তাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়াড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে দল গঠন করা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্ক বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা, উদ্ধার, অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্ক বার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন।
- ৫ নাম্বার মহা বিপদ সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষণা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারনের কাজ শুরু করার বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারনের কাজ শুরু করবেন।
- ৮ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ী গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দেবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য জেলা/উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ্য ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃত দেহ সৎকার ও গবাদিপশু মাটি দেবার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়াড ভিত্তিক দায়ীত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ

- দুর্যোগ প্রবণ মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন কোন নিদিষ্ট নিরাপদ স্থানের বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ।
- আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবা সমূহ নিশ্চিত করা।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকার মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা করবেন।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ

- দুর্যোগ অব্যাহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে "এসওএস ফরম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ড" ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্র প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবরর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় রাখা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পুর্নবাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণ কারী দল আসলে তারা কি পরিমান ত্রাণ সামগ্রী পুর্নবাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিক ভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয় ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মানের উপকরণ যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঐষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করবে।

৪.২.১০ গবাদি পশুর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রানীসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ভবন অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণী চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রানী চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্ক বার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রান কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়ার আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং মে মাসে জনগোষ্টিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের সময় অনসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়ীত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের দায়ীত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা-রাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়ীত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্ম্ফণিক ভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ দুর্যোগের সময় উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা

আশ্রয় কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারণ ক্ষমতা
মাটির কিল্লা	নেই		
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	চরলক্ষা ইউপি ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ড	চরলক্ষা	প্রায় ৯০০ জন
	মনসা স্কুল এন্ড কলেজ	কুসুমপুরা	প্রায় ১২০০ জন
	আয়ুব বিবি সিটি করপোরেশন স্কুল এন্ড কলেজ	চরপাথরঘাটা	প্রায় ১১০০ জন
	খলিলমীর ডিগ্রি কলেজ	জিরি	প্রায় ১০০০ জন
	ধলঘাট স্কুল এন্ড কলেজ	ধলঘাট	প্রায় ১১০০ জন
	এ জে চৌং বহুমুখী কলেজ	শিকলবাহা	প্রায় ১২০০ জন
	শোভনদন্ডি সরকারী স্কুল এন্ড কলেজ	শোভনদন্ডি	প্রায় ৮৫০ জন
	চরপাথরঘাটা উচ্চ বিদ্যালয়	চরপাথরঘাটা	প্রায় ৭০০ জন
	বাথুয়া উচ্চ বিদ্যালয়	আশিয়া	প্রায় ৯০০ জন
	চক্রশালা কৃষি উচ্চ বিদ্যালয়	কচুয়াই	প্রায় ৮৫০ জন
	ধলঘাট উচ্চ বিদ্যালয়	ধলঘাট	প্রায় ৭০০ জন
	পিংগলা বুধপুরা উচ্চ বিদ্যালয়	কাশিয়াইশ	প্রায় ৭৫০ জন
	কুসুমপুরা উচ্চ বিদ্যালয়	কুসুমপুরা	প্রায় ৮০০ জন
	কেলিশহর উচ্চ বিদ্যালয়	কেলিশহর	প্রায় ৭৫০ জন
	রতনপুর উচ্চ বিদ্যালয়	কেলিশহর	প্রায় ৮৫০ জন
	লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়	কোলাগাঁও	প্রায় ৯৫০ জন
	মোজাফ্ফরাবাদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	খরনা	প্রায় ১০০০ জন
	মোজাফ্ফরাবাদ এন, জে উচ্চ বিদ্যালয়	খরনা	প্রায় ৯৫০ জন
	ছনহরা ষোরসীবালা উচ্চ বিদ্যালয়	ছনহরা	প্রায় ১৪০০ জন
	ধাউরডেঙ্গা সারদা চরণ উচ্চ বিদ্যালয়	ছনহরা	প্রায় ১০০০ জন
	ইউনিয়ন কৃষি উচ্চ বিদ্যালয়	জঙ্গালখাইন	প্রায় ৭০০ জন
	জঙ্গালখাইন উচ্চ বিদ্যালয়	জঙ্গালখাইন	প্রায় ৬৫০ জন
	জিরি খলিলমীর উচ্চ বিদ্যালয়	জিরি	প্রায় ৫০০ জন
	ইউনিয়ন কৃষি উচ্চ বিদ্যালয়	জঙ্গালখাইন	প্রায় ৮৫০ জন
	জঙ্গালখাইন উচ্চ বিদ্যালয়	জঙ্গালখাইন	প্রায় ৭০০ জন
	জিরি খলিলমীর উচ্চ বিদ্যালয়	জিরি	প্রায় ৬৫০ জন
	দক্ষিণ ভূর্ষি উচ্চ বিদ্যালয়	দক্ষিণ ভূর্ষি	প্রায় ৫৫০ জন
	কর্তালা বেলখাইন মহাবধী উচ্চ বিদ্যালয়	বরলিয়া	প্রায় ৬৫০ জন
	নলিনীকামনা মেমোরিয়াল ইনষ্টিটউট	ভাটিখাইন	প্রায় ৫০০ জন
	কালারপোল হাজী ওমড়া মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	শিকলবাহা	প্রায় ৬৫০ জন
	জোয়ারা খানখানাবাদ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	শোভনদন্ডি	প্রায় ৫০০ জন
	হাবিলাসদ্বীপ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাবিলাসদ্বীপ	প্রায় ৭৫০ জন
	হাইদগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়	হাইদগাঁও	প্রায় ৬০০ জন
	চরপাথরঘাটা	ইউপি ভবন	প্রায় ৬০০ জন

ইউপি ভবন	কোলাগাঁও	ইউপি ভবন	প্রায় ৫৫০ জন
	জুলধা	ইউপি ভবন	প্রায় ৫৫০ জন
	বরলিয়া	ইউপি ভবন	প্রায় ৬৫০ জন
	বড়উঠান	ইউপি ভবন	প্রায় ৫০০ জন
	চরলক্ষা	ইউপি ভবন	প্রায় ৬৫০ জন
	শিকলবাহা	ইউপি ভবন	প্রায় ৫০০ জন
	পাথরঘাটা	ইউপি ভবন	প্রায় ৬৫০ জন
	আশিয়া	ইউপি ভবন	প্রায় ৬০০ জন
	কোলাঘা৭ও	ইউপি ভবন	প্রায় ৫০০ জন

এই সব আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং স্কুল কাম সেল্টার গুলো স্কুল ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয় । স্কুল কাম সেল্টার গুলোতে স্বেচ্ছাসেবকদের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নাই। আশ্রয়কেন্দ্রগুলি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সংস্কার/মেরামতের প্রয়োজন। বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্রের সাথে বসতির সংযোগ রাস্তা ব্যবহার অনুপোযোগী বিধায় রাস্তাগুলো পুণ:সংস্কার ও উঁচু করার প্রয়োজন। এছাড়া বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে আলোর ও খাবার পানির কোন সু-ব্যবস্থা নাই।

৪.৪ আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকাঃ

আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার কমিটি গঠন

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৯-১২ জন।
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ ও স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতি সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসির সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়ীত্ব পালন করতে পারে।
- এলাকাবাসির সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ এর দায়িত্ব পালন করবেন।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে। খাবার পানি ফুটানোর ব্যবস্থা রাখা

আশ্রয় কেন্দ্রে কি কি নজর রাখতে হবেঃ

- পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা রাখা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্না সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র শুষ্ঠ ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিশষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিত ভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।

আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানীয়ভাবে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে, নিম্নে ছকে ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা সংগ্রহ করতে হবে।

আশ্রয় কেন্দ্র	আশ্রয় কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	মোবাইল নং
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	চরলক্ষা ইউপি ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড	দুর্যোগের সময় তাৎক্ষনিকভাবে কমিটি গঠন করা হয়	-
স্কুল কাম শেল্টার	আশিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব আব্দুল জলিল	০১৮১৭-৯৮৩৪৬০
	আশিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	মোঃ দিদারুল ইসলাম	০১৮১৮-০৪৮৭৭০
	চক্রশালা কৃষি উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ ইলিয়াস	-
	কাশিয়াইশ উচ্চ বিদ্যালয়	ছালাম উদ্দিন	০১৮১৮-০৩৩৩০০
	পিংগলা সরকারী প্রাঃবিঃ	রানা রহমান	০১৮১৯-৭৪১৮৩৯
	মনসা স্কুল এন্ড কলেজ	এস এম মেজবাহুল রহমান	-
	কেলিশহর উচ্চ বিদ্যালয়	বাদল চন্দ্র দে	০১৭২৭-৮৬২৫৩২
	লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়	মানিক কিশোর মালাকার	০১৮১৫-১৩২৩২৫
	কোলাগাঁও সরকারী প্রাঃবিঃ	রিনা দত্ত	-
	মোজাফ্ফরাবাদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	মানিক চন্দ্র কর	০১৮২৪৬০৩১৬০
	আয়ুব বিবি সিটি করপোরেশন স্কুল এন্ড কলেজ		-
	ছনহরা ষোরষীবালা উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ আব্দুল গনি	০১৮১৫-০২৮৮২০
ইউপি ভবন	চেয়ারম্যান, খরনা, ইউপি	মোঃ মফজল আহম্মদ চৌধুরী	০১৮১৯-১৭০৬৬৭
	চেয়ারম্যান, কচুয়াই, ইউপি	মোঃ খলিলুর রহমান বাবু	০১৮১২-৮২৪৭৮২
	চেয়ারম্যান, ভাটিখাইন, ইউপি	মোঃ মাহবুবুল আলম	০১৮১৯-৮২৮৭৯৯
	চেয়ারম্যান, ছনহারা, ইউপি	আলহাজ্ব মোঃ কামাল উদ্দিন	০১৮১৭-২১২৩৪৮
	চেয়ারম্যান, হাইদগাঁও, ইউপি	মোঃ মহিউদ্দিন	০১৮১৮-৯১৭৮০১
	চেয়ারম্যান, কেলিশহর, ইউপি	মোঃ জসিম উদ্দিন	০১৮১৯-৮০২৩৭৯
	চেয়ারম্যান, হাবিলাসদ্বীপ, ইউপি	মোঃ মফিকুল ইসলাম	০১৮২৭-৯২০৬২৫
	চেয়ারম্যান, কোলাগাঁও, ইউপি	হাজী মোঃ সামচুল ইসলাম	০১৭১১-৭১০০৪৫
	চেয়ারম্যান, জঙ্গালখাইন, ইউপি	আলহাজ্ব শাহাদাত হোসেন	০১৮১৭-৭২৩০৫৬
	চেয়ারম্যান, চরলক্ষা, ইউপি	আলহাজ্ব মোঃ আলী	০১৭১৭-৮৯৪৯৭৫
	চেয়ারম্যান, চরপাথরঘাটা, ইউপি	হাজী সাবের আহম্মদ	০১৭১৩-১২০৮৯৯

৪.৫ উপজেলা সম্পদের তালিকাঃ

অবকাঠামো / সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
আশ্রয়কেন্দ্র	৩টি	তাৎক্ষণিক ভাবে দায়িত্ব দেয়া হয়	অধিকাংশ ইউনিয়নে উক্ত জিনিসপত্র প্রায় সব জিনিষই নষ্ট হয়ে গেছে।
গোডাউন	২ টি		
ছোট মেগাফোন	১ সেট		
ওয়ারলেস	১ টি		
লাইফ জ্যাকট	নাই		
গামবুট	নাই		
সাইরেন	১ টি		
হেলমেট	নাই		
বাই সাইকেল	নাই		
টর্চ লাইট	নাই		
এপ্রোন	নাই		
ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড (পতাকাসহ)	নাই		
ইঞ্জিন চালিত নৌকা	নাই		
উদ্ধার টুল বক্স	নাই		
ওয়ারল্যাস সেট	১টি		
স্ট্রেচার	নাই		
মাইক	১ টি		
রেডিও (নষ্ট)	১টি		
ফাস্ট এইড বক্স	১ টি		
টেবিল	৩টি		
চেয়ার	৮টি		
আলমিরা	১টি		

৪.৬ অর্থায়নঃ

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার, ইজারা, খাল-বিল ইজারার মাধ্যমে এবং কিছু ব্যবসা বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে । কিন্তু ইদানিং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারার ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই। ফলে আয় এর মূল উৎস্য কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশনের থেকে ১% কর ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন।

(ক) নিজস্ব উৎসঃ (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

উৎস্য / ধরণ	বাৎসরিক আয়										
	চরলক্ষ্যা	কচুয়াই	ভাটিখাইন	ছরহরা	হাইদগাঁও	কেলিশহর	হাবিলাসদ্বীপ	কোলাগাঁও	জঙ্গালখাইন	খরনা	চরপাথরঘাটা
বসত বাড়ীর বাৎসরিক ট্যাক্স	৪০,০০০/-	৮২,২৫০/-	১,৭০,৫৪৪/-	২,২০,০০০/-	৮০,৮৮৮/-	৪০,০০০/-	২,২০,০০০/-	৪০,০০০/-	-	৪২,০০০/-	৫০,০০০/-
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স পারমিট ফি	২০,০০০/-	২০,৫০০/-	১২,০০০/-	২০,০০০/-	-	-	৪০,০০০/-	৭০,০০০/-	২২,০০০/-	-	২,০০,০০০/-
ইজারা বাবদ (হাট, বাজার, ঘাট, পুকুর, খোয়াড় উজারা ইত্যাদি)	-	৩,১৫,০০০/-	৩৩,০০০/-	-	১,০০,০০০	১৫,০০০/-	-	২০,০০০/-	-	৩১,০০০/-	৭২,০০০/-
সম্পত্তি হতে আয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অন্যান্য	১,০০,০০০/-	২০,০০০/-	-	১,০০,০০০/-	১০,০০০/-	-	১,০০,০০০/-	-	১,০০,০০০/-	-	২৫,০০০/-

উৎস্য / ধরণ	বাৎসরিক আয়										
	শিকলবাহা	বরলিয়া	বড়উঠান	জুলধা	কুসুমপুরা	জিরি	দক্ষিণ ভূর্ষি	ধলঘাট	শোভনদন্ডি	আশিয়া	কাশিয়াইশ
বসত বাড়ীর বাৎসরিক ট্যাক্স	২,২০,০০০/-	-	২,২০,০০০/-	২,৬০,০০০/-	৪০,০০০/-	-	৪৭,০০০/-	-	৪০,০০০/-	৪০,০০০/-	৪৩,০০০/-
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স পারমিট ফি	৩২,০০০/-	-	৬০,০০০/-	২০,০০০/-	২০,০০০/-	-	২০,০০০/-	-	১২,০০০/-	-	-
ইজারা বাবদ (হাট, বাজার, ঘাট, পুকুর, খোয়াড় উজারা ইত্যাদি)	-	-	২০,০০০/-	-	৩০,০০০/-	-	২৩,০০০/-	-	২০,০০০/-	২০,০০০/-	৫০,০০০/-
সম্পত্তি হতে আয়	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অন্যান্য	২,০০,০০০/-	-	-	-	১,০০,০০০/-	-	-	১,০০,০০০/-	-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-

খ) সরকারী সূত্রে অনুদান উন্নয়ন খাতঃ

খাতের ধরণ	বাৎসরিক আয়										
	চরলক্ষ্যা	কচুয়াই	ভাটিখাইন	ছরহরা	হাইদগাঁও	কেলিশহর	হাবিলাসদ্বীপ	কোলাগাঁও	জঙ্গলখাইন	খরনা	চরপাথরঘাটা
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা	১,৫০,০০০/-	১,৫৫,৮০০/-	২,০৩,১০০/-	১,৫৫,৩০০/-	১,৫৬,৮০০/-	১,৫৩,৮০০/-	১,৫৬,৮০০/-	১,৫০,২০০/-	৩,৩০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৩,৮০,০০০/-
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি	৬,০০,০০০/-	২,৭২,২৫০/-	৩,৯৪,০৯৪/-	৬,০০,০০০/-	২,৬৬,৪০০/-	৪,৬৬,১০০/-	৬,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/-	৫,৪৪,০০০/-	৬,০০,০০০/-	৩,৩০,০০০/-
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল রাস্তাঘাট মেরামত/ এল.জি.এস.পি	১২,০০,০০০/-	১৫,০০,০০০/-	-	২,০০,০০০/-	-	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	-	১০,০০,০০০/-	-
ভূমি হস্তান্তর কর ১%	৬,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-	৬,৫০,০০০/-	-	১৮,৫০,০০০/-	১৫,০০,০০০/-	১২,০০,০০০/-	-	১১,০০,০০০/-	-	১২,০০,০০০/-
গৃহ নির্মান ও মেরামত, উন্নয়ন সহায়তা তহবিল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

খাতের ধরণ	বাৎসরিক আয়										
	শিকলবাহা	বরলিয়া	বড়উঠান	জুলধা	কুসুমপুরা	জিরি	দক্ষিণ ভূর্ষি	ধলঘাট	শোভনদন্ডি	আশিয়া	কাশিয়াইশ
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫৫,২০০/-	৩,৩০,০০০/-	৩,৩০,০০০/-	-	১,৫৬,৩০০/-	৩,৩০,০০০/-	১,৫৩,২০০/-	৩,৩০,০০০/-	৩,৪৪,৩০০/-
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি	৬,০০,০০০/-	৫,৪৪,০০০/-	৩,৩০,০০০/-	৬,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/-	৩,৩০,০০০	৬,০০,০০০	৬,০০,০০০/-	৫,৪৪,২০০/-	৬,০০,০০০/-	৪,১৭,০০০/-
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল রাস্তাঘাট মেরামত/ এল.জি.এস.পি	৩,০০,০০০/-	-	১২,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১২,০০,০০০/-	-	১০,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-	১২,০০,০০০/-	২৬,৩০,০০০/-
ভূমি হস্তান্তর কর ১%	৩,০০,০০০/-	-	৩,০০,০০০/-	১২,০০,০০০/-	৮,০০,০০০/-	-	১২,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	১২,০০,০০০/-	৮,০০,০০০/-	১২,০০,০০০/-
গৃহ নির্মান ও মেরামত, উন্নয়ন সহায়তা তহবিল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

গ) স্থানীয় সরকারঃ

স্থানীয় সরকার	বাৎসরিক আয়										
	চরলক্ষ্যা	কচুয়াই	ভাটিখাইন	ছরহরা	হাইদগাঁও	কেলিশহর	হাবিলাসদ্বীপ	কোলাগাঁও	জঙ্গলখাইন	খরনা	চরপাথরঘাটা
উপজেলা পরিষদ	১,০০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	-	১,০০,০০০/-	-	-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	-	১,০০,০০০/-	৪৪,৬০০/-
জেলা পরিষদ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

স্থানীয় সরকার	বাৎসরিক আয়										
	শিকলবাহা	বরলিয়া	বড়উঠান	জুলধা	কুসুমপুরা	জিরি	দক্ষিণ ভূর্ষি	ধলঘাট	শোভনদন্ডি	আশিয়া	কাশিয়াইশ
উপজেলা পরিষদ	১,০০,০০০/-	-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	-	১,০০,০০০/-	-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-
জেলা পরিষদ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাঃ

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার নাম	বাৎসরিক আয়										
	চরলক্ষ্যা	কচুয়াই	ভাটিখাইন	ছরহরা	হাইদগাঁও	কেলিশহর	হাবিলাসদ্বীপ	কোলাগাঁও	জঙ্গালখাইন	খরনা	চরপাথরঘাটা
সিডিএমপি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এডিপি	-	-	-	৩,০০,০০০/-	-	২০,০০,০০০/-	-	-	-	১০,০০,০০০/-	-
টি, আর/ কাবিখা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার নাম	বাৎসরিক আয়										
	শিকলবাহা	বরলিয়া	বড়উঠান	জুলধা	কুসুমপুরা	জিরি	দক্ষিণ ভূর্ষি	ধলঘাট	শোভনদন্ডি	আশিয়া	কাশিয়াইশ
সিডিএমপি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এডিপি	-	-	-	২,০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-
টি, আর/ কাবিখা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নঃ

খাত সমূহ	বর্ণনা
কৃষি	পটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নের মোট কৃষি জমির পরিমান-৫৬১৩৪ একর । উপজেলাতে ১৯৯১ সালের মত বন্যা হলে বা বড় আকারের জলোচ্ছাস হলে প্রায় ১২১৪০ একর ফসলী জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । এখানে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ৬৪২০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে । কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৫৭৫০ একর ফসলী জমির ফসলের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতি হয় । নদী ভাঙ্গনে প্রতি বর্ষা মৌসুমে প্রায় ৫৩৪০ একর ফসলি জমির ক্ষতি হয়ে থাকে । খরায় প্রতি বছরই প্রায় ৬৫৭০ একর ফসলি জমির ক্ষতি হয়ে থাকে এবং অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের জলাবদ্ধতায় প্রতি বছরই কৃষি ফসলের প্রায় ৪৩০৫ একর জমির ফসল ক্ষতি করে থাকে । উক্ত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে আরো তীব্র ক্ষতির সম্মুখিন হতে হবে ।
মৎস্য	পটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নে বন্যা হলে ৩৮৩৩ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১২৫০ টি পুকুরের মাছ বন্যায় ভেসে যায় । নদী ভাঙ্গনে বেড়ী বাঁধ সংলগ্ন প্রায় ৩২৫ টি পুকুরের ক্ষতি হয়ে থাকে । এত করে ২৪৫০ টি পরিবারের মৎস্যজীবি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।
স্বাস্থ্য	পটিয়া উপজেলা ২২ টি ইউনিয়নে কণফলী নদী সংলগ্ন হওয়ার বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির ফলে দুপাড় ভেসে বন্যায় পরিনত হয়ে পরিবারের লোকজনের দেহের বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয় । বন্যার ফলে প্রায় ৬ টি স্বাস্থ্য সেবার কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় । এই উপজেলায় প্রায় ৭৮৭৬০ টি নলকুপের মধ্যে প্রায় ৩৩২৮০টি নলকুপ বন্যায় ক্ষতি গ্রস্থ হয় । পটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নে মোট পায়খানার সংখ্যা ৯৭৫০০টি এর মধ্যে ৫৬৫২৪ টি কাঁচা পায়খানা রয়েছে সেগুলো বন্যার সময় ক্ষতি হয়ে থাকে ।
জীবিকা	পটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নে বন্যার কারণে ৩৮০৬০০ জন কৃষিজীবির মধ্যে প্রায় ১২০৯০০ জন কৃষিজীবি ও ১২৬৭০০ জন দিন মজুরের মধ্যে প্রায় ৫৯৮০০ জন দিন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় । এই উপজেলা বন্যায় ছোট-বড় ২৮১১ টি গ্রাম্য দোকানের মালামাল নষ্ট হয় । কাল বৈশাখীতে ১২০৯০০ জন দিন মজুরের মধ্যে প্রায় ৩২৭০০ জন দিন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় । খরায় ১২০৯০০জন কৃষিজীবির মধ্যে প্রায় ২৪৫০০ জন দিন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় ।
পয়ঃনিস্কাশন	পটিয়া উপজেলায় একটি দুর্যোগ প্রবন উপজেলা হিসাবে পরিচিত । তাই এই উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নে বন্যা হলে পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে ফলে বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা ৯৭৫০০ টি এর মধ্যে পাকা পায়খানা ৫৬৭৪২ টি এবং কাঁচা পায়খানা ৫৬৫২৪ টি । কিন্তু বন্যার সময় কাঁচা পায়খানাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।
অবকাঠামো	পটিয়া উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নে বন্যায় কাঁচা রাস্তা ২০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে প্রায় ১১০ কিঃমিঃ, এইচবিবি প্রায় ২১৯.৫ কিঃমিঃ এর মধ্যে প্রায় ৯৬ কিঃমিঃ, ১০১৯৬৮ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৪৩৬০০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত হয় । এই উপজেলায় ২২ টি ইউনিয়নের ২৭৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ২২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৮১১ টি হাট বাজারের মধ্যে প্রায় ৪৩০ টি হাটবাজার প্লাবিত হয়, ৬৭৪ টি কালভার্ট এর মধ্যে প্রায় ১৫৮. টি কালভার্ট ক্ষতি গ্রস্থ হয় । কাল বৈশাখী ঝড় ও বন্যা হলে প্রায় ৩১ কিঃমিঃ বিদ্যুৎ লাইনের ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে ।

৫.২ দ্রুত/আগাম পুনরুদ্ধারঃ উপজেলা পর্যায়ে দ্রুত/আগাম পুনরুদ্ধার কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে । গঠনকৃত কমিটির তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
০১	মোজাম্মফর আহম্মদ টিপু	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯-৩১৬৮৪০
০২	মোসাঃ রোকেয়া বেগম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৮-১৮৬৮৭১
০৩	মোঃ আবুল হোসেন	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮২০-১৮৬৭৭০
০৪	মোঃ আনিছুজ্জামান	উপজেলা প্রকৌশলী,এলজিইডি	০১১৪৩৩৪৪৬৯
০৫	পারভীন আক্তার	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১১৯৯-২৭০১৭৭

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
০১	মোজাম্মফর আহম্মদ টিপু	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯-৩১৬৮৪০
০২	মোসাঃ রোকেয়া বেগম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৮-১৮৬৮৭১
০৩	মোঃ আবুল হোসেন	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮২০-১৮৬৭৭০
০৪	মোঃ আনিছুজ্জামান	উপজেলা প্রকৌশলী,এলজিইডি	০১১৪৩৩৪৪৬৯
০৫	পারভীন আক্তার	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১১৯৯-২৭০১৭৭

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
০১	মোজাম্মফর আহম্মদ টিপু	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯-৩১৬৮৪০
০২	মোসাঃ রোকেয়া বেগম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৮-১৮৬৮৭১
০৩	মোঃ আবুল হোসেন	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮২০-১৮৬৭৭০
০৪	মোঃ আনিছুজ্জামান	উপজেলা প্রকৌশলী,এলজিইডি	০১১৪৩৩৪৪৬৯
০৫	পারভীন আক্তার	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১১৯৯-২৭০১৭৭

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তাঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
০১	মোজাম্মফর আহম্মদ টিপু	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯-৩১৬৮৪০
০২	মোসাঃ রোকেয়া বেগম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৮-১৮৬৮৭১
০৩	মোঃ আবুল হোসেন	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮২০-১৮৬৭৭০
০৪	মোঃ আনিছুজ্জামান	উপজেলা প্রকৌশলী,এলজিইডি	০১১৪৩৩৪৪৬৯
০৫	পারভীন আক্তার	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১১৯৯-২৭০১৭৭

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিস্ট

চেক লিস্ট

রেডিও, টিভি মারফত ৫ নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সংঙ্গে সংঙ্গে নিম্নবর্নিত 'ছক' (চেক লিস্ট পরীক্ষা করে দেখতে এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্র. নং	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে বিপদ সম্বন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক জনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরী করা আছে কিনা।	হ্যাঁ
৩.	২/১ দিনের শকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নীচে পুতিয়া রাখার জন্য প্রচার করা হইয়াছে	হ্যাঁ
৪.	স্বেচ্ছা সেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিক ভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ত্রাণ গ্রদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	হ্যাঁ
৭	অন্যান্য	

বিঃদ্রঃ

- চেকলিস্ট পরীক্ষা করে যেই ক্ষেত্রে নানারুপ ত্রুটি দেখা যাবে সেই ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/সংস্থা হইতে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের জন্য লরইফ জ্যাকেট সংগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন

চেকলিস্ট

- প্রতি বৎসর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেক লিস্ট পূরণ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন ।

ক্র. নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে চিহ্ন
১	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমান মজুদ আছে।	না
২	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।	হ্যাঁ
৩	১-৬ বৎসরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	হ্যাঁ
৪	ইউপ ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে	হ্যাঁ
৫	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	না
৬	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে	না
৭	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	না
৮	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে নলকুপ আছে	না
৯	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	না
১০	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত বিকল্প কেয়ার টেকার উপস্থিত আছে	হ্যাঁ
১১	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	না
১২	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে	না
১৩	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উচু স্থান কিল্লা নিধারিত হয়েছে	না
১৪	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে	হ্যাঁ
১৫	আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে পায়খানা/প্রস্রাবখানা ব্যবস্থা আছে	না
১৬	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	হ্যাঁ
১৭	কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সজাগ করা হয়েছে	হ্যাঁ
১৮	অন্যান্য	

তথ্য প্রাপ্তির উৎসঃ
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
মোবাইল নং- ০১৮২০-১৮৬৭৭০

সংযুক্তি ২

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

ক্র. নং	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
১	উপজেলা চেয়ারম্যান, পটিয়া	সভাপতি	০১৮১৯-৩১৬৮৪০
২	উপজেলা নিবাহী অফিসার, পটিয়া	সহ-সভাপতি	০১৭১৮-১৮৬৮৭১
৩	মেয়র, পটিয়া (পৌরসভা)	সদস্য	০১৭৩৩-৯৩৯৫৮৫
৪	ভাইস্ চেয়ারম্যান (পুরুষ) উপজেলা পরিষদ, পটিয়া	সদস্য	০১৮১৭-৭২১১৪১
৫	ভাইস্ চেয়ারম্যান (মহিলা) উপজেলা পরিষদ, পটিয়া	সদস্য	০১৮৩১-১৯৩১৬৭
৬	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৮২০-১৮৬৭৭০
৭	চেয়ারম্যান, খরনা, ইউপি	সদস্য	০১৮১৯-১৭০৬৬৭
৮	চেয়ারম্যান, কচুয়াই, ইউপি	সদস্য	০১৮১২-৮২৪৭৮২
৯	চেয়ারম্যান, ভাটিখাইন, ইউপি	সদস্য	০১৮১৯-৮২৮৭৯৯
১০	চেয়ারম্যান, ছনহারা, ইউপি	সদস্য	০১৮১৭-২১২৩৪৮
১১	চেয়ারম্যান, হাইদগাঁও, ইউপি	সদস্য	০১৮১৮-৯১৭৮০১
১২	চেয়ারম্যান, কেলিশহর, ইউপি	সদস্য	০১৮১৯-৮০২৩৭৯
১৩	চেয়ারম্যান, হাবিলাসদ্বীপ, ইউপি	সদস্য	০১৮২৭-৯২০৬২৫
১৪	চেয়ারম্যান, কোলাগাঁও, ইউপি	সদস্য	০১৭১১-৭১০০৪৫
১৫	চেয়ারম্যান, জঙ্গলখাইন, ইউপি	সদস্য	০১৮১৭-৭২৩০৫৬
১৬	চেয়ারম্যান, চরলক্ষা, ইউপি	সদস্য	০১৭১৭-৮৯৪৯৭৫
১৭	চেয়ারম্যান, চরপাথরঘাটা, ইউপি	সদস্য	০১৭১৩-১২০৮৯৯
১৮	চেয়ারম্যান, শিকলবাহা, ইউপি	সদস্য	০১৮১৯-৩৬৬৮২৩
১৯	চেয়ারম্যান, বড়লিয়া, ইউপি	সদস্য	০১৮২৭-৩৯৩৪৭৭
২০	চেয়ারম্যান, বড়উঠান, ইউপি	সদস্য	০১৭১৭-১৩৩০৩০
২১	চেয়ারম্যান, জুলধা, ইউপি	সদস্য	০১৮১৭-৭১৬১৪৪
২২	চেয়ারম্যান, কুসুমপুরা, ইউপি	সদস্য	০১৮১৫-৯৪৪৮৮১
২৩	চেয়ারম্যান, জিরি, ইউপি	সদস্য	০১৮১৭-২০১৩০৯
২৪	চেয়ারম্যান, দক্ষিণ ভূর্ষি, ইউপি	সদস্য	০১৮১৯-১৭৮৭৩৭
২৫	চেয়ারম্যান,ধলঘাট, ইউপি	সদস্য	০১৮১৯-৩২৬৭৯৩
২৬	চেয়ারম্যান, শোভনদন্ডি, ইউপি	সদস্য	০১৮১৮-৭৬৫৪৩৪
২৭	চেয়ারম্যান, আশিয়া, ইউপি	সদস্য	০১৮১৯-৬৩৭২০০
২৮	চেয়ারম্যান, কাশিয়াইশ, ইউপি	সদস্য	০১৮১৯-৩২০৫০৭
২১	উপজেলা কৃষি কমকর্তা, পটিয়া	সদস্য	-
২২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃকমকর্তা, পটিয়া	সদস্য	০১৯১৪-৭৩৯১৩৬
২৩	উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা, পটিয়া	সদস্য	০১৭১২-৫৫৩৩৫০
২৪	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, পটিয়া	সদস্য	০১১৪৩৩৪৪৬৯
২৫	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, পটিয়া	সদস্য	০১৮২০-১৮৬৭৭০
২৬	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমকর্তা, পটিয়া	সদস্য	০১৯১৩-৫৬৫৪১৯
২৭	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কমকর্তা, পটিয়া	সদস্য	০১৭১৮-১৮৬৮৭১
২৮	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটিয়া	সদস্য	০১৭১১-৬৭৭৮০৮
৩০	উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি), পটিয়া	সদস্য	০১৭৫৪-৫৮৯৮৬৭
৩২	মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, পটিয়া	সদস্য	০১৮১৯-০৭৬৫৫৬
৩৩	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, পটিয়া	সদস্য	০১১৯৯-২৭০১৭৭
৩৫	উপজেলা অফিসার ইনচার্জ (পটিয়া থানা)	সদস্য	০১৭১৩-৩৭৩৬৪৩
৩৬	উপজেলা ফায়ার ষ্টেশন অফিসার, পটিয়া	সদস্য	০১৭১৮-৪৫৯৬৫৬
৩৭	উপজেলা ফায়ার ষ্টেশন কমান্ডার, পটিয়া	সদস্য	০১৮১৩-৯৬৯০৩০

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

কচুয়াই ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	মোঃ সাকিব হোসেন	১	সংকেত প্রচার	০১৮৩৫-৯৩০২১২
০২	ফরিদ আহাং	২	উদ্ধার করা	০১৮২৯-৮১০৯৫৯
০৩	মোঃ আবু নাসিম ফারুকী	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮৩২-০৭১৮৪২
০৪	স্বপন বিশ্বাস	৩	সংকেত সহকারী	০১৮২৪-০০৫৬৯৬
০৫	আশীষ রক্ষিত	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৪-৪৭৮৭০২
০৬	মিজান হোসেন	৫	প্রাথক চিকিৎসা	০১৮৪৮-১৫৬৭৫৩
০৭	নুসরাত সুলতানা	৫	ত্রাণ সহকারী	০১৮১৯-১৯৬৩৩৩
০৮	মোঃ তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরী	৬	আশ্রয়ণ	০১৮১৮-৫৭৫৪৪৪
০৯	জাহিদা বেগম চৌধুরী	৬	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৭১৩-১১৮৮০০
১০	মোঃ নাছির উদ্দিন	৭	ত্রাণ	০১৭৭০-৩৮৪৯৯৫
১১	মোঃ ইসমাইল	৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩১-১৬৭৭৬৩
১২	দেলোয়ারা বেগম	৭	ত্রাণ	০১৮২৯-৪৪৮৬৪০
১৩	মোঃ জাহঙ্গীর আলম	৮	সংকেত প্রচার	০১৮১৪-৩১৭৪৩৮
১৪	বিশ্বনাথ	৯	আশ্রয়ণ	০১৮৫৫-৬৩১৩৬০
১৫	সেলিনা আক্তার	৯	উদ্ধার করা	০১৮২৫-০৩৩৫৪৩

ভাটিখাইন ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	সরজ কান্তি বড়ুয়া	১	সংকেত প্রচার	০১৮১৯-০৮৯২১৪
০২	সন্তোষ কুমার বড়ুয়া	১	উদ্ধার করা	-
০৩	টুনু বাশিজল দাস	২	উদ্ধার সহকারী	০১৯১৮-৯৮২৩৫০
০৪	আবদুল মালেক	২	সংকেত সহকারী	-
০৫	আবু ছিদ্দিক	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
০৬	মোঃ জসিম	৪	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২১-৭১২৫৭৯
০৭	স্বপ্না দে	৫	ত্রাণ সহকারী	০১৮২৯-৩৩৪৭০৪
০৮	সমীর নাথ	৫	আশ্রয়ণ	০১৮১৩-৫৮৭৭৩৪
০৯	অমল দাস	৬	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮১৩-৫৩১৮৭৪
১০	আবদুল জলিল	৬	ত্রাণ	০১৮১৪-৩৭৬৯২২
১১	আবদুর রহিম	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩১-১০২৪৮৩
১২	মিরা দাস	৭	ত্রাণ	০১৮২৬-৩৪৮৯২১
১৩	আবু তাহের	৮	সংকেত প্রচার	০১৮১৮-৮৫১৯৭৩
১৪	আবুল কাসেম	৮	আশ্রয়ণ	-
১৫	মিলন সরকার	৯	উদ্ধার করা	০১৮২৬-৬৭৫৮৮০
১৬		৯	আশ্রয়ণ	-
১৭		৯	উদ্ধার করা	-
১৮			প্রাথমিক চিকিৎসা	-

ছনহরা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	আব্দুর রহমান	১	সংকেত প্রচার	০১৮৩০-৪৬৯৯৪২
০২	এয়াকুব আলী	২	উদ্ধার করা	০১৯২৪-৮৪৮৯০২
০৩	মোঃ মহিউদ্দিন	৩	উদ্ধার সহকারী	-
০৪	সমীর মল্লিক	৪	সংকেত সহকারী	-
০৫	মোঃ নাছির উদ্দিন	৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
০৬	মোঃ হোসেন	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩০-০৪১১৪১
০৭	রুবেল দে	৬	ত্রাণ সহকারী	
০৮	দিপেন চক্রবর্তী	৭	আশ্রয়ণ	০১৮১২-৫৪২৭৯৮
০৯	সনজীত দে	৭	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮২৯-২৮৬০৫২
১০	আবুল কাসেম	৭	ত্রাণ	-
১১	এনামুল হক	৮	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৫-৩৮৪৭৬১
১২	হাসানুল হক	৮	ত্রাণ	০১৮৫১-৩৭৮৪২৯
১৩	আব্দুল জলিল	৮	সংকেত প্রচার	০১৮৪৩-২৯১০৭৮
১৪	সঞ্জয় দত্ত	৮	শ্রয়ণ	-
১৫	দিজেন বড়ুয়া	৯	উদ্ধার করা	০১৮১২-৩৮০৭৫৫
১৬		৭	আশ্রয়ণ	-
১৭		৮	উদ্ধার করা	-

হাইদগাঁও ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়াড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	মোঃ আব্দুর গফুর	১	সংকেত প্রচার	০১৮৪৩-৬১৯৯০০
০২	অমুল্য মল্লিক	২	উদ্ধার করা	০১৮১৬-৮৬৬৫৮৪
০৩	মোঃ আব্দুল মোতালেব	৩	উদ্ধার সহকারী	০১৮২৩-৩৮০৫৬৭
০৪	মোঃ নিজাম উদ্দিন	৪	সংকেত সহকারী	০১৮১১-৯৮৯৯১২
০৫	মোঃ নুরুল বশর	৪	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৪৮-১৪৯১৭৪
০৬	রবিউল হোসেন	৪	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৪-৮৯৪৩০৩
০৭	জিন্নাতুর রহমান	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮১৯-১৭১৮৭০
০৮	রুমা চৌধুরী	৫	আশ্রয়ণ	০১৮২৭-২৮০২৪০
০৯	ঝর্ণা দত্ত	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮১১-৬১৬০০৮
১০	জাহাঙ্গীর আলম	৫	ত্রাণ	-
১১	আবুল কাসেম	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৫-২৩৫৬১৭
১২	মোঃ মোজাফ্ফর	৬	ত্রাণ	০১৮১৫-১২০৭৮৯
১৩	মোঃ সামসুল আলম	৭	সংকেত প্রচার	০১৮৩৭-২১৯৩০৪
১৪	এনাম চৌধুরী	৭	আশ্রয়ণ	০১৮২৭-৪০৩৮৫২
১৫	মোঃ ওমর আলী	৮	উদ্ধার করা	০১৮১৮-৫৭০৭৩৮
১৬	মোঃ সিরাজ মিয়া	৯	আশ্রয়ণ	০১৮২৪-৮২৯৮০৩

হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	সুমা আক্তার	১	সংকেত প্রচার	০১৮৫৩-০১০৭৪১
০২	শেখ মোঃ হোসেন	১	উদ্ধার করা	০১৮২৩-২৫৭০৮০
০৩	শহীদুল ইসলাম বিপ্লব	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮৫৩-১১৯৬৭০
০৪	টুম্পা আক্তার	২	সংকেত সহকারী	০১৮৫৩-৮৯৬২৭৩
০৫	মোঃ রফিকুল ইসলাম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩৩-০৮৪৯২৩
০৬	মোঃ আনোয়ার হোসেন	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৬৩-৫৯৩৮২৯
০৭	মাহফুজুর রহমান	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮৪০-১৫৬৫৮৯
০৮	সবুজ মিয়া	৪	আশ্রয়ণ	-
০৯	জানে আলম	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮২৮-৪৬২৮৩২
১০	মোঃ ইকরানুল আফসার ইশান	৫	ত্রাণ	০১৮৪৩-৫৭১২৪৯
১১	আমিনুর রহমান মানিক	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৯-৮৭৯৮৯৮
১২	রোকন দে	৭	ত্রাণ	০১৮৫৪-৭৫৩১০০
১৩	রকি	৮	সংকেত প্রচার	০১৮২২-২২৮৫২৪
১৪	মোঃ সফি	৮	আশ্রয়ণ	০১৮১৩-২৮৬৬৫৪
১৫	মোঃ আলী	৯	উদ্ধার করা	০১৮৩৪-২৪৮৭৭৩
১৬	আবু সায়াত	৯	আশ্রয়ণ	০১৮১৯-১২৭২৯৮

কোলাগাঁও ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	মোঃ রফিক	০১	সংকেত প্রচার	০১৯২৩-৬৮৪৮৬৫
০২	জাফর আহম্মেদ	০১	উদ্ধার করা	০১৮৪৯-৫৯৭৬৮৪
০৩	আহম্মদ নূর	০২	উদ্ধার সহকারী	০১৮৫৪-৯৯৬৬৯৯
০৪	মোঃ আলমঙ্গীর	০২	সংকেত সহকারী	০১৮৪০-৭৪০৬৮৮
০৫	আবদুল আজাদ	০৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৬-৩৪৮২৮০
০৬	আবু মোহাম্মদ	০৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৯-৪৪৮৪২৬
০৭	পাপিয়া খাতুন	০৪	ত্রাণ সহকারী	-
০৮	মফিজুর রহমান	০৪	আশ্রয়ণ	০১৭৫৭-৩৭৪১০৫
০৯	নাসিমা আক্তার	০৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮২৭-৩৩৪৬৮৯
১০	ছালেয়া খাতুন	০৫	ত্রাণ	০১৮৩১-০৩৪০৪৬
১১	মোঃ সেলিম	০৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৪৫-৩১৬৬০৭
১২	মোঃ ইলিয়াস	০৬	ত্রাণ	০১৮২০-৫৬৩১৫৪
১৩	আবুল হোসেন	০৭	সংকেত প্রচার	০১৮৪৯-৭২৬১৫৭
১৪	আবু মোহাম্মদ	০৮	আশ্রয়ণ	০১৮২৯-৪৪৮৪২৬
১৫	নুরুল ইসলাম	০৯	উদ্ধার করা	০১৮১৪-১৬৪১৩৩
১৬	মোঃ শফি	০৯	আশ্রয়ণ	০১৮১২-৮১০৮৭৯

জঙ্গলখাইন ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	মোঃ আলমগীর	১	সংকেত প্রচার	০১৮২০-১৯৪৯০৩
০২	সাহেদা বেগম	১	উদ্ধার করা	০১৮৫১-৪০৫৩৬৮
০৩	আব্দুল বারেক	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮২৪-৪৭৮৭৩৮
০৪	সিরাজুল ইসলাম	২	সংকেত সহকারী	০১৮৩৫-৯৬২৫২৩
০৫	মোঃ লিয়াকত	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৭-৭২০০০২
০৬	শিখা পাল	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩৪-২১১৮৪২
০৭	সৈয়দ নবী	৪	ত্রাণ সহকারী	-
০৮	হাফেজুর রহমান	৫	আশ্রয়ণ	০১৮৩৮-২৫৮২৫৬
০৯	বদিউল আলম	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮২৮-৫৭৮১৬০
১০	খোরশেদা বেগম	৬	ত্রাণ	০১৮১৩-২৭৭৩১১
১১	আজিজুল হক	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩০-৩৬৬৪৩৫
১২	সাধন বাবু	৭	ত্রাণ	০১৮২২-৩১২৬১২
১৩	খোরশেদা বেগম	৮	সংকেত প্রচার	০১৮১৩-২৭৭৩১১
১৪	মামুর রশিদ	৮	আশ্রয়ণ	০১৮২০২৭০২৬৯
১৫	মোঃ নাছিম উদ্দিন	৯	উদ্ধার করা	০১৮৩০-০৩২১৩৯
১৬	হাসিনা আক্তার	৯	আশ্রয়ণ	০১৮১৯-৫০৩৯০৫

চরলক্ষা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	আমেনা খাতুন	১	সংকেত প্রচার	০১৮২৭-৮৪০৭৯৭
০২	মোঃ নুর কালাম	১	উদ্ধার করা	০১৮২৭০৪৮৯৩৫
০৩	মাহফুজা বেগম	২	উদ্ধার সহকারী	-
০৪	ছবির আহম্মদ	২	সংকেত সহকারী	০১৮১৯-০৯৩৪৬৮
০৫	নূর মোহাম্মদ	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
০৬	মোঃ সিরাজুম ইসলাম	৪	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৯৩৩-০৯২৩৫৩
০৭	মারজানা বেগম	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮৩৬-১৬২৬৫৫
০৮	মোঃ সেলিম	৫	আশ্রয়ণ	০১৮২৯-২২৪৯৫৩
০৯	দেলোয়ারা বেগম	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	-
১০	মোঃ ইমন	৬	ত্রাণ	০১৮৩৯-৫১৩৫৩৩
১১	সুলতানা বেগম	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১২	মোঃ জামাল উদ্দিন	৭	ত্রাণ	০১৮১৪-৩৩৭০১৬
১৩	রহিমা বেগম	৭	সংকেত প্রচার	০১৮৩২-৫৮৭৫৭৪
১৪	হালিমা বেগম	৮	আশ্রয়ণ	০১৮২৬-১১৫৬৬৬
১৫	নাছিমা আক্তার	৮	উদ্ধার করা	০১৮১৮-৯১৫৮৪৪
১৬	মোঃ ইউনুস	৯	আশ্রয়ণ	০১৮২৮-৪৩৭৭৩৭
১৭	নূর জাহান	৯	উদ্ধার করা	০১৮২৫-২১৬৬০০

চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	মোঃ আব্দুর রহমান	১	সংকেত প্রচার	০১৮১২-০১২৫৬৭
০২	নুর মোহাম্মদ	১	উদ্ধার করা	০১১৯০-৮৯৭৮৯১
০৩	মোঃ সামসুদ্দিন	২	উদ্ধার সহকারী	০১৭৩৯-৮৩০৭১৩
০৪	মোঃ ওসমান	২	সংকেত সহকারী	০১৬৮১-০৫৯৭০০
০৫	আকবর আলী	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৪৫-২৩৭৩০৮
০৬	জাহেদা খানম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩২-৪১৩৪৮২
০৭	মোঃ সালাম উদ্দিন	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮২৯-০৬৫৯০৫
০৮	মমতাজ বেগম	৪	আশ্রয়ণ	০১৮৩৮-৪৫৭৪১৫
০৯	জাহাঙ্গীর আলম	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৯৩৩-০৭৯৫৩৮
১০	শাহানাজ পারভীন	৬	ত্রাণ	০১৮২৩-৮২১৩৩১
১১	রাহেনা আক্তার	৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭৫৭-১৫৫৭৭২
১২	রহিম আলী	৮	ত্রাণ	০১৮৩৬-৫১৮৭২৯
১৩	মোঃ ইউনুস	৯	সংকেত প্রচার	০১৯২৫-১৪০৪২৪
১৪	এম মঈন উদ্দিন	৯	আশ্রয়ণ	০১৭১৩-১১৫৬৮৩
১৫	পারভীন আক্তার	৭	উদ্ধার করা	-

শিকলবাহা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	মোঃ সেকেন্দার মিয়া	১	সংকেত প্রচার	০১৮৩১-১৩৪৯২৩
০২	মোঃ ফারুক আহম্মদ	১	উদ্ধার করা	-
০৩	মোঃ শাকিল আলম	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮১৯-২৯০৭১৯
০৪	সুমন	২	সংকেত সহকারী	০১৮২১-৭১২০৫৬
০৫	আবুল কালাম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৫-৬৪২৫৭২
০৬	মোবারক আহম্মদ	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৬-৫৩১২৬৯
০৭	আব্বাস উদ্দিন	৫	ত্রাণ সহকারী	০১৮১১-৫৮৮৯৮১
০৮	এরশাদ সওদাগর	৪	আশ্রয়ণ	০১৯২৫-৭৭৭৭৯১
০৯	আবু ছাত্তার রনি	৪	আশ্রয়ণ সহকারী	-
১০	লিয়াকত আলী	৫	ত্রাণ	-
১১	এরশাদ আলী	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১১-৩০১৬৪০
১২	মোঃ মুরাদ	৬	ত্রাণ	০১৮২৫-৫৮৫৯৯৪
১৩	রশিদ মিস্ত্রি	৭	সংকেত প্রচার	০১৯২৬-১৬৮২৯৪
১৪	মোঃ জসিম উদ্দিন	৭	আশ্রয়ণ	০১৮১৭-৭০২১৮৪
১৫	আবছার উদ্দিন	৮	উদ্ধার করা	০১৮১৩-২৫৩৩৫৬
১৬	শেখ আহম্মদ	৮	আশ্রয়ণ	০১৮২০-২৪৭৫৬৬

বরলিয়া ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	আবু সিদ্দিক	১	সংকেত প্রচার	০১৮১৬-৩৭০১৮১
০২	রহিম উদ্দিন	১	উদ্ধার করা	০১৭১৬-১৮১৪৭৮
০৩	মফিজুর রহমান	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮১৯-৭২১১৮৪
০৪	মোঃ আবু মনছুর চৌধুরী	২	সংকেত সহকারী	০১৮২১-০১৮২৬৭
০৫	সৈয়দ সাইফুল ইসলাম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩৫-৭০০২৭৪
০৬	গুরু মিয়া	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭১৮-৮২৪৫৭০
০৭	শংকর দত্ত	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮১৪-২৬২৫১৫
০৮	রতন চৌধুরী	৪	আশ্রয়ণ	০১৮১৮-১১৭৭০৫
০৯	নাছির উদ্দিন	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮৩০-০৬৩৬৭৯
১০	জরিনা আক্তার	৫	ত্রাণ	০১৮১৮-০০৯২৬৫
১১	পিজুষ বড়ুয়া	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩১-১৯৩১৮৬
১২	মোঃ মান্নান	৬	ত্রাণ	০১৮১৪-৮১৬৯১২
১৩	মোঃ জামাল হোসেন	৭	সংকেত প্রচার	০১৮৩৬-৭৬৪৫৫৩
১৪	মোঃমালেক	৭	আশ্রয়ণ	০১৮২৩-৬৮৯৬১১
১৫	ইয়াকুব হোসেন	৮	উদ্ধার করা	০১৮১৯-৫৩২৪২৯
১৬	মিলন কান্তি দাস	৮	আশ্রয়ণ	০১৮২০-০৬১১৭০
১৭	মোঃ তৈয়ব	৯	উদ্ধার করা	০১৮৩০-১১৩৬৬৩
১৮	মোঃ ইউসুফ	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩০-২০৮৫১১

বড়উঠান ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	মোঃ আবুল কাশেম	১	সংকেত প্রচার	০১৮১৯-০৭৩৩৬৯
০২	মোঃ হারুন	১	উদ্ধার করা	০১৬৮২-৬৪১৩৪২
০৩	মোঃ এমরান খান	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮৩৫-৩৫৮৭০০
০৪	জান্নাতুর খানম	২	সংকেত সহকারী	০১৮১১-০২০৩৭০
০৫	ছানোয়ারা বেগম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৮-৩৯৭৭৫২
০৬	নাছির উদ্দিন	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৪-৩০৯৫৩৭
০৭	জয়নব বেগম	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮১৪-২৬৬৭৫৩
০৮	আবদুল হক	৪	আশ্রয়ণ	০১৮১৯-৬২৪৪৭৯
০৯	নবীর হোসেন	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮২২-০১২৩১৮
১০	মোঃ আনোয়ার	৫	ত্রাণ	০১৮১৫-৩৭৭১৪৬
১১	মোঃ জামিল	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৫৬-৭১৭৯৩৮
১২	মোঃ এনাম হোসেন	৬	ত্রাণ	০১৮১৭-৭৪০৩৪৬
১৩	মোঃ তৈয়ব	৭	সংকেত প্রচার	০১৮৪৯-৯১৮৬৬২
১৪	হরিদাস শীল	৭	আশ্রয়ণ	০১৮২৯-০৪৭০৭৫
১৫	মোঃ রফিক	৮	উদ্ধার করা	০১৮৩৪-৯১১১০২
১৬	মোঃ ইসমাইল	৮	আশ্রয়ণ	০১৮২০-২৪১৭৫৬
১৭	সুনীল বিশ্বাস	৯	উদ্ধার করা	০১৮১৮-০২১২৪৬

জুলধা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	মোঃ ইব্রাহিম	১	সংকেত প্রচার	০১৮১৮-১১১৪৭৯
০২	রত্না দত্ত	১	উদ্ধার করা	০১৮১২-৫৭৯৩৭৫
০৩	শফি সওদাগর	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮৩৫-১০১২৩১
০৪	মোঃ সারোয়ার	২	সংকেত সহকারী	০১৮১৮-৯০৮১৯১
০৫	বদি আলম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৫-৮৫৩৯৩৭
০৬	ইলিয়াস	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬
০৭	মোঃ ফারুক	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮১৪-৩২১০২২
০৮	মোঃ নূর আলম	৪	আশ্রয়ণ	০১৮১১-২৫৭৫৭৫
০৯	নজরুল ইসলাম	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮২০-১৬৭৩৭৫
১০	মোঃ পারভেজ	৫	ত্রাণ	০১৮১৩-৫৯৩৭১১
১১	মোঃ আমজাদ হোসেন	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭২৫-০৪৫৮৬২
১২	মোঃ কামাল	৬	ত্রাণ	০১৮১১-৮১৭২৬৯
১৩	মোঃ রাসেদ	৭	সংকেত প্রচার	০১৮১৯-৬২৪৪৭৯
১৪	আবু বক্কর	৭	আশ্রয়ণ	০১৮১১-৫৩৬০২৯
১৫	মোঃ রহিম	৮	উদ্ধার করা	০১৮১৫-১৩৫৯৬৭
১৬	রতন ধর	৮	আশ্রয়ণ	০১৮১৯-১৭২২০৭
১৭	পরিমল বিশ্বাস	৯	উদ্ধার করা	০১৮১৫-৬০৩৬৮২
১৮	দেবনাথ শীল	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৪-৩২৬৫৩১

কুসুমপুরা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	মোঃ মনছুর আলম	১	সংকেত প্রচার	০১৮১১-৩৭৮২৯৩
০২	মোঃ ইউসুফ	১	উদ্ধার করা	-
০৩	মোঃ আবছার	২	উদ্ধার সহকারী	০১৬৭৫-৬২৬৬৯৯
০৪	মোঃ নাছির উদ্দিন	২	সংকেত সহকারী	০১৮১৯-১৭২৮১২
০৫	মোঃ আবদুল মন্নান	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৪৮-১৬৯১২৫
০৬	শেখ আহম্মদ	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২১-০১৮২৯১
০৭	মোঃ রফিক	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮১৫-৭১১১৪৮
০৮	শাহ আলম	৪	আশ্রয়ণ	০১৮১৬-১৩০০৩৭
০৯	দিদারুল আলম	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮১৮-১৪১৩৮৭
১০	মফিজুর রহমান	৫	ত্রাণ	০১৮৩২-৫৮১৪৮৫
১১	আব্দুর রহমান	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৫-৬২৮৫২৭
১২	মোঃ আবদুল হাই	৬	ত্রাণ	০১৮২২-৫২১২৯৬
১৩	মোঃ আলমগীর	৭	সংকেত প্রচার	০১৮১২-০৯৮৫১০
১৪	আবুল কালাম	৭	আশ্রয়ণ	০১৮২৪-৪৮২১৭৭
১৫	নুরুল আলম	৮	উদ্ধার করা	০১৮১২-৭১২৫৪৪
১৬	রানু আক্তার	৮	আশ্রয়ণ	০১৮১৫-৫১০৫৩১
১৭	ফাতেমা বেগম	৯	উদ্ধার করা	০১৮১৪-২০৮৭৯৫
১৮	মোঃ দেলোয়ার	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৪৫-২২৯৫৮৮

জিরি ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	মোঃ মতিয়ার রহমান	১	সংকেত প্রচার	০১৮১৭-০১০৮৮২
০২	সবিনা বেগম	১	উদ্ধার করা	০১৮১৯-৩০৩৬১২
০৩	মোঃ বাবুল হোসেন	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮৩২৫১৩৬২৮
০৪	জুয়েল রানা	২	সংকেত সহকারী	০১৮২৯-৩০৬২০৮
০৫	শাহনাজ বেগম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩২-৮৬৮৮৯২
০৬	জয়নাল আবেদীন	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৩-৩৯৬৪১৩
০৭	ফাতেমা বেগম	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮১১-৮৪২৩৪৩
০৮	জুলফিকার নাইম	৪	আশ্রয়ণ	০১৮২৮-৮৪৩৮১৮
০৯	নদিয়া বেগম	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮২৩-৯৬২৫৩২
১০	মোঃ শহিদুল	৫	ত্রাণ	০১৮২৯-৬৩৮০৯১
১১	জান্নাতুল ফেরদৌস	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩২৫৩৬৯২৬
১২	মোঃ রাসেল খান	৬	ত্রাণ	০১৮১২-৯৬২২০১
১৩	আলেয়া বেগম	৭	সংকেত প্রচার	০১৮৪০১৮৮৬৪১
১৪	মোঃ ইউনুস বুঁইয়া	৭	আশ্রয়ণ	০১৮১৫-৫০৭৪৮৭
১৫	আসমা বেগম	৮	উদ্ধার করা	০১৮৫৬-২০৭৯৮০
১৬	নুর হোসেন	৮	আশ্রয়ণ	০১৮৩৯-৮১২৯৭১
১৭	পারভীন বেগম	৯	উদ্ধার করা	০১৮২৯-৬২০৯১০
১৮	মোঃ আফজাল হোসেন	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১২-৬৫৩৯৬১

ধলঘাট ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	মোঃ শুকুর ফকির	১	সংকেত প্রচার	০১৮২২-৭৩০৯০১
০২	রিনা বেগম	১	উদ্ধার করা	০৮৪৫-০১১০৮২
০৩	ইমরান খান	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮৫৯-৬৭২২১০
০৪	রহিমা বেগম	৩	সংকেত সহকারী	০১৮১১-৫৯৬৮৭২
০৫	ইব্রাহিম খান	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৫-১৭১৯০৭
০৬	রেশমা বেগম	৪	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৭-২৩৬৭২০
০৭	আবদুস সালাম ফকির	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮৫২-০৮৯১৭০
০৮	জেসমিন আক্তার	৫	আশ্রয়ণ	০১৮২৬-৯৭৪৩২৫
০৯	ময়না	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮৫৭-৪২০১৬৭
১০	মোঃ শাহাদাত হোসেন	৬	ত্রাণ	০১৮২৯-৭৫২৮০২
১১	হেনা	৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৭-৭১৯৪০০
১২	নুরুল আমিন	৬	ত্রাণ	০১৮২৮-৩৩৭০২৯
১৩	মিনা চৌধুরী	৮	সংকেত প্রচার	০১৮৪০-১৮৮৬৭২
১৪	বোরহান সরদার	৯	আশ্রয়ণ	০১৮২৯-৯১১৮১৪

শোভনদন্ডি ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	আবু সৈয়দ	১	সংকেত প্রচার	০১৮৩১-৯৫৮৮৬২
০২	দিদার আলম	১	উদ্ধার করা	০১৮১১-৯৩৮১৭৬
০৩	রহিম উদ্দিন	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮১২-৫৭৫৭৮৭
০৪	মোঃ সেলিম	২	সংকেত সহকারী	০১৮১৪-০২৩১৭৮
০৫	এনাম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
০৬	আকবর হোসেন	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৩-৭২২০৩৯
০৭	সিরাজ মিয়া	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮২৭-৭২০৪৩৪
০৮	রোকেয়া বেগম	৪	আশ্রয়ণ	০১৮১৬-১০২২৬৩
০৯	ফেরদৌস আরা	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮১৪-৪১৮৩০০
১০	আবু ছাত্তার	৫	ত্রাণ	০১৮১৬-৮৩৮৭৪১
১১	সামসুল আলম	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩৫-৮৮২৮৫৮
১২	মোঃ ইসমাইল	৬	ত্রাণ	০১৮৩০-০৬৯৭৯৪
১৩	মোঃ কামাল	৭	সংকেত প্রচার	০১৮১৫-৫০০৩৫৩
১৪	বাবুল	৭	আশ্রয়ণ	০১৮৩৫-৮৭৯৯৯৯
১৫	মোঃ মোমেন	৮	উদ্ধার করা	০১৮১৪-৪৪৭৮৫০
১৭	রবিউল হোসেন	৯	উদ্ধার করা	০১৮১৬-৩২০০২৯

আশিয়া ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	মনিরা বেগম	১	সংকেত প্রচার	০১৮৪৭-২৭০৯৩২
০২	রোকনুজ্জামান	১	উদ্ধার করা	০১৮১৬-৩৩১৯৯৪
০৩	আরশী আক্তার	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮১৮-৬০২১৯৯
০৪	মোঃ রেজাউল ইসলাম	২	সংকেত সহকারী	০১৮৫২-৬৪২৯৬১
০৫	খাদিজা বেগম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৩-৯৩৯২১২
০৬	মাসুদ শিকদার	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৪১-৬২৭০৯১
০৭	বিউটি দাস	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮৩৬-২৭৯২১১
০৮	মোঃ মনির খান	৪	আশ্রয়ণ	০১৮২৭-৮৯৮৫৭২
০৯	নাজমা বেগম	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮৩২-৫১৭৬৯২
১০	মোঃ ফারুক শেখ	৫	ত্রাণ	০১৮৩৩-৯৮৬৭১০
১১	রিনা সুলতানা	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৭-৫৩১৮৭০
১২	আরিফ কবির	৬	ত্রাণ	০১৮২৭-৭১৭৪০০
১৩	মিলন গাজী	৭	সংকেত প্রচার	০১৮২৯-৮০৩৭৮৯
১৪	জমিলা বেগম	৭	আশ্রয়ণ	০১৮৪৯-৯৫৯৭৮৮
১৫	জয়ন্তি	৮	উদ্ধার করা	০১৮৩২-৫৩৬২২৬
১৭	জাকিয়া আক্তার লিমা	৯	উদ্ধার করা	০১৮২৯০৯১৭৫৩১

কাশিয়াইশ ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	ইরানী বেগম	১	সংকেত প্রচার	০১৮২৪-৩৯২৭৩২
০২	ফারুক হাওলাদার	১	উদ্ধার করা	০১৮৪৩-৮৩৭৪১১
০৩	রওশর আরা বেগম	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮২৯-২০৪৬০৭
০৪	অকুল বিশ্বাস	২	সংকেত সহকারী	০১৮২২-১৮৯৩০১
০৫	ফাতেমা আক্তার	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৪৯-৪৬২৭০২
০৬	মাসুম বিল্লা	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৩-৪০২৩৬৯
০৭	পারভীন বেগম	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮৩৭-২২৭৯৩৮
০৮	জালাল মুসল্লী	৪	আশ্রয়ণ	০১৮৪৩-৩৮২২৬৬
০৯	হোসনে আরা বেগম	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮১৫-৭১২৮০৪
১০	রনজিত প্রমান্ন	৫	ত্রাণ	০১৮৩৪-২৩৭৯০১
১১	নুর জাহান বেগম	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৪৯-৩৭২১১২
১২	অরুন দাস	৬	ত্রাণ	০১৮২৭-৮১০৪৫০
১৩	সেলিনা বেগম	৭	সংকেত প্রচার	০১৮১৯-৯৬৬১৫৩
১৪	হাফিজুর রহমান	৭	আশ্রয়ণ	০১৮৪৫-৭২৫০২৬
১৫	সাজিয়া আক্তার	৮	উদ্ধার করা	০১৮২৯-৮৩৩৮২৬
১৭	গাজী কবির	৯	উদ্ধার করা	০১৮২৩-২৫২৬২২
১৮	মৌসুমী বেগম	৯	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮৩৪-০১৯৮৬৪

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

উপজেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল নং
উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ডাঃ দুলাল প্রসাদ ভট্টচায	০১৭২৭-২৩৪৩৮৪
	ডাঃ মোঃ মিজানুর রহমান	০১৮১৯-১২৮৫৪২
	ডাঃ মোঃ মাজহারুল হক	০১৮১৯-৩২৭১৩৫
	ডাঃ জাকিয়া আফরোজ	০১৮১৪-৩১০৯০৩
	ডাঃ সুজন কুমার ধর	০১৮১২-০২৮৫০৯
	ডাঃ মোঃ আবুল মনছুর	০১৭১২-১৭৬২৭৭
	ডাঃ মানব কুমার চৌধুরী	০১৮১৭-২০৫০০২
	ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	-
	ডাঃ ফাতেমা সাদিয়া	০১৮১৭-৭০৬০১০
	ডাঃ মুহাম্মদ আফতাবুল ইসলাম	০১৮১৯-৬২৮২৬৫
	ডাঃ সুপ্রিয়া কর্মকার	০১৫৫৮-৮৮৭৮৬২
	ডাঃ শাহ মইন উদ্দিন চৌধুরী	০১৮১৫-৩৪৪১৬১
	ডাঃ জয় দত্ত বড়ুয়া	০১৭১২-২৪৮৩৭২
	ডাঃ এবি এম. ফরিদ উদ্দিন	০১৮১৯-৩২৩৮১৬
	রাইহানুর বেগম	-
	তাহমিনা আক্তার (ভারপ্রাপ্ত কমকর্তা)	০১৮১৯-৩০৮৭৫৫

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটিঃ

পটিয়া উপজেলায় অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল নং
পটিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	মোজাফ্ফর আহম্মদ টিপু	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯-৩১৬৮৪০
	মোসাঃ রোকেয়া বেগম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৮-১৮৬৮৭১
	মোঃ আবুল হোসেন	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮২০-১৮৬৭৭০
	দোলন আচার্য	স্টেশন অফিসার	০১৭১৮-৪৫৯৬৫৬

স্থানীয় ব্যবসায়ীঃ

পটিয়া উপজেলার স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গের নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের নাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল নং
কেলিশহর	মোঃ আবদুল আজিজ	০১৮১৫-৮৪৯৩৩১
কেলিশহর	মোঃ রিয়াদ	০১৮১৮-১২৫২৮৫
কেলিশহর	মোঃ আমিনুল ইসলাম	০১৮১৯-৬২২০৭২
কেলিশহর	মোঃ আরমান	০১৮১৯-৮৩৪৩৫০
কেলিশহর	মোঃ জাবেদ	০১৮১৯০৩৯২৫৯০
কেলিশহর	মোঃ তৈয়ব	০১৮১৯-৮৩৪৩৮৪
ধলঘাট	সাদেক আলী	০১৮২২-৭৩০৯০১
ধলঘাট	ইমরান	০১৮৫৯-৬৭২৩১০
শোভনদন্ডি	বজলুর রহমান	০১৮৩১-৯৫৮৮৬৬
শোভনদন্ডি	দিদার আলম	০১৮১১-৯৩৮১৭৬
জুলধা	ইদ্রিস মিয়া	০১৮১৮-১১১৪৭৫
জুলধা	মোঃ সারোয়ার	০১৮১৮-৯০৮১৯১
জিরি	মোঃ মতিয়ার রহমান	০১৮১৭-০১০৮৮২
জির	মোঃ বাবুল হোসেন	০১৮৩২-৫১৩৬২৮
দক্ষিণ ভূর্ষি	ইনছান আলী	০১৮২০-২৭৬৯৩৭
দক্ষিণ ভূর্ষি	নাজিম উদ্দিন	০১৮১৯-৩৮১৮৫৯

সংযুক্তি ৪

আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লাঃ এই উপজেলায় কোন মাটির কিল্লা নেই ।

স্কুল কাম শেল্টারঃ

আশ্রয় কেন্দ্র	আশ্রয় কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	মোবাইল নং
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	চরলক্ষা ইউপি ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড	দুর্যোগের সময় তাৎক্ষনিকভাবে কমিটি গঠন করা হয়	-
স্কুল কাম শেল্টার	আশিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব আব্দুল জলিল	০১৮১৭-৯৮৩৪৬০
	আশিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	মোঃ দিদারুল ইসলাম	০১৮১৮-০৪৮৭৭০
	চক্রশালা কৃষি উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ ইলিয়াস	-
	কাশিয়াইশ উচ্চ বিদ্যালয়	ছালাম উদ্দিন	০১৮১৮-০৩৩৩০০
	পিংগলা সরকারী প্রাঃবিঃ	রানা রহমান	০১৮১৯-৭৪১৮৩৯
	মনসা স্কুল এন্ড কলেজ	এস এম মেজবাহুল রহমান	-
	কেলিশহর উচ্চ বিদ্যালয়	বাদল চন্দ্র দে	০১৭২৭-৮৬২৫৩২
	লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়	মানিক কিশোর মালাকার	০১৮১৫-১৩২৩২৫
	কোলাগাঁও সরকারী প্রাঃবিঃ	রিনা দত্ত	-
	মোজাফ্ফরাবাদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	মানিক চন্দ্র কর	০১৮২৪৬০৩১৬০
	আয়ুব বিবি সিটি করপোরেশন স্কুল এন্ড কলেজ		-
	ছনহরা ষোরষীবালা উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ আব্দুল গনি	০১৮১৫-০২৮৮২০
ইউপি ভবন	চেয়ারম্যান, খরনা, ইউপি	মোঃ মফজল আহম্মদ চৌধুরী	০১৮১৯-১৭০৬৬৭
	চেয়ারম্যান, কচুয়াই, ইউপি	মোঃ খলিলুর রহমান বাবু	০১৮১২-৮২৪৭৮২
	চেয়ারম্যান, ভাটিখাইন, ইউপি	মোঃ মাহবুবুল আলম	০১৮১৯-৮২৮৭৯৯
	চেয়ারম্যান, ছনহারা, ইউপি	আলহাজ্ব মোঃ কামাল উদ্দিন	০১৮১৭-২১২৩৪৮
	চেয়ারম্যান, হাইদগাঁও, ইউপি	মোঃ মহিউদ্দিন	০১৮১৮-৯১৭৮০১
	চেয়ারম্যান, কেলিশহর, ইউপি	মোঃ জসিম উদ্দিন	০১৮১৯-৮০২৩৭৯
	চেয়ারম্যান, হাবিলাসদ্বীপ, ইউপি	মোঃ মফিকুল ইসলাম	০১৮২৭-৯২০৬২৫
	চেয়ারম্যান, কোলাগাঁও, ইউপি	হাজী মোঃ সামচুল ইসলাম	০১৭১১-৭১০০৪৫
	চেয়ারম্যান, জঙ্গালখাইন, ইউপি	আলহাজ্ব শাহাদাত হোসেন	০১৮১৭-৭২৩০৫৬
	চেয়ারম্যান, চরলক্ষা, ইউপি	আলহাজ্ব মোঃ আলী	০১৭১৭-৮৯৪৯৭৫
	চেয়ারম্যান, চরপাথরঘাটা, ইউপি	হাজী সাবের আহম্মদ	০১৭১৩-১২০৮৯৯

সংযুক্তি ৫

এক নজরে পটিয়া উপজেলার তথ্যাবলী নিম্নে দেখানো হল

ক্রঃ নং	আয়তন	২৫৫ বর্গ কিঃ মিঃ	ক্রঃ নং	ঈদগাঁহ	১৮ টি
১	ইউনিয়ন/উপজেলা	২২ টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা	২৩	ব্যাংক	১৪ টি
২	মৌজা	১২৭ টি	২৪	পোস্ট অফিস	৩১ টি
৩	গ্রাম	১৭৬ টি	২৫	ক্লাব	৮১ টি
৪	পরিবার	১০১৯৬৮ টি	২৬	হাট বাজার	৩৩ টি
৫	মোট জনসংখ্যা	৬,৩২,১৫০ জন	২৭	কবর স্থান	৭৬৭ টি
৬	পুরুষ	৩,২০,২১৮ জন	২৮	শ্মশান ঘাট	৬৭ টি
৭	মহিলা	৩,১২,১৪৮ জন	২৯	মুরগীর খামার	২৮টি
৮	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২২৮ টি	৩০	গভীর নলকুপ	২৪৩ টি
৯	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৯টি	৩১	অগভীর নলকুপ	৭৮৭৬০টি
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪৭ টি	৩২	হস্তচালিত নলকুপ	৪২ টি
১১	কলেজ	০৭ টি	৩৩	নদী	নেই
১২	মাদ্রাসা, দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী	২১ টি	৩৪	খাল	৬০ টি
১৩	শিক্ষার হার	৫৮.৫৫%	৩৫	বিল	নেই
১৪	কমিউনিটি ক্লিনিক	৩১ টি	৩৬	হাওড়	নেই
	বাঁধ	৭ টি বেরি বাঁধ লম্বা প্রায় ২৬.৫কিঃমিঃ	৩৭	পুকুর	৩৮৩৩ টি
১৬	সুইচ গেইট	৩ টি	৩৮	পাকা রাস্তা	২০০ কিঃ মিঃ
১৭	ব্রীজ	১৭৬ টি	৩৯	কাঁচা রাস্তা	২১৯.৫ কিঃ মিঃ
১৮	মসজিদ	৫৯৩ টি	৪০	এইচবিবি রাস্তা	২৮১.৫কিঃমিঃ
১৯	কালভার্ট	৬৭৪ টি	৪১	গুদাম ঘর	৩ টি
২০	তাঁত শিল্প কারখানা	-	৪২	খেলার মাঠ	৪৯ টি

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারের প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	প্রচারিত অনুষ্ঠানের নাম	প্রচারের সময়	বারের নাম
ঢাকা-ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যেই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬.০৫-৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০- ৭.০০	প্রতিদিন
চট্টগ্রাম	কৃষি কথা	সকাল ৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৬.৫৫-০৮.৩০	প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.১০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৩০	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৫.২৫	শনি, সোম ও বুধ
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.২৫	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের কথা	দুপুর ০১.৪০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

সন্ধ্যা ০৬.৫০ মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে এক যোগে প্রচারিত হয়।

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সূচী নিম্নে দেয়া হল।

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
রেডিও সাগড়গিরি এফ এম ৯৯.২	সুস্থ জীবন (এইডস), প্রমো, পিএসএ	দুপুর ১২.৩৫-১.০০	প্রতিদিন
	নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান: অগ্নি বীনা প্রমো, পিএসএ	১.০০-১.৩০	
	জলবায়ু পরিবতনে হই সচেতন, সুস্থা সুন্দর হোক সবার জীবন	১.৩০-২.০০	
	ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান : পরশ মনি	২.০০-২.৩০	
	ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অনুষ্ঠান : শিক্ষাথীদের আসর	২.৩০-৩.০০	
	রকমারী গানের অনুষ্ঠান : রং ধনু	৩.০০-৩.৩০	
	সাক্ষাৎকার ধমী অনুষ্ঠান : কথার মালা	৩.৩০-৪.০০	
	স্থানীয় শিল্পীদের গানের অনুষ্ঠান : সারথী	৪.০০-৪.৫০	
	অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণা: আগামী দিনের শিরোনাম	৪.৫০-৫.০০	

তথ্যসূত্র: উপজেলা পরিষদের সকল অফিস, সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও এলাকার প্রবীন ব্যক্তিবর্গসহ সাক্ষাতকার গ্রহনের মাধ্যমে।

উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম

সমন্বয়ে

ঘরনী

GHARONI

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগীতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি -২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়